আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত তথা
মাসলাকে আলা হযরত-এর মুখপত্র

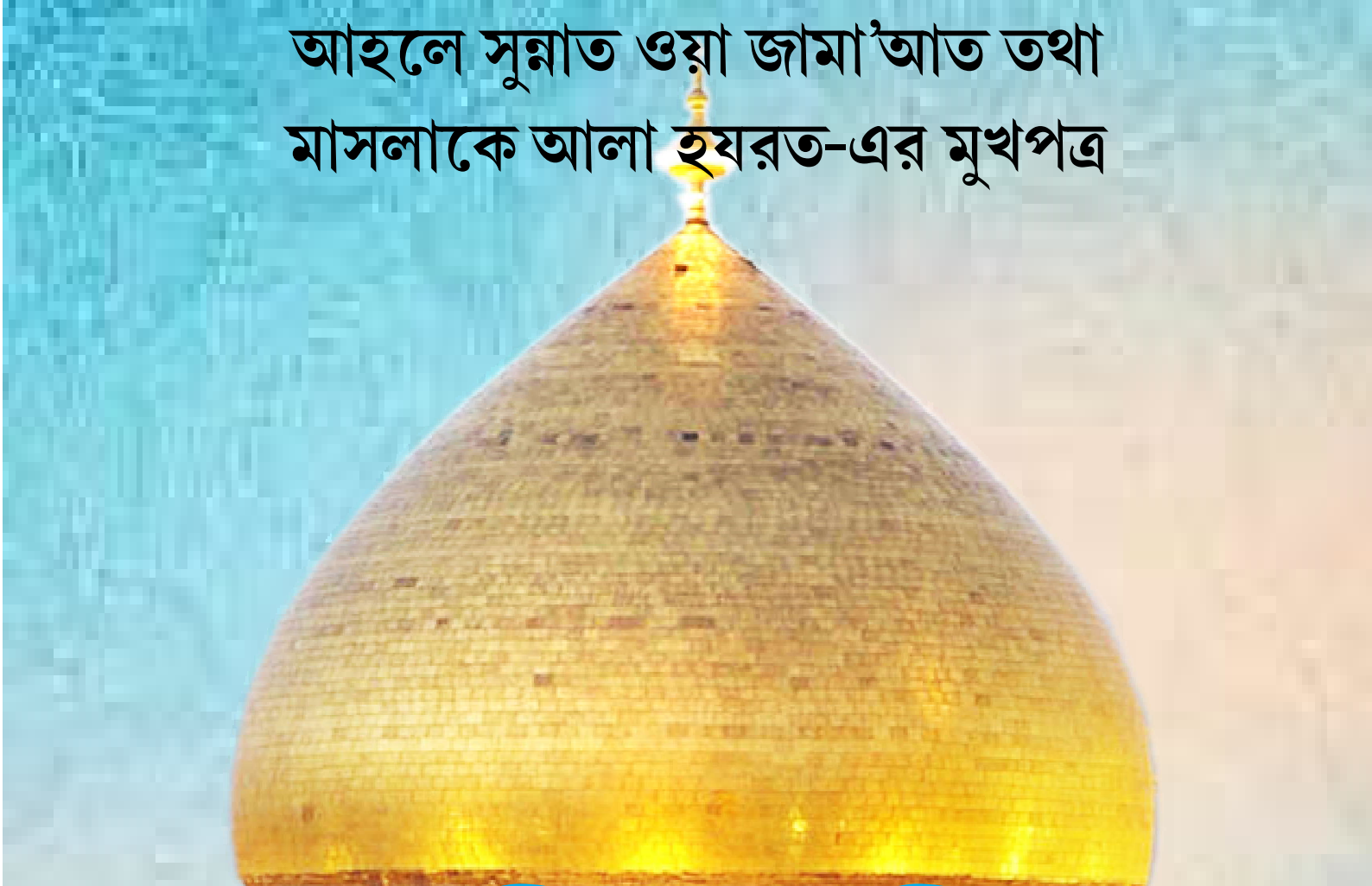

মাসিক পত্রিকা
আল্-মিসবাহ

THE MONTHLY AL-MISBAH MAGAZINE

July-2024

প্রকাশনায়
সুন্নী ইসলামিক মিশন
হেড অফিস-
আল-জামিয়াতুল আশরাফিয়া
(মুবারকপুর, আজমগঢ়, উত্তর প্রদেশ)

পরিচালনায় :-WB MISBAHI NETWORK

স্মরণার্থে

জালালাতুল ইলম, হুযূর হাফিযে মিল্লাত রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ

উপদেষ্টা পরিষদ

মুহাক্কিকে মাসায়েলে জাদীদাহ হযরত আল্লামা **মুফতী মুহাম্মদ নেযামুদ্দীন** রেজবী বারকাতী মিসবাহী
(শাইখুল হাদীস ও ইফতা বিভাগের প্রধান আল জামেয়াতুল আশরাফিয়া, মোবারকপুর, ইউ.পি.)
আদীবে শাহীর আল্লামা **মুফতী শাহযাদ আলম** মিসবাহী রেজভী
(শাইখুল আদব জামিয়াতুর রেযা, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি.)
হযরত আল্লামা **মুফতী আব্দুল খালিক্ব** সাহেব
(প্রধান শিক্ষক জামে আশরাফ কিছৌছা শরীফ, ইউ.পি.)
হযরত আল্লামা **মুফতী অয়েযুল হক** হাবীবী মিসবাহী
শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা, পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা
হযরত আল্লামা **শাহজাহান আলম** আযীযী
শাইখুল হাদীস চান্দপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা।
মুফতী **মকবুল আহমদ মিসবাহী** দঃ২৪পরগনা
হযরত আল্লামা **মুফতী যুবায়ের আলম** রেজভী সাহেব মুর্শিদাবাদ ।
হযরত আল্লামা **মুফতী আলিমুদ্দিন** রেজভী সাহেব মুর্শিদাবাদ ।
আল্লামা **ডাঃ সাজ্জাদ আলম** মিসবাহী
আল্লামা **ডাঃ সাদরুল ইসলাম** মিসবাহী
আল্লামা **আব্দুর রহীম মিসবাহী,** মালদা
মুফতী **ফজলুল রহমান** মিসবাহী
মুফতী **আমজাদ হুসাইন সিমনানী,** দঃ দিনাজপুর
মুফতী **আব্দুল আজীজ কালিমী,** মালদা
মুফতী **লতফুর রহমান মিসবাহী আজহারী,** মালদা
মুফতী **শাহজাহান,** বীরভূম
মুফতী **আলী হুসাইন** তাহসীনী
মুফতী সাবির আলী মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ

ফাতওয়া বিভাগের মুফতীয়ানে কেরাম

হযরত আল্লামা মুফতী অয়েযুল হক হাবীবী মিসবাহী
শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা,
পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

মুফতী রফীক আলম মিসবাহী, মালদা
সিনিয়র শিক্ষক মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা,
পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

মুফতী মঈন উদ্দীন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ
হেড শিক্ষক সুলতানপুর ও মালীপুর সুন্নী মাদ্রাসা

মুফতী আলামীন মিসবাহী, পাকুড়
জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালীমিয়া আরবী ইউনিভার্সিটি,
সাইদা পুর, মুর্শিদাবাদ।

মুফতী আবূ বকর মিসবাহী, বীরভূম
শাইখুল হাদীস মেটিয়াব্রুজ, কোলকাতা

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর
সিনিয়র শিক্ষক খালতিপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা।

সদস্য মণ্ডলী

মুফতী রাফিক আলম মিসবাহী	মুফতী জয়নুল আবেদীন মিসবাহী
মুফতী শামসুদ্দীন মিসবাহী	ক্বারী সৈয়দ মাজহারুল হক্ব মিসবাহী
মুফতী মুক্বসিদ মিসবাহী	মাওলানা আলী রেযা মিসবাহী
মুফতী আফতাব আলম মিসবাহী	মাওলানা আব্দুল মাবুদ মিসবাহী
মুফতী মঈনুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা আকবর আলী মিসবাহী
মুফতী উমর ফারুক মিসবাহী	মাওলানা গোলাম গৌস মিসবাহী
মুফতী সুলতান আলী মিসবাহী	মাওলানা আব্দুল কাবির সাহেব
মুফতী সাহীমুদ্দীন মিসবাহী আজহারী	মাওলানা মুস্তাক্বীম রাজা মিসবাহী
মুফতী হাশিমুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা দাতা মাহবুব মিসবাহী
মুফতী আতাউর রহমান মিসবাহী	মাওলানা ইনজেমা-মুল হক্ব মিসবাহী
মুফতী গুলাপ হুসাইন মিসবাহী	মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মিসবাহী
মুফতী আলামিন মিসবাহী	মুফতী নুরুল ইসলাম
মুফতী মুঈজুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা শামীম আখতার মিসবাহী
মুফতী জাহাঙ্গীর আলম মিসবাহী	মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী
মুফতী আসমাউল হক্ব মিসবাহী	মাওলানা সুলাইমান মিসবাহী
মুফতী বিলাল হুসাইন মিসবাহী	সৈয়দ সামিরুল ইসলাম চিশতী
মুফতী আবু বকর মিসবাহী	মুফতী মেহেরবান আলী
মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী	সৈয়দ গোলাম মুসতারশিদ আল-ক্বাদরী
মাওলানা মোমিন আলী মিসবাহী	মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী
মুফতী গোলাম মুস্তাফা মিসবাহী	মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মারকাযী
মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী	ক্বারী সাজিদুল ইসলাম মিসবাহী
মুফতী মারজান মিসবাহী	মুফতী মুসলিম আলী
মুফতী মুতিউর রহমান মিসবাহী	ক্বারী স্বয়নুল ইসলাম মিসবাহী
মুফতী গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী	জনাব শাহিদুল ইসলাম সাহেব
মুফতী তৌহীদুর রহমান আলাঈ জামেঈ	হাফিজ মেহেদী হাসান সাহেব
মাওলানা দাউদ আলম মিসবাহী	মাওলানা নাসির শেখ মিসবাহী
ক্বারী সাজিমুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা হিশামুদ্দিন মিসবাহী
হাফিয মুস্তাকিম	মাওলানা হাশিমুদ্দিন মিসবাহী
মাওলানা গুলাম মুস্তফা	মাওলানা মাসউদুর রহমান
মুফতী জাহাঙ্গীর আলম রেজবী, ঝাড়খন্ড	মুফতী আবুল কালাম আজাদ, মুর্শিদাবাদ
মুফতী আবরার আলম মিসবাহী	মুফতী সাবির মিসবাহী
ক্বারী আমির সোহেল মিসবাহী	ক্বারী মুনিরুদ্দিন মিসবাহী
হাফিয তারিক রেজা	মাওলানা রৌশন আলী আলাঈ

সূচীপত্র

বিষয় ও লেখক | পৃষ্ঠা নং

1	মহরম মাসে প্রচলিত লাঠি খেলার বিধান মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী, দঃ দিনাজপুর	1
2	জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা মুফতী আবূ বকর মিসবাহী, বীরভূম	3
3	এযীদ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের মতামত মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর	7
4	দ্বীনের জ্ঞান কার নিকট থেকে অর্জন করবেন? মুফতী গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী, ঝাড়খণ্ড	11
5	হযরত আমীরে মোয়াবিয়া কি রাসূলের সুন্নাত পরিবর্তন করেছিলেন? সৈয়দ শাহ গোলাম ইস্তিরশাদ আল কাদরী, কোলকাতা	16
6	হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাব মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী, দঃ চব্বিশ পরগনা	22
7	ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ হতে তিনটি ফাতাওয়ার অনুবাদ মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ	28
8	ইমাম বাড়া তৈরি করা ও সেখানে ফাতিহা করার বিধান মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর	30
9	সাহাবায়ে কেরামের সম্মানার্থে বেয়াদবী করার বিধান মাওলানা মনিরুল ইসলাম, মালদা	34
10	মহরম মাসের ফজিলত, করণীয় ও বর্জনীয় ক্বারী নূর মুহাম্মদ, বীরভূম	37
11	ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে আহলে বাইত মাওলানা হেশামুদ্দিন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ	40
12	ইলমে গায়েব প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাব মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী, বীরভূম	45
13	প্রশ্নোত্তরে নামাজের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল মাওলানা হাশিমুদ্দিন মিসবাহী, বীরভূম	49

মহররম মাসে প্রচলিত লাঠি খেলা ও অন্যান্য খেল-তামাশা কি শরীয়ত সম্মত?

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী
কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

সম্মানিত মুসলিম সমাজ! মহররম পালনের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহ লাঠি খেলা আমাদের এলাকার খুবই জনপ্রিয় একটি প্রথা। এই মাসে মুসলিম যুবকেরা অতি আনন্দ-উল্লাসের সহিত বাদ্যযন্ত্র সহ লাঠি খেলা কে যেভাবে পছন্দ করে তেমনি অন্যদিকে এই লাঠি খেলা পরিদর্শন করে বহু মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে পিছুপা হয়না। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, এই লাঠি খেলা ও তা প্রদর্শন করা কে মানুষ বৈধ ও ইসলামিক কাজ মনে করে সম্পন্ন করে থাকে। বহু জায়গায় মুসলিম যুবকেরা মদ ও বিয়ার ইত্যাদি পান করেও এই খেল-তামাশায় লিপ্ত হয়। আসুন আমরা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত লাঠি খেলা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করি। ইসলাম শরীয়তে তিনটি খেলাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৈধ করেছেন। যেমন-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ

অর্থাৎ-মুসলিম ব্যক্তির জন্য তীর ছোড়া, ঘোড়া প্রশিক্ষণ দেওয়া ও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে খেলা করা ব্যতীত প্রত্যেক খেল তামাশার বস্তু নিষিদ্ধ ।

{সুনানে তিরমিযী হাদীস নং-১৭৩৭,, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং-২৯১৮,, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা খন্ড-৪ পৃঃ-২২৯ হাদীস নং-১৯৫৪৯,, কান্‌জুল উম্মাল হাদীস নং-১০৮৬০}

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

هذا حديث حسن

অর্থাৎ-হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

صححه ابن خزيمة والحاكم

অর্থাৎ-হাদীসটি ইমাম ইবনে খুযায়মাহ ও ইমাম হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সহীহ বলেছেন। {ফাতহুল বারী-১১/৯১}

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, মহররমের প্রচলিত লাঠি খেলা হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত বৈধ খেলা সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এছাড়া কিছু উলামায়ে কেরাম শর্তসাপেক্ষ অন্যান্য কিছু খেলাকে জায়েজ বলেছেন। আর শর্তগুলো হলো- (১)শরীর চর্চার উদ্দেশ্যে তা সম্পন্ন করা। (২)খেলার কারণে শরীয়তের জরুরী কোন এবাদত কে পরিত্যাগ না করা যেমন নামাজ, রোজা, দ্বীনি শিক্ষা অর্জন ইত্যাদি। (৩)অপরিহার্য পর্দাকে বজায় রাখা। (৪)কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। (৫)খেলায় জুয়া ও সাট্টা না লাগানো। (৬)কোন অবৈধ কর্ম খেলায় মিশ্রণ না করা ইত্যাদি।

প্রিয় মুসলিম সমাজ! মহররম মাসে প্রচলিত লাঠি খেলা কে যদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে আপনি অবশ্যই জ্ঞাত হবেন যে, এই খেল তামাশা উপরোক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী কখনো সম্পন্ন করা হয় না। অতএব জায়েয হওয়ার জন্য উলামায়ে কেরামের এই ফাতাওয়াটিও প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

সুধী পাঠক! বর্তমান সময়ে মহররমে প্রচলিত লাঠি খেলার সঙ্গে ইসলাম ও ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কোনো সম্পর্কই নেই। কারণ মহররমের প্রচলিত লাঠি

খেলার সঙ্গে অসংখ্য নাজায়েজ ও গুনাহের কর্ম মিশ্রিত হয়েছে, যেমন- খেলার জন্য ব্যান্ড পার্টি, ঢোল তবলা ও ক্যাসিও ইত্যাদি ব্যবহার করা, হাফ প্যান্ট পড়ে খেলাধুলা করা, গ্রামেগঞ্জে গিয়ে খেল প্রদর্শন করানো, খেলার কারণে নামাজ পরিত্যাগ করা, খেলা দেখার জন্য মহিলাদের একত্রিত হওয়া, যুবতী মহিলাদের দেখে নাচানাচি ও অতিরঞ্জিত কিছু কাজ করা, নকল ও ভুয়া কারবালায় অংশগ্রহণ করা, নাজায়েজ কর্মসমূহ সম্পন্ন করার সময় হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করা, মদ পান ও কোন হারাম বস্তু সেবন করে খেলায় অংশগ্রহণ করা, এক কথায় এ ধরনের বহু নাজায়েজ ও অবৈধকর্ম বর্তমান প্রচলিত লাঠি খেলার সঙ্গে যুক্ত। অতএব মহরমের প্রচলিত লাঠি খেলাকে সমর্থন করার অর্থই হলো, উপরোক্ত না জায়েজ ও অবৈধ কর্ম সমূহ কে সমর্থন করা। আর এই সমস্ত নাজায়েজ, অবৈধ ও বিদআত সম্বলিত কোন খেল-তামাশা ইসলাম শরীয়তে নাতো জায়েজ হতে পারে না আর না তা সমর্থন করা জায়েজ হবে। সুতরাং আমি সমস্ত মুসলিম যুবক এর উদ্দেশ্যে বলব, ধর্মের নামে ভন্ডামি, খেল তামাশা ও নাচ গান থেকে আজই তৌবা করে নিন এবং ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নামকে বদনাম ও নিজের পরলৌকিক জীবনকে বরবাদ করা থেকে ফিরে আসুন যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আহলে বায়তে আতহার এর আপনি প্রকৃত প্রেমিক এবং ইসলাম ধর্মের সঠিক অনুসারী হতে চান।

কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ

অনুবাদ-এবং বর্জন করো তাদেরকে, যারা নিজেদের দ্বীনকে খেলা তামাশারূপে গ্রহণ করেছে আর তাদেরকে পার্থিব জীবন প্রতারিত করেছে, এবং ক্বোরআন থেকে তাদেরকে উপদেশ দাও যাতে কখনো কোন প্রাণ নিজের কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার না হয়।

{সূরা আন'আম-৬ আয়াত নং-৭০}

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

অনুবাদঃ-যারা তাদের দ্বীনকে খেল ও কৌতুক বানিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করবো যেমনি তারা এ দিনের সাক্ষাতের ধারণা পরিত্যাগের করেছিলো এবং যেমনি আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করছিলো।

{সূরা আরাফ-৭ আয়াত নং-৫১}

আল্লাহ তাআলা আমাদের সমস্ত যুবক ভাইদেরকে ইসলামের সঠিক পথের পথিক হয়ে এবং হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সঠিক প্রেমিক হয়ে জীবন অতিবাহিত করার শক্তি প্রদান করুন!

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী
কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মহরমের ঢোল

শরীআতে ঢোল বাজনা হারাম। বিশেষ করে মহরমে ঢোল বাজালে আহলে বায়তের সম্মানার্থে চরম পর্যায়ের বেয়াদবী হয়। সুতরাং এই ভুল কাজ থেকে সাবধান! কেউ আপনার বাড়িতে ঢোল বাজাতে আসলে ভালো ভাবে বুঝিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিন।

পবিত্র কোরআনে উপস্থিত জিহাদ সম্পর্কিত সমস্ত আয়াত গুলির সঠিক ব্যাখ্যা ও ভুল ধারণার সমাপ্তিকরণ

মুফতি আবু বকর মিসবাহী (বীরভূম)
(শায়খুল হাদিস টি-১২১ মারি রোড কলকাতা ৭০০০১৮)

"জিহাদ"এই শব্দটি জুহদ্ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। জিহাদ শব্দটি যাবার দ্বারা "জাহদুন"এবং পেশের সাথে "জুহদুন" উভয়ই ব্যবহৃত হয়। এটি একটি বহু-অর্থের শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হল কঠোর পরিশ্রম, শক্তি ,ক্ষমতা এবং প্রচেষ্টা ।

ইমাম রাগীব আসফাহানী (৫০২ হিঃ) জিহাদ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন :

جَهَدَ،الْجَهْدُ،والْجُهْدُ: الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ

অনুবাদঃ-জাহাদা,আল-জাহদু,আল-জুহদু অর্থ শক্তি ও পরিশ্রম।

وَقِيلَ الْجَهْدُ بِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ،وَالْجُهْدُ الْوَاسِعُ وَقِيلَ الْجُهْدُ لِلْإِنْسَانِ

অনুবাদঃ-আর এটাও বলা হয়েছে যে, জীমের উপর যাবার সহ আল-জাহদ অর্থ প্রচেষ্টা এবং আল-জুহদ অর্থ কোনো কিছুর প্রসারণ। এটাও বলা হয়েছে যে, আল-জুহদের ব্যবহার মানুষের জন্য সূনির্দিষ্ট।

(المفردات فی غریب القرآن:101)

উক্ত অর্থগুলি পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রতীয়মান। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

অনুবাদঃ-এবং তাদেরকে যারা তাদের পরিশ্রম ছাড়া কিছুই পায় না।

(সূরা তাওবা, আয়াত:৭৯)

অন্নত্রে এসেছে:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

অনুবাদঃ-আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন কসম করেছে

(সূরা আনয়াম, আয়াত: ১০৯)

জিহাদ তিন প্রকারঃ বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ।

জিহাদের এই তিনটি প্রকার আল্লাহ তায়ালার বাণী দ্বারা প্রকাশিত:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

অনুবাদঃ-আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ।

(সূরা হজ্জ, আয়াত:-৭৮)

অন্নত্রে এসেছে:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অনুবাদঃ-এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর।

(সূরা তাওবা, আয়াত:-৪১)

অন্নত্রে এসেছে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অনুবাদঃ-এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে

(সূরা আনফাল, আয়াত:৭২)

[শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের অর্থ] হল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কল্যাণের কাজে নিজের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক সামর্থ্যকে উৎসর্গ করা। অর্থাৎ একজন বান্দা তার সমস্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দক্ষতা ও যোগ্যতাকে আল্লাহর পথে উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করাকে জিহাদ বলে।

ইমাম জুরজানী (৭৪০-৮১৬ হিঃ)- এর মতে জিহাদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ,

هُوَ الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ.

(جرجانی، کتاب التعریفات:112)

অনুবাদঃ-জিহাদ বলতে সত্য ধর্মের দাওয়াতকে বোঝায়।

সাইয়্যিদ মাহমুদ আলুসি আল-বাগদাদী (১২৭০

হিঃ) তাঁর তাফসীর 'রুহুল মায়ানি'-তে জিহাদ শব্দটি বর্ণনা করেছেন

إِنَّ الْجِهَادَ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي دَفْعِ مَا لَا يُرْضَى

অনুবাদ:-কোন অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর বস্তু দূর করার চেষ্টা করার নামই জিহাদ।

(রুহুল মায়ানী, খন্ড:১০, পৃষ্ঠা:১৩৭)

শেখ আলী আহমাদ আল-জারজাভি তার 'হিকমাতুত-তাশরি ওয়া ফালসাফা গ্রন্থে (২/৩৩০)জিহাদের অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন:-

اَلْجِهَادُ فِي الْإِسْلَامِ هُوَ قِتَالُ مَنْ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا لِتَقْوِيضِ دَعَائِمِ الْأَمْنِ وَإِقْلَاقِ رَاحَةِ النَّاسِ وَهُمْ اٰمِنُونَ فِي دِيَارِهِمْ أَوِ الَّذِينَ يُثِيرُونَ الْفِتَنَ مِنْ مَكَامِنِهَا إِمَّا بِإِيحَادِ فِي الدِّينِ وَخُرُوجٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَشَقِّ عَصَا الطَّاعَةِ أَوِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ إِطْفَاءَ نُورِ اللهِ وَيَنَاوُونَ الْمُسْلِمِينَ الْعَدَاءَ وَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَيَنْقُضُونَ الْعُهُودَ وَيَخْفِرُونَ بِالذِّمَمِ. فَالْجِهَادُ إِذَنْ هُوَ لِدَفْعِ الْأَذَى وَالْمَكْرُوهِ وَرَفْعِ الْمَظَالِمِ وَالذَّوْدِ عَنِ الْمَحَارِمِ

অনুবাদ:-ইসলামে জিহাদের অর্থ হচ্ছে সেই সব লোকদের দমন করা যারা শান্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা করে, মানুষের শান্তি ও প্রশান্তি নষ্ট করে এবং আল্লাহর জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে যখন মানুষ তাদের বাড়িতে খুব শান্তিতে জীবনযাপন করছে অথবা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যারা, গোপন স্থানে এবং গোপন উপায়ে, বিদ্রোহ ও ফিতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দেয় (দুনিয়ার শান্তি বিনষ্ট করার জন্য), (এই প্রচেষ্টা) কাউকে দ্বীন বা জামাত থেকে বিচ্যুত করার রূপেই হোক না কেন। সেটা হোক বিদ্রোহ করা এবং আনুগত্যের জীবন থেকে সরে আসা বা যারা আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায় (অত্যাচারের মাধ্যমে) এবং সেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা তাদের শত্রু বলে।(তাদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে) এবং তাদের নিজেদের বাড়ি থেকে বাস্তুচ্যুত করা, চুক্তি ভঙ্গ করা এবং পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি না রাখা। কেননা মানবতার জন্য কষ্টকর ও বেদনাদায়ক পরিবেশ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত, নিষ্ঠুর ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার অবসান এবং মাহরামকে রক্ষা করার নামই জিহাদ।

উপরোল্লিখিত বিবরণের আলোকে জিহাদ শব্দের অর্থ হবে যে ,কোনো ভালো কাজের জন্য সর্বোচ্চ শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা হলে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করা হয়,তাহলে সেই প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলা হবে। সুতরাং জিহাদের উদ্দেশ্য লুণ্ঠন সংগ্রহ করা বা দেশ ও সাম্রাজ্যের বিস্তারও নয়।জিহাদের সাথে সন্ত্রাসবাদের কোন ভাবেই দূরবর্তী সম্পর্কও নেই।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যের প্রয়োগ পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, জিহাদ শব্দটিকে শুধু যুদ্ধ বা ঐশীর প্রজ্ঞা বলে অনুবাদ করা ঠিক নয়।এই অর্থটি প্রাচীন আরবি ভাষায় বা অভিধানবিদদের মতেও সঠিক নয়, এমনকি পবিত্র কুরআনে এই অর্থের জন্য কখনও প্রয়োগ করা হয়নি। কারণ আরবি অভিধানে "হারব" এবং "কিতাল"শব্দগুলি যুদ্ধ ও সংঘাতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

[জিহাদ শব্দের অপপ্রয়োগ এবং ইংরেজি অভিধান]

জিহাদের (অর্থ:-যুদ্ধ বা Holly War)এই ভুল অর্থকে জনপ্রিয় করার জন্য ইংরেজি অভিধানগুলো খুবই জড়িত। জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ, পরিভাষাগত অর্থে এবং কোরআন ও হাদিসে এই শব্দের কোথাও যুদ্ধ বা The Holly War -এর অর্থ পাওয়া যায় না।ঐতিহাসিক তথ্যগুলো অবশ্য এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, ইউরোপের রাজারা নিজেরাই The Holly War শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে উস্কে দিতে এবং গির্জাকে যুদ্ধে সম্পৃক্ত করার জন্য এবং এই অর্থটি পরবর্তী সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়েছিল বিনা বাক্যব্যয়ে। এটি জিহাদের অনুবাদ হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই শব্দটি

উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টান ধর্মীয় শ্রেণীর অনুভূতি জাগ্রত করা এবং তাদের আল-কুদস (জেরুশালেম) যুদ্ধে জড়িত করা। এভাবে একদিকে যেমন অমুসলিম চিন্তাবিদ ও গণমাধ্যম জিহাদকে পবিত্র যুদ্ধ হিসেবে অনুবাদ করে জিহাদের ইসলামী ধারণাকে খারাপভাবে ক্ষুন্ন করেছে অন্যদিকে, কিছু সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীও তাদের সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ডের শিরোনাম হিসেবে জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করেছে এবং সারা বিশ্বে ইসলামকে অসম্মানিত করতে এবং ইসলামী শিক্ষার শান্তিপূর্ণ চেহারাকে বিকৃত করতে কোনো ঘাটতি রাখেনি।

অনেক পশ্চিমা লেখক এবং হিন্দু সমালোচকও জিহাদকে 'পবিত্র যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন। এ বিষয়ে নিচের বইগুলোর পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে :-

(1)John Laffin, Holy War:Islam Fights (London, Graffton Books, 1988).

(2)Suhas Majumdar, JIHAD:The Islamic Doctrine of Permanent War (New Delhi:The Voice of India, 1994).

(3) Karen Armstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today1s World (New York: Anchor Books, 2001).

(4) Reuven Firestone, Jihad: The Origin of Holy War in Islam (New York: Oxford University Press, 1999).

ইলমী সততা, ন্যায়বিচার এবং গবেষণার দাবি হল যে ,অভিধানের বই থেকে এই ভুল অর্থগুলি মুছে ফেলা। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা ও ধর্মীয় ধারণার বিরুদ্ধে একটি জঘন্য ষড়যন্ত্র যা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে।

পবিত্র কোরানে কোথাও জাহদুন, জুহদুন বা জিহাদ বলতে শুধু মাত্র যুদ্ধের ধারণা নেই। জিহাদ হল একটি প্রচেষ্টা, একটি মেহনত বা কঠোর পরিশ্রম তা যেকোনো ভালো কাজের জন্য করা প্রচেষ্টা উদ্দেশ্য হতে পারে হোক সেটা আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক।

এটা হতে পারে দানশীলতা, শিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টা, হতে পারে যে কোনো ভালো কারণ যার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা যুক্ত সেটিকে জিহাদ বলা হবে। ইসলামে কিতাল শব্দটি লড়াইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ 'যুদ্ধ করা', সুতরাং জিহাদ শব্দের অর্থ মোটেই লড়াইয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

জিহাদের এই অর্থের মূল কারণ হল পবিত্র কোরআনে জিহাদের নির্দেশ সর্বপ্রথম মক্কা নগরীতে এমন এক সময়ে নাযিল হয়েছিল যখন জিহাদের অনুমতিও ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের উপর জবরদস্তি ও সহিংসতার পাহাড় নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার জন্যও অস্ত্র তুলতে দেওয়া হয়নি। তাদেরকে ধৈর্য্য ধারণ করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের জন্য হিজরত আকারে পরিত্রাণের পথ তৈরি করেন। প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞার জন্য মক্কায় সত্তরটি (৭০) আয়াত অবতীর্ণ হয়। তা সত্ত্বেও মক্কায় জিহাদ সংক্রান্ত পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়েছিল।

ইমাম রাজি (ওফাত ৬০৪ হিঃ) সূরা হজ্জ আয়াত নম্বর ৩৯

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন:-

وَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ أُذِنَ فِيهَا بِالْقِتَالِ بَعْدَ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي نَيِّفٍ وَسَبْعِينَ آيَةً.

(رازی، التفسیر الکبیر، 23:35)

অনুবাদ:-যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত সত্তরটি (৭০) টিরও বেশি আয়াত নাযিল হওয়ার পর এটিই প্রথম আয়াত যেখানে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

যাদের এ বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বচ্ছতা নেই এবং মানসিক বিভ্রান্তিতে ভুগছেন, তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম, পশ্চিমা বিশ্বের বাসিন্দা হোক বা প্রাচ্যের দেশের, তাদের সবারই বোঝা উচিত

যে, যদি জিহাদ মানেই যুদ্ধ আর সশস্ত্র সংঘাত হতো, তাহলে মক্কায় অবতীর্ণ নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর যৌক্তিকতা কী হবে, যেখানে 'জিহাদের' স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

এই আয়াতগুলি হিজরতের পূর্বে মক্কার যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেও অস্ত্র হাতে নেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং কোন যুদ্ধ বা প্রতিরোধের অনুমতি ছিল না এবং মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে সেই সময়কালে কোন যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। যদি জিহাদের অর্থ যুদ্ধ করা হতো, তাহলে নবী করীম স্বল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরামগণ অস্ত্র হাতে নিয়ে মক্কার কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতেন। কিন্তু জিহাদের জন্য পাঁচটি আয়াত নাজিল হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাউকেই তা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সঠিক উত্তর হল, কোরাআন অনুযায়ী জিহাদের জন্য সশস্ত্র সংঘাত ও সংঘর্ষের প্রয়োজন নেই। এ থেকে জানা যায় যে, জিহাদ শব্দের সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়াও আরও অনেক অর্থ রয়েছে যা মক্কায় অবতীর্ণ নিম্নোক্ত আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে:- ১

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

(الفرقان،25:52)

অনুবাদ: সুতরাং (হে ঈমানদারগণ!), কাফেররা যা বলে তাতে কান দিও না এবং এর (কোরআনের দাওয়াত ও যুক্তি) মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে মহা জিহাদ কর (অর্থাৎ তাদেরকে ইল্মি বাক্য ব্যায়ের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব বাদের প্রতি বিশ্বাসী কর।

এই আয়াতে মহান জিহাদ বলতে জ্ঞান ও চিন্তার জন্য সংগ্রাম এবং চেতনার প্রসারকে বোঝানো হয়েছে। ২/

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

(العنكبوت،29:6)

অনুবাদ:-আর যে চেষ্টা করে সে তো তার নাফ্সের জন্য চেষ্টা করে। নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত।

এখানে জিহাদ মানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করা। ৩/

وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

(العنكبوت،29:8)

অনুবাদ:-তবে যদি তারা তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না।

এই আয়াতে জিহাদ বলতে যে কোনো ধরনের শিক্ষাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, আদর্শগত বা ধর্মীয় প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয়েছে। যে পাঁচটি আয়াতে মক্কার আমলে জিহাদের নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলোর শানে-নুযূল বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে আপনি জানতে পারবেন যে, জিহাদের অর্থ কেবল এটি করা আবশ্যক নয় তলোয়ার বা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ শুরু করুন, তবে জিহাদ শব্দের আরও অনেক তাকাযা/চাহিদা রয়েছে।এই সমস্ত আয়াতে জিহাদের অর্থ জ্ঞান ও চেতনার প্রসার, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা এবং সামাজিক স্তরে ব্যয় ও দান।হ্যাঁ, অবশ্যই, যখন আপনার উপর আগ্রাসনের যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন আপনাকে আত্মরক্ষা এবং সুরক্ষার যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ হল একটি যুদ্ধ যা জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা অনুমোদিত এবং বিশ্বের প্রতিটি জাতি এবং প্রতিটি দেশ অনুমোদিত। দৈর্ঘ্যের কারণে এই সংক্ষিপ্ত লেখনীটি উপস্থাপন করলাম। এরপরেও যদি কোন মুসলমান অথবা অমুসলিম ভাই ইসলাম ও কোরআনি আইনের ওপর আপত্তি জনক বাক্য লাভ করে ,জানতে হবে তার মনের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই নেই।

আল্লাহর কাছে দোয়া তিনি আমাদের প্রত্যেককেই কুরআনী আইন সঠিকভাবে বোঝার তার প্রতি আন্তরিকতা রাখার তৌফিক দান করুন।

আমীন

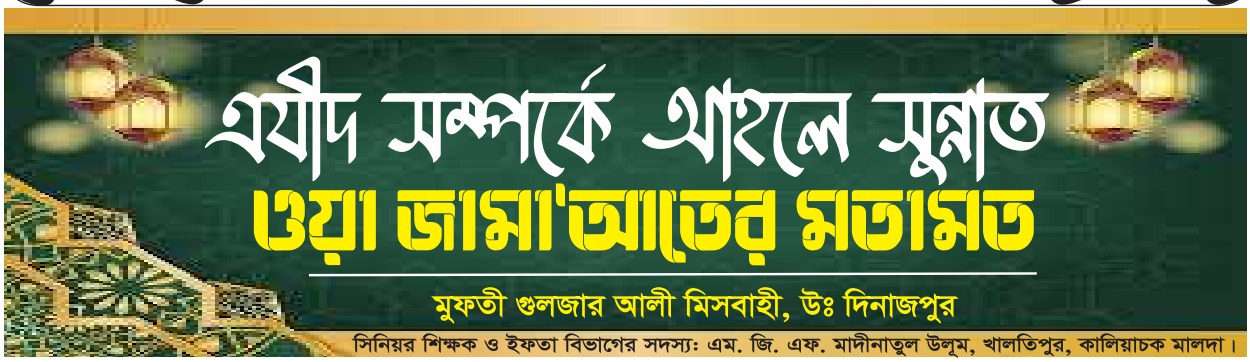

এযীদ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের মতামত

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর
সিনিয়র শিক্ষক ও ইফতা বিভাগের সদস্য: এম. জি. এফ. মাদীনাতুল উলূম, খালতিপুর, কালিয়াচক মালদা।

প্রশ্ন:-ওলামায়ে কেরামের নিকট একটি প্রশ্ন যে, এযীদ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত -এর মতামত কী? দলীল সহকারে উত্তর প্রদান করে উপকৃত করবেন।

الجواب بعون الملك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

উত্তর:- আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত -এর ঐক্যমত অনুযায়ী এযীদ হল একজন পাপী, দুশ্চরিত্র এবং অসংখ্য বড় বড় গুনাহের সাথে জড়িত থাকা এক নিষ্ঠুর ব্যক্তি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে পৃথিবীতে বিবাদ সৃষ্টি করেছে। মক্কা ও মদীনার সম্মানহানি করেছে। মসজিদে নববীতে ঘোড়া বেঁধে রাখে, যার পেচ্ছাপ ও পায়খানা পবিত্র মেম্বার শরীফে পড়ে। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান ও জামায়াত হয়নি। তার বাহিনী হাজার হাজার সাহাবী ও তাবেয়ীগণকে শহীদ করে এবং বহু নারীকে অবৈধ ভাবে গর্ভবতী করে। এযীদের একটি মস্ত বড় ভুল এই যে, তার বাহিনী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর কে তিন দিন ধরে পিপাসায় রেখে শহীদ করে। এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের দৃষ্টিতে এযীদ একজন মহা পাপী।

কিন্তু তাকে কাফির বলা যাবে কি না? এবং অভিশাপ দেয়া যাবে কি না? এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এযীদের মুসলমান এবং কাফির হওয়া নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের মধ্যে তিনটি মত রয়েছে।

(১)এযীদ বড় পাপী হলেও সে একজন মুসলমান। এটা ইমাম গাজালী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহির মত।

(২)এযীদ কাফীর। এটা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর অনুসারীদের মত।

(৩)তার ঈমান ও কুফরী নিয়ে নীরব থাকা। এটা হল ইমাম আযম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত। এমনটাই ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ৬৮৩ (প্রকাশিত: রেযা একাডেমী, মুম্বাই)-এর মধ্যে রয়েছে।

আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি ইমাম ইবনে হুমাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এ কথা নকল করেন যে,

قال ابن همام واختلف فی اکفار یزید قیل نعم یعنی لما روی عنه ما یدل علی کفره

অর্থাৎ:-হযরত ইবনে হুমাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন যে, এযীদের কুফরী নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একটি মত হল যে, সে কাফির। কারণ, তার থেকে এমন কিছু কথা বর্ণিত রয়েছে, যা তার কুফরী সাব্যস্ত করে।

(শারহে ফিক্বহে আকবর, পৃষ্ঠা: ৮৮)

আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন:

قالت طائفة لیس بکافر لان الاسباب المنجبة للکفر لم یثبت عندنا منها شیئ اصلا بقاءه علی اسلامه حتی یعلم ما یخرجه عنه

অর্থাৎ:-ওলামায়ে কেরামের এক দল বলেন যে, এযীদ কাফির নয়। কারণ, আমাদের দৃষ্টিতে কুফরী প্রমাণ কারী কারণ সমূহের মধ্যে কিছুই প্রমাণিত নেই। তাই আসলে সে নিজের ইসলামের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন বিষয় জানা না যায়, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

(আস সাওয়ায়েকুল মহরিক্বাহ, পৃষ্ঠা: ১৩১)

ফাক্বীহে আযম হিন্দ, শারেহে বুখারী হযরত আল্লামা মুফতী শারীফুল হক আমজাদী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেনঃ

"এযীদকে ইমাম আহমদ প্রভৃতিরা কাফির বলেন। আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী'র এটাই ফাতওয়া। কিন্তু আমাদের ইমাম আযম কুদ্দিসা সিররুহু এযীদের সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কারণ, কাফির বলার জন্য যথেষ্ট মজবুত দলীলের প্রয়োজন, (আর) সেটা বিদ্যমান নেই। কারবালার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা গুলোর মধ্যে এক অপরের সাথে সংঘর্ষশীল রয়েছে। এটা তো স্পষ্ট যে, সে (এযীদ) এ হুকুম দেয়নি যে, হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শহীদ করবে। সে শুধু বাইয়াত নেয়ার হুকুম দিয়েছিল। সমস্ত দুষ্টমী হল ইবনে যিয়াদের। (ইমাম হুসাইন রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর) শহীদ হওয়ার খবর পাওয়ার সময় এ বর্ণনাও এসেছে যে, সে (অর্থাৎ এযীদ) ইবনে যিয়াদ প্রভৃতিদের উপরে খুবই অসন্তুষ্ট হয়। আর এ বর্ণনাও এসেছে যে, খুশি হয়। এর মধ্যে কোন একটি অপরের প্রতি প্রাধান্য রাখে না। এ জন্য নীরব থাকাই জরুরী।"

(ফাতাওয়া শারেহে বুখারী, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা:১০৫)

ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের মধ্যে যেহেতু এযীদের মুসলমান এবং কাফির হওয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে, এ কারণে তার নাম নিয়ে তাকে অভিশাপ দেয়াতেও মতভেদ রয়েছে। কতিপয় ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতেই তার নাম নিয়ে অভিশাপ দেয়া জায়েয কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে জায়েয নেই।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেনঃ

وبعد اتفاقهم على فسقه اختلفوا فى جواز لعنه بخصوص اسمه فاجازه قوم منهم ابن الجوزى

অর্থাৎ:-এযীদের পাপী এবং দুশ্চরিত্র হওয়া নিয়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের ঐক্যমত রয়েছে। মতভেদ এতে রয়েছে যে, নির্দিষ্ট তার নাম নিয়ে তাকে অভিশাপ দেয়া জায়েয আছে কি না? এক সম্প্রদায় তার উপরে অভিশাপ দেয়াকে জায়েয বলেছেন। তাদের মধ্যে হলেন ইবনে জাওযী। (আস সাওয়ায়েকুল মহরিক্বাহ ফি বায়ানে ইতিক্বাদে আহলিস সুন্নাহ, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৩৪)

মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ আল্লমা মুল্লা আলী ক্বারী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেনঃ

واما لعنهم فلا يجوز اصلا بخلاف يزيد وابن زياد وامثالهما فان بعض العلماء جوزوا لعنهما بل الامام احمد بن حنبل قال يكفر يزيد لكن جمهور اهل السنة لا يجوزون لعنه حيث لم يثبت كفره عندهم

অর্থাৎ:-হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রতি অভিশাপ দেয়া মোটেই জায়েয নেই। কিন্তু ইযীদ, ইবনে যিয়াদ ও এদের মত অন্যদের (প্রতি অভিশাপ দেয়া জায়েয)। কারণ, কিছু ওলামায়ে কেরাম তাদের প্রতি অভিশাপ দেয়াকে জায়েয বলেছেন। বরং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদিআল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে এযীদ হল কাফির। কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে আহলে সুন্নাত অভিশাপ দেয়াকে জায়েয বলেন নি। কারণ, তাদের নিকটে এযীদের কুফরী প্রমাণিত নেই। (শারহে শিফা, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৫২)

প্রকাশ থাকে যে, অধিকাংশ ওলামায়ে আহলে সুন্নাত যে এযীদকে কাফির মনে করেন না, এবং নির্দিষ্ট ভাবে তার নাম নিয়ে তাকে অভিশাপ দেয়া জায়েয মনে করেন না। এর মানে এ নয় যে, তাঁরা তার প্রতি রাজি আছেন (আল্লাহ এ থেকে বাঁচান) বরং এ জন্য যে, কিছু বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে নিজের কর্মের প্রতি লজ্জিত হয়েছিল এবং তাওবা করে নিয়েছিল। যেমন- হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন:

"যে কাজ সেই দুর্ভাগা (এযীদ) করেছে, তা কোন কাফির করবে না। কিছু ওলামায়ে আহলে সুন্নাত যে তার প্রতি অভিশাপ দেয়া থেকে নীরব থাকেন তার মানে এই নয় যে, তাঁরা তার উপরে রাজি আছেন বরং এই জন্য যে, তার তাওবা করে নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (কারণ, কিছু দলীল দ্বারা বুঝা যায় যে, সে তাওবা করে

নিয়েছিল)। (মাকতুবাত শরীফ , খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৫১)

হানাফী হয়েও যদি কেউ এযীদকে কাফির বলে তাহলে তার প্রতি কোন আপত্তি করা যাবে?

পাপিষ্ঠ এযীদের ঈমান ও কুফরী নিয়ে ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু আনহু নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ তিনি এযীদকে কাফিরও বলেন না আর মুসলমানও বলেন না। এর পরেও যদি কোন হানাফী ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর মত ত্যাগ করে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মত অনুযায়ী এযীদকে কাফির বলে, তাহলে তার উপর কোন আপত্তি করা যাবে না। কারণ, এটাও কিছু সংখ্যক ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের মত। তবে এ মাসআলায় নিজের ইমামের অনুসরণ করাই উত্তম।

আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এযীদের সম্পর্কে বলেন:

"তাকে কাফির ও মালঊন (অভিশপ্ত) বলাতে মতবিরোধ রয়েছে। আমাদের ইমামের মত হল নীরব থাকা। আর যে বলবে তার উপরেও অভিযোগ বা দোষারোপ বর্তাবে না। কারণ, এটাও হল ইমাম আহমদ প্রভৃতি কিছু ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের মাযহাব। (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড: ২৪, পৃষ্ঠা: ৫০৯, প্রকাশিত: রেযা একাডেমী, মুম্বাই)

এযীদ সম্পর্কে আর এক জায়গায় বলেন:

"যদি কেউ কাফির বলে, তাহলে নিষেধ করব না। আর নিজে বলব না।" (মালফুযাতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ১৭২, প্রকাশিত: দা'ওয়াতে ইসলামী)

ফাক্বীহে আযম হিন্দ, শারেহে বুখারী হযরত আল্লামা মুফতী শারীফুল হক আমজাদী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন:

"কিন্তু যদি কেউ এযীদকে কাফির বলে, তাহলে না সে কাফির, না পথভ্রষ্ট। কারণ, বহু ওলামায়ে কেরাম তাকে কাফির বলেছেন।" (ফাতাওয়া শারেহে বুখারী, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা:১০৫)

যে ব্যক্তি এযীদকে পাপিষ্ঠ মনে করে কিন্তু কাফির মনে করে না। সেই ব্যক্তিকে মুনাফিক, এযীদী ও আহলে বায়তের দুশমন বলা হল চরম মূর্খতা:

সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু লোককে বলতে দেখছি যে, "যে ব্যক্তি এযীদকে কাফির মনে করে না, সে মুনাফিক, এযীদী ও আহলে বায়তের দুশমন।"

যারা এসব কথা বলছে তাদের মূর্খ ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। কারণ, আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতেই এযীদ কাফির নয়। তাহলে কি লক্ষ লক্ষ ওলামায়ে কেরাম আহলে বায়তের দুশমন ছিলেন? ইমাম গাজালী রহমতুল্লাহি আলাইহি এযীদকে পাপিষ্ট মনে করেন, কঠিন গুনাহগার মনে করেন, কিন্তু পক্ষান্তরে তিনি মুসলমানও মনে করেন। তাহলে তিনিও কি আহলে বায়তের দুশমন ছিলেন? মাসআলা মাসায়েল নিয়ে কথা বলার পূর্বে আগে হাজার বার ভাবো তার পর কথা বলো। কোন ফক্বীহ, কোন কোন মুহাদ্দিস, কোন মুফতী বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এযীদকে কাফির বলবে না সে মুনাফিক, এযীদী ও আহলে বায়তের দুশমন, হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন? হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন? হযরত ইমাম আলী বিন মুসা কাযিম বলেছেন? হুযূর গৌসে পাক বলেছেন? হুযূর খাজা গরীব নাওয়াজ বলেছেন? হুযূর মাখদুমে সিমনানী বলেছেন? আহলে বাইতের কোন সদস্য বলেছেন? কিংবা অন্য কোন আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের নির্ভরযোগ্য আলিম বলেছেন? যদি না বলে থাকেন, আর নিশ্চিত রূপে কেউ একথা বলেন নি, তাহলে তুমি কে বলার? কি দলীল আছে তোমার কাছে?

শোন! আন্দাজে, অনুমানে, অন্ধ ভক্ত হয়ে ফাতওয়া প্রদান করা হারাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عن ابی هریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ

অর্থাৎ:-হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি না জানা সত্ত্বেও ফাতওয়া দেয়, (যে সেই ভুল ফাতওয়ার উপর আমল করবে) তার গুনাহ ফাতওয়া প্রদান কারীর উপর বর্তায়। (মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা: ৩৫, প্রকাশিত: মাজলিসে বারকাত, জামেয়া আশরাফিয়া মুবারকপুর)

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরে ক্বোরআন, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন:

"এর দুটি অর্থ হতে পারে।

এক. যে ব্যক্তি আলিমদের বাদ দিয়ে মূর্খদেরকে মাসআলা (সমাধান) জিজ্ঞেস করে এবং সে ভুল মাসআলা বলে, তাহলে জিজ্ঞেস কারী ও গুনাহগার হবে । কারণ, সে আলিমকে বাদ দিয়ে তার কাছে কেন গেল? সে তা জিজ্ঞেস না করলে ওই ব্যক্তিও ভুল বলতো না। তখন افتی অর্থ استفتی হবে। (অর্থাৎ যে ফাতওয়া প্রদান করে।)

দুই. যে ব্যক্তিকে ভুল ফাতওয়া দেওয়া হলো তার গুনাহ ফাতওয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে। তখন প্রথম افتی শব্দটি مجهول শব্দরূপে হবে। সারকথা হল-ইলমশূন্য ব্যক্তির শরীয়তের মাসআলা বর্ণনা করা জঘন্য গুনাহ। (মিরআতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ (বাংলা) খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২২১)

হুযূর আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:

"ভুল মাসআলা বর্ণনা করা কঠিন বড় (গুনাহ)। যদি জেনে শুনে বলে, তাহলে শরীয়তের প্রতি মিথ্যা রচনা করা হবে। আর শরীয়তের প্রতি মিথ্যা রচনা করা আল্লাহ প্রতি মিথ্যা রচনা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَفۡتَرُوۡنَ عَلَی اللّٰہِ الۡکَذِبَ لَا یُفۡلِحُوۡنَ

অনুবাদ:-'ঐসব লোক, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদের মঙ্গল হবে না।

(পারা: ১১, সূরা: য়ুনুস, আয়াত: ৬৯)

(ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড: ২৩, পৃষ্ঠা: ৭১২-৭১৩, প্রকাশিত: রেযা একাডেমী, মুম্বাই)

ফাক্বীহে আযম হিন্দ, শারেহে বুখারী হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী শারীফুল হক আমজাদী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন:

"যারা এযীদকে কাফির বলে না, তাদের গালাগাল করা হারাম ও গুনাহ।" (ফাতাওয়া শারেহে বুখারী, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৬)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অনুসরণ করে এযীদের ঈমান ও কুফরী নিয়ে নীরব থাকে অথবা ইমাম গাজালী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মত অনুযায়ী তাকে বড় পাপী মনে করার সাথে সাথে মুসলমানও মনে করে, তাকে মুনাফিক, এযীদী, আহলে বায়তের দুশমন বলা অথবা গালাগাল করা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং দোযখে যাওয়ার কাম।

প্রিয় পাঠক: এযীদ প্রসঙ্গে উপরে উল্লেখিত তিনটি মতের মধ্যে আপনি যে কোন একটি মত মানতে পারেন; কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার গৃহীত মত বাদ দিয়ে সেই তিনটি মতের মধ্যেই কোন একটি মতটি অনুসরণ করে, আপনি তাকে কোন মতেই কটাক্ষ করতে পারবেন না। নতুবা আপনার বিশাল বড় ভুল হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক ভাবে বুঝার এবং তার উপর আমল করার তৌফিক দান করেন, আমীন।

واللہ اعلم بالصواب

বর্তমান সময়ে কাদের কাছ থেকে দীনের জ্ঞান অর্জন করা সঠিক?

মুফতী গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী
(পাকুড় ঝাড়খণ্ড)

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন বাতিল পন্থিদের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা নিজেদের মত ও কর্মের প্রচারের জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কেউ টোটো চালাতে চালাতে হাদীস বা দ্বীনের জ্ঞান দিচ্ছে, তো কেউ পাকড়ি বা শাকসবজি বিক্রি করতে করতে হাদীস শিখাচ্ছে, কিছু জেনেরাল শিক্ষিত যে ভালো করে হাদীসের অর্থ টাও জানেনা প্যান্ট শার্ট পরে, মাথাই মশারি লাগিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘেউ ঘেউ করছে, কিছু মুর্খ নামধারী মৌলবি স্টেজে হাদীস ও কুরআনের ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে, মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে বরং কুফুরীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এবং ভোলা ভালা সাধারণ মানুষ তাদের আসল রুপ বুঝতে, অথবা তাদের ভিতরের দাঁত দেখতে না পাওয়ার কারণে বলছে: ওরাও তো মুসলমান, আল্লাহ কে মানছে, হাদীস ও কুরআন থেকেই বলছে, দীনের দাওয়াত দিচ্ছে, ভালোই কথা বলছে।

তাদের কে উদ্দেশ্য করে বলবো:-শুধু হাদীস ও কুরআন বলে দিলেই সেটি গ্রহণ করে নিতে হবে এমনটা নয় বরং যাচাই করতে হবে যে হাদীস ও কুরআন কে বর্ননা করেছে? যদি অনুবাদ হয় তাহলে তার অনুবাদ কে করেছে? তার ব্যাখ্যা কে করেছে? এবং কি ভাবে করেছে? বিনা তদন্তে যে কারোর দেওয়া হাদীসের উপরে আমল করা জায়েয নয়। কেননা এখন অনেক ধরনের হাদিস বর্ণনাকারী বের হয়েছে, মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ, নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ও আল্লাহ তা'আলার বাণী কুরআন কে নিজের মতো করে উপস্থাপন করছে। তার অর্থ পরিবর্তন করে মানুষের সামনে পেশ করছে, তার ব্যাখ্যা উল্টো করে দেখাচ্ছে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে যার তার অনুবাদ করা, ব্যাখ্যা করা হাদীস ও কুরআন গ্রহণ করা মোটেই জায়েয নয়। যদি হাদিস বর্ণনাকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়, হাদিসের জ্ঞান রাখে, তাঁর অনুবাদ করার দক্ষতা থাকে, সে পরহেজগার মুত্তাকী হয় এবং সে কোন বাতিল পন্থির মান্যকারী না হয়, তাহলে তার কাছ থেকে দীনের জ্ঞান ও হাদিসের কথা শ্রবণ করা ও শিক্ষা নেওয়া জায়েয আছে। অন্যথায় বর্তমান যুগের পথভ্রষ্টকারী, মিথ্যুক ধোকাবাজ নামধারী আহলে হাদীসদের বলা হাদিস ও তাদের শিখানো দীন, শ্রবণ করে তার প্রতি আমল করা জায়েজ নয়। বরং যদি তারা কোন পোস্ট করে থাকে সেটি কোন হাদীস হোক বা তার অনুবাদ বা ব্যাখ্যা কিংবা অন্য কিছু এক কথায় দ্বীনের কোন জিনিস দিয়ে থাকে, তা থেকে দূরে থাকতে হবে, সেটির প্রতি আমল করা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে কিছু হাদীসে পাক ও মুহাদ্দিস গনেদের মতামত:

(1) عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

(মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১১)

অনুবাদ:-হাজরতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: শেষ যামানায় কিছু ধোঁকাবাজ, মিথ্যুকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা তোমাদের নিকট

এমন এমন হাদীস নিয়ে আসবে যা তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষরা কখনোই শুনোনি। তাদের থেকে দূরে থাকিও। যাতে তোমাদের কে তারা পথভ্রষ্ট না করে দেয় এবং তোমাদের কে ফিতনার মধ্যে ফেলে না দেয়।

(2) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ،فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا:سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ،فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ،وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ

(মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১১)

অনুবাদঃ-বিখ্যাত তাবিঈ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : প্রথমে, সনদের (বর্ণনা কারি) ব্যাপারে মুহাদ্দিসানে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করতেন না, কিন্তু যখন ফিতনার আবির্ভাব ঘটল তখন তিনারা বলতে লাগলেন তোমরা নিজের নিজের সনদ বল, তাদের নাম বল। সুতরাং যদি সেই বর্ণনাকারিরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে তাদের হাদিস নেওয়া হতো, কিন্তু যদি বর্ণনাকারীরা পথভ্রষ্ট হতো তাহলে তাদের হাদিস নেওয়া হতো না।

(3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ،فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

(মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১১)

অনুবাদঃ-সেই মুহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকেই বর্নিত, তিনি বলেন : হাদিস বা সনদের জ্ঞান দ্বীনের একটি অংশ সুতরাং তোমরা দেখে নাও কার কাছ থেকে নিজের দ্বীন বা হাদীস নিচ্ছ।

(4) قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الثِّقَاتُ

(মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১১)

অনুবাদঃ-সাদ ইবনে ইব্রাহিম বলেন: সিক্বা বর্ণনা কারী ব্যতীত কারোর কাছ থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস নেওয়া যাবে না।

সিক্বাঃ-আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওই ব্যক্তি কে বলা হয় যে পরহেজগার মুত্তাকী, যার স্মৃতিশক্তির মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই এবং যার হাদিসের ব্যাপারে দক্ষতা আছে।

(5) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ،فَقَالَ :يَا ابْنَ عَبَّاسٍ،مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي ؟ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا،وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا،فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ

(মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১০)

অনুবাদঃ-মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বুশাইর আল-আদবি, হাজরাতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে এসে হাদীস শুনাতে লাগলো এবং বলতে লাগলো "আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন" কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তার কথায় কান দিচ্ছিলেন না এবং তার দিকে তাকাচ্ছিলেন না। তখন সে বলতে লাগল "হে ইবনে আব্বাস! আপনার কি হয়েছে? আপনি আমার হাদিস শুনছেন না। আমি আপনাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস শুনাচ্ছি, কিন্তু আপনি শুনছেন না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন: আমরা আগে যখন কোন ব্যক্তি কে এই বলতে শুনতাম যে "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন" তখন আমরা দৌড়ে যেতাম এবং কান লাগিয়ে শ্রবণ করতাম, কিন্তু যখন থেকে মানুষ সহি ও দুর্বল সব রকমই হাদিস বর্ণনা করতে লাগলো তখন থেকে আমরা তাদেরই হাদিস গ্রহণ করি যারা আমাদের পরিচিত।

(6) قال عَبْدَ اللَّهِ بْنَ المبارك الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ،وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

(মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১২)

অনুবাদঃ-আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক বলেন: সনদ হচ্ছে দিনের একটি অংশ। যদি সনদ না হত তাহলে যে কেউ যা ইচ্ছা বলত। অর্থাৎ বর্ননা

কারিই আসোল, যদি বর্ণনা কারি সঠিক হয় তাহলে হাদিস সঠিক এবং যদি বর্ণনাকারীর মধ্যে ভেজাল থাকে তাহলে হাদিসের মধ্যেও ভেজাল থাকবে। অর্থাৎ হাদিস নিতে হলে বর্ণনা কারি দেখে নিতে হবে।

এই সমস্ত হাদীস ও মুহাদ্দিস গনেদের নস ও বার্তা দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, যে কারোর কাছ থেকে হাদীস বা দ্বীনের জ্ঞান নেওয়া বা বক্তব্য শ্রবণ করা যাবে না বরং ধোঁকাবাজ মিথ্যুক পথভ্রষ্টদের থেকে দূরে থাকতে হবে। কারোর কাছথেকে হাদীস বা দ্বীনের জ্ঞান নেওয়া বা বক্তব্য শ্রবণ করার পুর্বে দেখে নিতে হবে যে সে কেমন? যদি সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত, পরহেজগার, মুত্তাকী, সহি হাদীস বর্ণনাকারি এবং দ্বীনের দক্ষতা রাখে তাহলে তার কাছথেকে হাদীস বা দ্বীনের জ্ঞান নেওয়া বা তার বক্তব্য শ্রবণ করা যেতে পারে অন্যথায় তাদের থেকে নিজের ঈমান ও আমল, দুনিয়া ও আখেরাত বাঁচাতে হবে।

এইগুলো ৭০০-৮০০ বা এক হাজার বছর বরং তারো পুর্বের কথা, যখন মুহাদ্দিসানে কেরামেরা হাদিসের তদন্ত করতেন, সহি ও দুর্বল হাদিসের বাছাই করতেন। তাহলে এখনকার অবস্থা কি হবে। এখন কি যার তার কাছ থেকে হাদিস নেওয়া, দীনের জ্ঞান অর্জন করা ঠিক হবে?

হাফিজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী নিজের পুস্তক "নুযহাতুন নাযার" এর মধ্যে বলেনঃ

ثم البدعة هي إما ان تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور...المعتمد الذى ترد له روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه والثانى يقبل من لم يكن داعية الى بدعته إلا أن روى ما يقوى بدعته فيرد على المذهب المختار

(নুযহাতুন নাযার পৃষ্ঠা নং ৭১,৭২,৭৩)

অনুবাদঃ-তারপর পথভ্রষ্টতা: হয়তো তার পথভ্রষ্টতা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে কিংবা কুফুর পর্যন্ত পৌঁছায়নি কিন্তু তার পথভ্রষ্টতা গুনাহে কবিরা ফিসক পর্যন্ত পৌঁচেছে, প্রথম পর্যায়ের বর্ণনাকারীর হাদিস, জমহুর (বেশিরভাগ) ওলামায়ে কেরামগণের নিকটে কবুল করা যাবে না। এর পর বিভিন্ন মতভেদ বয়ান করার পর বলেন: কিন্তু সঠিক এটাই যে ওই ব্যক্তির বর্ণনা করা হাদিস রদ করে দেওয়া হবে, গ্রহণ করা যাবে না, যে শরীয়তের হুকুম যেটি জরুরীয়াতে দিনের মধ্যে পড়ে তার অস্বীকার করে কিংবা তার বিপরীত আকিদা রাখে।

এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের বর্ণনা তখনই গ্রহণ করা যাবে যদি তারা নিজেদের মাযহাবের প্রচার ও প্রসারকারী না হয়, কিন্তু যদি তারা নিজেদের ভ্রষ্ট মাযহাবের প্রচার ও প্রসার করে, তাহলে তাদের বর্ণিত হাদিস রদ করে দেওয়া হবে এটিই সঠিক।

সারাংশঃ-যাদের আকিদা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তাদের কোন বর্ণনা করা হাদিস গ্রহণ করা যাবে না সেটিকে মানা চলবে না। এবং যাদের আকিদা কুফর পর্যন্ত তো পৌঁছায়নি কিন্তু পথভ্রষ্টতা পর্যন্ত পৌঁচেছে এবং তারা নিজের বাতিল মাযহাবের প্রচার ও প্রসার করে তাহলে তাদের বর্ণনা করা হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে না।

এবং আল্লামা ইমাম নবাবী নিজের পুস্তক "তাক্বরিবুন নবাবী" এর মধ্যে বলেনঃ

من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق ومن لم يكفر...وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية وهذا هو الأظهر الاعدل

(তাক্বরিবুন নাবাবী, তাদরিবুর রাবীর সঙ্গে, পৃষ্ঠা নং ৪৯২)

অনুবাদঃ-যার পথভ্রষ্টতা কুফুর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সমস্ত ওলামায়ে কেরামগণের সম্মতি অনুযায়ী তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু যদি তার পথভ্রষ্টতা কুফুর পর্যন্ত না পৌঁছায়-অনেক মতভেদ বয়ান করার পর বলেন-এবং বলা হয়েছে: যদি সে নিজের ভ্রষ্ট মাযহাবের প্রচার ও প্রসার না করে তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু যদি নিজের ভ্রষ্ট মাযহাবের প্রচার ও প্রসার করে থাকে তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবেনা। এবং এই মতটিই সব থেকে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত।

সুতরাং বুঝা গেল যাদের আক্বীদা কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তাদের কাছ থেকে হাদিস বা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা চলবেনা, না জায়েয। এবং যাদের আক্বিদা কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছায়নি কিন্তু তারা পথভ্রষ্ট এবং নিজেদের ভ্রষ্ট আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত তবুও তাদের ওয়ায ও নসিহত শ্রবণ করা বা তাদের নিকট থেকে হাদীস ও দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা যাবেনা।

দেওবন্দী এবং নামধারী আহলে হাদীস ইত্যাদি বাতিল পন্থিদের আক্বীদা কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সুতরাং তাদের মজলিসে বসা, বক্তব্য শ্রবণ করা, তাদের পোস্ট করা হাদিসের উপর আমল করা, তাদের হাদীস বা ক্বুরানের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়া বা সঠিক মনে করা এক কথায় তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের দীনের জ্ঞান অর্জন করা জায়েজ নয়।

দেওবন্দী এবং নামধারী আহলে হাদীস পন্থিদের কিছু জঘন্য কুফুরী আক্বীদা যা শুনে একজন প্রকৃত মুসলমানের লোম দাঁড়িয়ে যাবেঃ-

(১) আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারে।

লেখক: রশিদ আহমদ গাংগুহী, বইয়ের নাম: ফাতাওয়া রাশিদিয়া।

(২) শয়তান এবং মালাকুল মউত এর জ্ঞান নবী'র জ্ঞানের থেকেও বেশি।

লেখক: খলীল আহমদ আমবেঠি। বইয়ের নাম: বারাহীনে ক্বাতিয়া।

(৩) আল্লাহ তা'আলা নবী কে যেমন ও যতটুকু অদৃশ্যের জ্ঞান প্রদান করেছেন সেইরকম ও ততটুকু জ্ঞান তো সাধারণ মানুষ, পাগল, ছোট বাচ্চা এমনকি পশু পাখিদের কেও দিয়েছেন।

লেখক: আশরাফ আলী থানবী। বইয়ের নাম: হিফজুল ঈমান।

(৪) নামাজের মধ্যে নবী'র স্মরণ আসা, গরু বা গাধার স্মরণ আসার থেকেও খারাপ।

লেখক: ইসমাইল দেহলেবী। বইয়ের নাম: সিরাতে মুস্তাক্বিম।

(৫) নবীজি আমাদের বড়ো ভাই যথেষ্ট, তিনার সম্মান বড়ো ভাইয়ের মতো করতে হবে।

লেখক-ইসমাইল দেহলেবী, বইয়ের নাম: তাকবিয়াতুল ঈমান।

(৬) নবী মরে মাটিতে মিশে গেছে।

লেখক-ইসমাইল দেহলেবী, বইয়ের নাম: তাকবিয়াতুল ঈমান।

(৭) নবী কে তাগুত অর্থাৎ শয়তান বলা জায়েজ।

লেখক: হুসাইন আলী দেওবন্দী, বইয়ের নাম: তাফসিরে বালাগাতিল হিরান।

(৮) নবী এবং দাজ্জালের একই বৈশিষ্ট্য।

লেখক- ক্বাসিম নানোতবী, বইয়ের নাম: আবে হায়াত।

(৯) নবীর পরে কোন নবী এলে তিনার শেষ নবী হওয়াতে কোন পার্থক্য আসবেনা, অর্থাৎ নবীর পরে আরো নবী আসতে পারে।

লেখক-ক্বাসিম নানোতবী, বইয়ের নাম: তাহজিরুন নাস। -আল্লাহ এইরকম জঘন্য ঘৃণিত কুফুরি আক্বিদা থেকে প্রত্যেক মুসলমান কে বাঁচায় আমীন

একটু ইনসাফ করে বলেন যে পন্থির মান্যকারীরা এইরকম জঘন্য ঘৃণিত আক্বীদা রাখে তারা মুসলমান হতে পারে? এবং উপরোক্ত দলিলাদির ভিত্তিতে তাদের বক্তব্য, হাদীস বা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা তাদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করা হাদিস গ্রহণ করা জায়েজ হবে? কোন মতেই না।

এছাড়াও তারা নিজেদের ভুল ও বাতিল মাযহাব, কর্ম ও বিশ্বাস কে প্রমাণ করার জন্য হাদীস পাকের ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এমনকি নিজের মন মতো শব্দ যুক্ত করে সোশ্যাল মিডিয়া তে পোস্ট করছে। যার জলন্ত উদাহরণ: কিছু দিন পূর্বে একটি পোস্ট দেখলাম। যেখানে বুখারি, মুসলিম ও মিশকাত শরীফের রেফারেন্স দিয়ে একটি হাদিসের শুধু বাংলা অনুবাদ লিখেছে, হাদীসের আরবি শব্দ নেই। সেখানে এমন এমন কথা লিখেছে যেটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা ঐ হাদীসে দেখাতে পারবেনা। আপনাদের কে ওদের আসল পোস্ট টা আগে দেখাচ্ছি।

তারা লিখেছে :

নবী বলেছেন জন্মদিন পালন করলে আমার সুপারিশ পাবেনা ।

রসূল (সঃ) বলেন যে ব্যক্তি জন্মদিন, মৃত্যুদিন, বিবাহ বার্ষিকী, কুলখানি বা কোন দিবস পালন করেছে সে ততবারই বিদয়াত করছে, আমার সুপারিশ তার জন্য প্রযোজ্য নয়।

(বুখারি ২৬৯৭ / মুসলিম ১৭১৮/ মেশকাত ১৪০)

সর্ব প্রথম আমি দুনিয়ার সমস্ত আহলে খবিশদের কে চ্যালেঞ্জ করছি, যদি কোন মায়ের বৈধ সন্তান , বুখারি, হাদিস নং: ২৬৯৭/ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮/ মিশকাত হাদীস নং ১৪০, তাদের রেফারেন্স দেওয়া হাদীসে "জন্মদিন, মৃত্যুদিন, বিবাহ বার্ষিকী, কুলখানি বা কোন দিবস পালন করেছে সে ততবারই বিদয়াত করছে, আমার সুপারিশ তার জন্য প্রযোজ্য নয়" এই শব্দ দেখাতে পারে, তাহলে তাকে মুখের চাওয়া পুরুস্কার দিবো। ক্বিয়ামত চলে আসবে এই শব্দ উক্ত হাদিসে কোন মায়ের লাল দেখাতে পারবেনা। একতো হাদীসের আরবি শব্দ দেয়নি দ্বিতীয় পুরো হাদিস টা বানানো, হাদীসের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই।

আসুন আপনাদের কে দেখাই সেই হাদীসে কি লিখা আছে ?

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ"

অনুবাদঃ-আম্মা আয়েশা সিদ্দিকা রদিয়াল্লহু তা'আলা আনহা বলেন: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার এই দীনের মধ্যে নতুন জিনিস চালু করলো যেটি সেই দীনের মধ্যে নেই সিটি প্রত্যাখ্যাত।

আচ্ছা বলেন তো এই হাদীসের মধ্যে (জন্মদিন, মৃত্যুদিন, বিবাহ বার্ষিকী, কুলখানি বা কোন দিবস পালন করেছে সে ততবারই বিদয়াত করছে, আমার সুপারিশ তার জন্য প্রযোজ্য নয়) এই শব্দগুলোর নাম গন্ধ আছে? তাহলে একটু ইনসাফ করে বলেন এইরকম মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ, পথভ্রষ্ট, হাদীস চোরেদের পোস্ট করা হাদীস বা তার অনুবাদ, কিংবা কোন হাদীসের ব্যাখ্যার প্রতি ভরসা করা যাবে? তাদের মজলিসে বসা, বক্তব্য শ্রবণ করা যাবে? তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের দীনের জ্ঞান অর্জন করা যাবে? কোন মতেই যাবেনা।

আমি সমস্ত মুসলমান আল্লাহর বান্দা রসূল প্রেমিক দেরকে অনুরোধ করবো সকলেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হয়ে থাকেন, হাদীস ও কুরআন ওয়ায ও নসিহত বক্তব্য ইত্যাদি দীনের জ্ঞান কোন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত ভালো আলিমে দ্বীনের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেন, সঠিক পথে থাকবেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতই একমাত্র নাজাত প্রাপ্ত দল। বাকি সমস্ত দল বাতিল গুমরাহ পথভ্রষ্ট। এবং আল্লাহ তাআলা বেশি ভালো জানেন।

কুঁড়ি কোড়া মারা হলো

এক ব্যক্তি হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহির সামনে এযীদকে "আমিরুল মুমেনীন" বলল। এ কথা শুনে তিনি বললেন "এযীদকে আমিরুল মুমেনীন বলছো? এবং তাকে কুঁড়ি কোড়া মারার নির্দেশ দিলেন। (তারিখুল খোলাফা, পৃঃ ১৪২)

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু কি রসুলের সন্নত পরিবর্তন করেছিলেন? শিয়াদের এই আপত্তির বাস্তবতা কি?

সৈয়দ শাহ্ গোলাম ইস্তেরশাদ আলী আল কাদরী মারকাজী [খিদিরপুর দরবার শরীফ, কোলকাতা]

শিয়াদের তৃতীয় অভিযোগঃ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ مُعَاوِيَةُ»

কাতাদাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন ইবনে মুসাইয়াব বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি দুই ঈদে আজানের প্রচলন করেছিলেন তিনি হলেন মুয়াবিয়া। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ,হাদিস নং - ৩৫৭৫৫)

উক্ত বর্ণনা দ্বারা শিয়ারা হযরত আমিরে মুয়াবিয়া কে ঈদের নামাজে আজান দেওয়ার প্রবর্তক হিসাবে অভিযুক্ত করে? এর দ্বারাও শিয়ারা তাঁকে সুন্নতপরিবর্তনকারী রুপে চিহ্নিত করে।

আমাদের জবাবঃ-

শিয়াদের জঘন্য একটা বদ অভ্যাস আছে তারা নিজেদের মতের যেটা পায় সেটা নিয়ে লাফালাফি করে এবং তার বিপরীতে যাই থাক না কেন এড়িয়ে যায়। তাদের দাবী অনুযায়ী আমীর মুয়াবিয়া যদি ঈদের নামাজে আজান দেওয়া চালু করেছিলেন তাহলে নিম্নোক্ত বর্ণনা গুলির কি জবাব দেবে তারা?

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْنُ الزُّبَيْرِ»

আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছে ওয়াকি'ই তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু আ'সিম বিন সুলাইমান তিনি বলেন আবু কিলাবাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তিসর্বপ্রথম দুই ঈদে আজানের প্রচলন করেন তিনি হলেন ইবনে জুবাইর। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদিস নং- ৩৫৭৫৬)

এই বিষয়ে আরো বর্ণনা রয়েছেঃ-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: "أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى مَرْوَانُ،

আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আব্দুল ওয়াহাব বিন আতা।তিনি বলেন ইবনে আওন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন মুহম্মাদ ইবনে সিরিন হইতে বর্ণিত তিনি বলেন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও কুরবানীতে আজান প্রচলন ঘটায় সে হলো মারওয়ান? (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদিস নং-৩৫৯৯৫)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَذَّنَ فِيهِمَا زِيَادٌ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ»

সর্বপ্রথম যে দুই ঈদে মিম্বারের উপর বসে আজান শুরুকরেছিল সে হল জিয়াদ যাকে ইবনে আবি সুফিয়ান বলে ডাকা হতো। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ,হাদিস নং-৩৫৮৪৪)

আসলে শিয়ারা চিরকালই হাদিস শাস্ত্রে চরমভাবে দুর্বল । তারা হয় তো জানেই না একই প্রসঙ্গে ভিন্ন মতনের একাধিক বর্ণনা থাকলে মানগত দিক দিয়ে যেটা সবচেয়ে শক্তিশালী তা গৃহীত হয় আর তুলনামূলক যেটা দুর্বল তা বর্জিত হয়?তাদের জেনে নেওয়া উচিৎ এ প্রসঙ্গে চারটি বর্ণনার মধ্যে আমীর মুয়াবিয়ার সম্পর্কে বর্ণনাটি তুলনামূলক দুর্বল কেণ না উক্ত বর্ণনার রাবি (হাদিস বর্ণনাকারী) তালিকায় ইমাম কাতাদা একজন মুদাল্লিস রাবি।

যেমন ইমাম ইবনে হাজার তার বিষয়ে বলেনঃ
قتادة بن دعامة السدوسى البصرى صاحب أنس بن مالك رضى اللهتعالى عنه كان حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس وصفه بها النسائى وغيره.

কাতাদাহ বিন দা'আমাহ আল সুদুসি আল বাসারী আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথি ছিলেন তিনি তার যুগের হাফিজ ও ছিলেন এবং ইমাম নাসায়ী আরো অনেকে লিখেছেন তিনি তাদলিস করায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

(ইমাম ইবনে হাজার, তাবকাতুল মুদাল্লিসিনি, পৃষ্ঠা-৪৩)

বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত শু'বাহ বলেনঃ

أخبرني أحمد بن محمد العنبري، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت شعبة يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا كتبت وإذا لم يقل لم أكتب

আব্দুর রাহমান বিন মাহদি বলেন আমি সু'বা কে বলতেশুনেছি তিনি বলেন আমি কাতাদার বলার ধরণের দিকে নজর রাখতাম। আর যখন তিনি হাদ্দাসানা বলতেন তখন লিখে নিতাম আর যখন বলতেন না তখন লিখতাম না।

(ইমাম ইবনে আবু হাতিম রাজি, জারাহ ওয়া তাদিল, পৃষ্ঠা-১৬৯-১৭০)

حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا أسد بن موسى قال: سمعت شعبة يقول: كان همتي من الدنيا شفتي قتادة فإذا قال: "سمعت" كتبت، وإذا قال: "قال" تركت.

আসাদ বিন মুসা বলেন শু'বাহ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমাকে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী চিন্তিত করত কাতাদার দুটো ঠোঁট (বলার ধরণ) যখন তিনি বলতেন সামি'তু তখন লিখতাম এবং যখন বলতেন কৃলা তখন ছেড়ে দিতাম।

(মুসনাদে আবু আওয়ানা, পৃষ্ঠা- ৩৮৯)

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أبو داود، قال شعبة: كنت اتفطن إلى فم قتادة إذا حدث، فإذا حدث بما قد سمع، قال: حدثنا سعيد بن المسيب، وحدثنا أنس، وحدثنا الحسن، وحدثنا مطرف، وإذا حدث بما لم يسمع، قال: حدث سليمان بن يسار وحدث أبو قلابة

আবু দাউদ বলেন শু'বা কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যখন কাতাদাহ বর্ণনা করতেন তখন তার বলার ধরণের প্রতি সতর্ক থাকতাম। আর যখন বর্ণিত ঘটনা শুনে থাকতেন তখন বলতেন হাদ্দাসানা সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব কিংবা হাদ্দাসানা আনাস কিংবা বলতেন হাদাসানা হাসান কিংবা বলতেন হাদ্দাসানা মুতারিফ। আর যখন বর্ণিত ঘটনা সরাসরি শ্রবণ করতেন না তখন বলতেন বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন ইয়াসার কিংবা বলতেন আবু কুলাবাহ।

(মুসনাদে ইবনে জা'দ, পৃষ্ঠা নং- ৫৬৫)

ইমাম তাবারি তার সম্পর্কে বলেনঃ

أن قتادة عندهم من أهل التدليس معروف عندهم بذلك وغير جائز عندهم أن يحتج من رواية المدلس وإن كان عدلا إلا بما قال فيه حدثنا أو سمعت وما أشبه ذلك مما يدل على سماعه

কাতাদা তাদের নিকট তাদলিস কারিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেনএবং তিনি সেভাবেই তাদের নিকট পরিচিত ছিলেন। আর তাদের নিকট মুদাল্লিস রাবিদের বর্ণনা গ্রহন করা যায়েজ নয়।আর যদি তিনি আদিল হয়ে থাকেন সেই বিষয়ে কৃলা বলা ছাড়া হাদ্দাসানা কিংবা সামি'তু কিংবা ইহার অনুরুপ যেটাপ্রমাণ করে যে তিনি সরাসরি শুনেছেন

(ইমাম তাবারি, তাহজিবুল আসার, পৃষ্ঠা- ২৯০)

ইবনে আব্দুল বার বলেনঃ

وقتادة إذا لم يقل» :سمعت«، وخولف في نقله؛ فلا تقوم به حجة؛ لأنه يدلس كثيرا عمن لم يسمع منه،

যখন কাতাদা সামি'তু বলতেন না তখন তার উদ্ধৃতির বিষয়ে বিরোধিতা করা হত। এবং তার দ্বারা দলিল সাব্যস্ত করাও হতনা। কেণ না তিনি প্রচুর তাদলিস করতেন এমন ব্যক্তি হতে যার থেকে তিনি শোনেননি।

(ইবনে আব্দুল বার, আত তামহিদ লিমা ফি মুয়াত্তা মিনালমা'আনি ওয়াল আসানিদ পৃষ্ঠা- ৩০৭)

আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট যে হজরত কাতাদা একজন সিক্বাহ রাবি তবে তার মধ্যে তাদলিস করার প্রবণতা ছিল। ফলে মুহাদ্দিসগন তার আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা কে সমালোচনা ও বর্জন করেছেন। এবং অন্য রাবিদের তুলনায় তিনি সমালোচিত তাই অধিক বিশ্বস্ত রাবিদের বর্ণনা এক্ষেত্রে গৃহীত হবে। তাছাড়া অভিযোগের ক্ষেত্রের খবরে

ওয়াহিদ হুজ্জত (দলিল) নয়।সে যার বিরুদ্ধে হোক। একজন সাধারণ মুসলমানের উপর ও খবরে ওয়াহিদ দ্বারা অভিযোগ সাব্যস্ত করা যায় না। তাইএক্ষেত্রে সাঈদ ইবনে জুবাইরের মত কারোর উপর উক্তঅভিযোগ দেওয়া যাবে না।

তৃতীয়ত,শিয়ারা হজরত কাতাদার বর্ণনা নিয়ে আমীরয়মুয়াবিয়ার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে। অথচ আমীর মুয়াবিয়া সম্পর্কে সেই কাতাদারই অভিমত জানলে তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যাবে। কারণ আমীর মুয়াবিয়া সম্পর্কে তিনিবলেনঃ

أخبرنا محمد بن علی قال ثنا أبو بکر الأثرم قال ثنا عمر بن جبلة قالثنا محمد ابن مروان عن یونس عن قتادة قال لو أصبحتم فی مثلعمل معاویة لقال أکثرکم هذا المهدی

আমাকে খবর দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন আলী তিনি বলেনয আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু বকর আল আসরাম তিনি বলেন উমারবিন জাবলাত বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন ইবনে মারওয়ান তিনি বলেন ইউনুস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হজরতে কাতাদা মত পোষণ করে বর্ণনা করেন যদি তোমাদের আমল আমীরে মুয়াবিয়ার মত হয়ে যেত তাহলে তোমাদের বেশীরভাগকেই লোকে বলত এরা হল মাহদি

(সুন্নতে খাল্লাল,বর্ণনা নং- ৬৬৮)

তার নিকট আমীর মুয়াবিয়া সম্পর্কিত এসব অভিযোগ আসার পরেও তাঁকে মাহদি রুপে অবিহিত করছেন। কারণ তিনি তো আর শিয়াদের মত হাদিস শাস্ত্রে গন্ডমুর্খ নন! তিনিএকজন বিশাল হাদিস শাস্ত্রবিদ এবং একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ ও এবং একজন বিশাল মাপের তাফসির কারকও?

চতুর্থ অভিযোগঃ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُعَاوِيَةُ.

ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করে বলেন তারিক ইবনে শিহাব বলেছেন সর্বপ্রথম যে (ঈদের) নামাজের আগে খুতবার প্রচলন করে তিনি হলেন মুয়াবিয়া (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং- ৫৬৪৬)

উক্ত হাদিস দ্বারা শিয়ারা আমীর মুয়াবিয়া কে ঈদের নামাজের আগে খুতবা প্রদানকারী হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে যা রসূলের সুন্নত বিরোধী আমল। তাদের মতে তিনি ঈদের নামাজের পূর্বে খুতবা দিতেন যা রসূলের সুন্নত সেটাকে পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন।

আমাদের জবাবঃ-

প্রথমত, যুক্তি কিংবা তর্কের খাতিরে (বাস্তবে নয়) মেনে নিলাম তিনি ঈদের নামাজের পুর্বে খুতবার প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু নিশ্চয়তা কি যে, ওয়াজিব খুতবার প্রচলন ঈদের নামাজের পুর্বে করেছিলেন? তারা কিভাবে নিশ্চিত হল, এখানে নসিহত মূলক বা ঈদের আরকান কিংবা তার প্রক্রিয়া বিষয়ক কোন খুতবা বা বক্তব্য নয়? তারা কি আপত্তির নেশায়অন্ধ হয়ে যায় যে, খুতবা একটি আরবী শব্দ যার অভিধানিক অর্থ বক্তব্য বা বক্তৃতা হয়। ঈদের নামাজের প্রক্রিয়া বিষয়ক কিংবা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত নসিহত বিষয়ক বক্তব্যের প্রচলনের সম্ভাবনা থাকতেই পারে । যা আজও মসজিদে মসজিদে চালু আছে। যারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে তাদের অনেকের মসজিদে আজও ঈদের নামাজের পুর্বে এইধরণের খুতবা বা বক্তব্য দেওয়া হয় । তিনি যে তেমনই কোন বক্তব্যের প্রচলন করেছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের হাদিসটিই যথেষ্টঃ

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيّ عَبْد اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ يَحْيَى سَمِعَ يُوسُف قَالَ :" كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان كَثُرَ النَّاس عَلَى رَحْلِهِ فَأَرَادَ أَنْ يجيء النَّاس فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ"

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল জুহরি বর্ণনা করেন আমাকে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ইয়াহিয়া হইতে বর্ণিত তিনি ইউসুফের কাছ থেকে শুনেছেন তিনি বলেন দুই ঈদে শুধু খুতবার আগে নামাজ পড়া হত। কিন্ত যখন হজরতে উসমানের ইন্তেকালে লোক সংখ্যা বাড়তে লাগল তখন আমীরে মুয়াবিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন নামাজের আগে বক্তব্য (خُطْبَةِ)দ্বারা মানুষজন জমা করা যায়।

(ইমাম আবু উরওয়া আল হাররানি, কিতাবুল আওয়েল, বর্ণনানং১৪৬)

দ্বিতীয়ত,যদিও উক্ত বর্ণনা দ্বারা শিয়াদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়না আর না তার দ্বারা অভিযোগ করার সুযোগ আছে তবে হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা নীতিমালা আছে। সেই নীতিমালা সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। শিয়ারা দ্বিচারী স্বভাবের হতেই পারে তারা মতলব ভেদে নীতি পাল্টাতেই পারে। কিন্তু হাদিসেরৎউসুল বা নীতিমালা কারোর নীতি পালটানোর উপর নির্ভরনয়, সর্বক্ষেত্রে একিভাবে প্রযোজ্য হয়। বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে একটি ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা এবং রাবি তালিকায় ইবনে জুরেইজ নামক রাবিটি মুদাল্লিস রাবি।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ইবনে জুরাইজ সম্পর্কে বলেনঃ

قال أبي وبعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا يبالي من أين يعني قوله أخبرت وحدثت عن فلان

এসব হাদীসগুলোর কতিপয় হাদীসকে ইবনু যুরায়েজ মুরসাল হিসাবে উল্লেখ করতেন। সেগুলো বানোয়াট। তিনি কোথা থেকে গ্রহণ করছেন তার পরওয়া করতেন না। (আল ইলাল আহমাদ বিন হাম্বাল খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৫৫১)

ইমাম দারকুতনি ইবনে জুরাইজ সম্পর্কে বলেনঃ

قال الدارقطني :"شر التدليس تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح

ইমাম হাকিম বলেন, ইমাম দারকুতনি বলেছেন মন্দতর তাদলিস হল ইবনে জুরাইজের তাদলিস।কেণ না তিনি জঘন্যভাবে তাদলিস করতেন । তিনি তাদলিস করতেন একমাত্র ঐ ব্যক্তি হতে যিনি দোষণীয়।

(সাওয়ালাতে হাকিম, পৃষ্ঠা-১৮৪)

ইবনে হিব্বান বলেনঃ

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مولى أمية بن خالد بن أسيد القرشي له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد من فقهاء أهل مكة وقرائهم ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر مات سنة خمسين ومائة وكان يدلس

আবদ আল-মালিক ইবনে আবদ আল-আজিজ ইবনে জুরায়জ, উমাইয়া ইবনে খালিদ ইবনে আসীদ আল-কুরাশি, যার দুটি কুন্নিয়াত রয়েছে: আবু আল-ওয়ালিদ এবং আবুখালিদ,তিনি মক্কার একজন ফকিহ, তাদের একজন কারীযেগুলি তিনি সংগ্রহ করেছেন, সংকলন করেছেন, মুখস্থকরেছেন এবং মনে রেখেছেন। তিনি একশত পঞ্চাশ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন এবং তিনি তাদলিস করতেন।

(ইবনে হিব্বান,মাশাহিরে উলমায়ে আমস্বারি পৃষ্ঠা-২৩০)

ইমাম ইরাকি বলেনঃ

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام المشهور مكثر من التدليس

আব্দুল মালিক বিন আব্দুল আজিজ বিন জুরাইজ একজন প্রসিদ্ধ ইমাম, প্রচুর পরিমানে তাদলিস করতেন। (ইবনে ইরাকি,কেতাবঃ- আল মুদাল্লিসিন,পৃষ্ঠা-৬৯)

তৃতীয়ত,ইবনে শিহাব জোহরি আমীর মুয়াবিয়ার শাসনকাল পাননি। কেণ না তার জন্মই ৫৮ হিজরিতে যেখানে আমীর মুয়াবিয়ার ইন্তেকাল ৬০ হিজরিতে। তাঁর ইন্তেকালের সময় ইমাম জোহরি ২ বছরের শিশু মাত্র। সুতরাং রাবি তালিকায় মুদাল্লিস রাবি এবং বিচ্ছিন্নতার কারণে বর্ণনাটি দলিলের যোগ্য থাকে না।

এ প্রসঙ্গে নিজেদের দাবীর সমর্থনে শিয়ারা আরো একটি বর্ণনা পেশ করেঃ-

قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَبْتَدِئُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمَ الْخُطْبَةَ

আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ খাতমি হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হজরতে আবুবকর, উমার ও উসমান (রাদিআল্লাহু আনহুম) খুতবারআগে নামাজ শুরু করতেন। এমনকি আমীরে মুয়াবিয়া এলেন, এসে শুরুতে খুতবা দিতেন।

(আল উম, অধ্যায়- স্বালাতুল ঈদাইন, পৃষ্ঠা-২৬৯)

বর্ণনা দ্বারা ও শিয়াদের একি আপত্তি যে, আমীর মুয়াবিয়া ঈদের দিনে নামাজের পুর্বে খুতবার প্রথা চালু করেছিলেন।যেখানে আল্লাহর নবী

(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার খুলাফাদের (রাদিল্লাহুম আজমাইন) সুন্নত ছিল সেটাপরিবর্তন করে ফেলেছিলেন।

আমাদের জবাবঃ-

প্রথমত,সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদের ভাষ্যে কোথাও নেই, আমীর মুয়াবিয়া সুন্নত পরিবর্তন করেছেন। বরং এ দাবী শুধু শিয়াদের তাও অনুমান করে।আর অনুমান দ্বারা সম্ভবনা তৈরি করলে একটি নির্দিষ্ট সম্ভবনা থাকতে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আসলে শিয়াদেরএকটা দোষ আছে কোন বর্ণনা নিয়ে এসে তার থেকে কোন সম্ভবনা বার করে সেটাকে নির্দিষ্ট করে ফেলে।তাদের বুদ্ধিমত্তার এতই অভাব যে, তারা ভুলে যায় সম্ভবনার ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভবনাও থাকতে পারে। সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ শুধুএতটুকুই বলেছেন আমীর মুয়াবিয়া এসে ঈদের নামাজের পুর্বেখুতবা কে শুরু করলেন। এক্ষেত্রে এও সম্ভবনা আছে আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি তার খালিফাগন শুধুএকটাই খুতবা দিতেন। অর্থাৎ সে যুগে শুধু ওয়াজিব খুতবারই প্রচলন ছিল। নামাজের পুর্বে নামাজ প্রক্রিয়া বা তেমন কোনবিষয় নিয়ে খুতবার প্রয়োজন ছিল না তাই প্রচলনও ছিল না।আমীর মুয়াবিয়ার সময় লোক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় নামাজের পুর্বে খুতবা বা বক্তব্যের প্রচলন করতে হয়েছিল। যা আজ ও মসজিদে মসজিদে প্রচলিত আছে।

দ্বিতীয়ত,শিয়ারা নিজের পক্ষের কিংবা কোন আপত্তি উত্থাপনের উদ্দেশ্যে যেসব বর্ণনা দেয় তার ভিত যথেষ্ট নড়বড়ে। সেগুলি মূলত তিনটি বিষয়ের উপর টিকে (১)এমন বর্ণনা যার সনদ গত কোন ভিত্তি নেই যার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী বরং বেশির ভাগ তেমনই বর্ণনা। (২)এমন বর্ণনা যার সনদগত ভিত যথেষ্ট নড়বড়ে, বিতর্কিত ও বিকৃত প্রকৃতির যার সংখ্যাও অধিক। (৩)এমন বর্ণনা যার ভিত শক্তিশালী (তার সংখ্যা আবার অতি নগন্য),সেই সব বর্ণনা থেকে তারা একটা সম্ভবনা বা নতিজা বার করে এবং সেটাকেই নির্দিষ্ট করে দেয়। তবে সনদহীন বা সনদগত ভিত্তি নড়বড়ে এমন বর্ণনাই তাদের মূল সম্বল । এগুলি ছাড়া তাদের ভাঁড় শুন্য প্রায়। উপরোক্ত বর্ণনাটিও তেমনই একটি বর্ণনা যার সনদগত ভিত নড়বড়ে, বিতর্কিত ও বিকৃত প্রকৃতির। কেণ না উক্ত বর্ণনায় রাবি তালিকায় ইব্রাহিম বিন ইসমাঈল নামক রাবিটি বর্ণনার ক্ষেত্রে বিতর্কিত ও বর্জিত।

যেমন ইমাম বুখারী ইব্রাহিম বিন ইসমাঈল সম্পর্কে বলেঃ

إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن أَبِى حَبِيبَةَ الْمدنِى الْأَنْصَارِىّ الْأَشْهَلِى

عَندَاوُدبن حُصَيْن مُنكر الحَدِيث

ইবরাহিম বিন ইসমাইল বিন আবু হাবিবাহ আল মাদানি আল আন্সারি, দাউদ বিন হুসাইন থেকে বর্ণনা করত সে একজন মুনকারুল হাদিস ছিল।

(ইমাম বুখারী, জওফাও সাগির, পৃষ্ঠা-৩)

ইমাম দারকুতনি বলেনঃ

إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة سمعته يقول متروك.

ইবরাহিম বিন ইসমাইল আবু হাবিবাহ, তার সম্পর্কে অভিমতপোষণ করতে শুনেছি সে মাতরুক ছিল ।

(জওফা ওয়াল মাতরুকিন,পৃষ্ঠা-২৫২)

حَدَّثَنَا مُحمد بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِىّ قال :إبراهيم بنإسماعيل بن أبى حبيبة الأشهلى الأنصارى المدنى، عنده مناكير.

আমাকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জুনাইদ তিনি বলেন ইমাম বুখারী আমাকে বলেছেন, ইবরাহিম বিন ইসমাইল বিন আবু হাবিবা আশহালি আল আন্সারি আল মাদানি তার নিকট মুনকার রাবিদের অন্তর্ভুক্ত।

(আল কামিল ফি জওফা ও রিজাল, পৃষ্ঠা-৩৭৯)

حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَبد الرحمن بن أبى بكر، وَعَبد الْمَلِكِبْنُ مُحَمد، قَالُوا :حَدَّثَنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمد، قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيى بْنَ مَعِين يَقُولُ :إبراهيم بن إسماعيل ليس بشَىْءٍ.

আব্বাস বিন মুহাম্মদ বলেন আমি ইয়াহিয়া ইবনে মঈনকে বলতে শুনেছি ইব্রাহিম বিন ইসমাইল গ্রহন যোগ্য নয়।

(আল কামিল ফি জওফা ও রিজাল, পৃষ্ঠা-৩৮০)

قال النسائى، فيما أخبرنى يعقوب بن مُحَمد بن العباس عنه :إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة مدنى ضعيف

নাসায়ি বলেন যেমন ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ বিন আব্বাস আমাকে তার সম্পর্কে খবর দিয়েছেন, ইবরাহীম বিন ইসমাইল মাদানি একজন দুর্বল রাবি।

(আল কামিল, জওফা ও রিজাল,পৃষ্ঠা-৩৮০)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় উক্ত বর্ণনাটির সনদ ও যথেষ্ট পরিমানে বিতর্কিত ও বর্জিত প্রকৃতির। সুতরাং এগুলি না গৃহীত হয় আর না দলিল রুপে গন্য হয়।

তাছাড়া ঈদের নামাজের ওয়াজিব খুতবা আমীর মুয়াবিয়া পরিবর্তন করেননি বরং পরিবর্তন করেছিল মারওয়ান, যা সহিহ মুসলিমের নিম্নোক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ"

তারিক ইবনে শিহাব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পুর্বে খুতবার প্রচলন করেছিল সে হল মারওয়ান। তখন এক ব্যক্তি তার সামনে দাঁড়ল এবং খুতবারপুর্বে নামাজের কথা বল্লো। তখন মারওয়ান বল্লো এগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে? হজরতে আবু সাঈদ বললেন সে তার দায়িত্বসঠিক ভাবে পালন করছে।আমি আল্লাহর রসুল সাল্লালাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে কেও তোমাদেরমধ্যে থেকে কেও কোন ঘৃন্য বিষয় লক্ষ করে সে যেন তার হাতদিয়ে তার সংশোধন করে। যদি সে সক্ষম না হয় তাহলে জিহব্বাদিয়ে। আর যদি তাতেও সক্ষম না থাকে তাহলে অন্তর দিয়ে (বিরোধিতা করে) উহা হল ইমানের দুর্বল তম অবস্থা। (সহি মুসলিম, হাদিস নং-৮৩)

সুতরাং বলা যায় শিয়ারা বিশুদ্ধ মত থাকা সত্তেও এমন একমত কে গ্রহণ করে যা তাদের মতলবের। তার ভিত্তি যতই নড়বড়ে হোক না কেণ মতলবের হওয়ার কারণে সেটাই গ্রহণকরে। এটা যে তাদের চরম প্রকারের মতলবাজ হওয়ার চিহ্ন, তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না? তবে আবু সাঈদ খুদরির কথা উল্লেখ দেখে এখানে আমীর মুয়াবিয়ার শাসনকালের ঘটনা বলে শিয়ারাএকটা সুযোগ নিতে পারে। তবে তাও যদি নেয় নিজের দাবি সাব্যস্ত করতে পারবে না। বরং এই দাবি সম্পুর্ণ অনুমানের উপর নির্ভরশীল। এই ঘটনা মারওয়ানের শাসনকালে ঘটার সম্ভাবনাও আছে কেণ না আবু সাঈদ খুদরি ইন্তেকাল করেছিলেন ৭৪ হিজরিতে।

মহরমের মেলা

মেলা লাগানো নাজায়েয ও গুনাহ। এতে অসংখ্য নাজায়েয ও হারাম কর্ম করা হয়। শরীআতে মহরমের মেলা বলতে কিছুই নেই। এসব বানোয়াট মেলা। সুতরাং মেলা যাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

মহরম মাসে বিবাহ

কতিপয় লোক মনে করে যে, মহরম মাসে বিবাহ করা নাজায়েয। এটা একেবারেই ভুল কথা। সব মাসেই বিবাহ করা জায়েয।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর উপরে উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাব

[প্রথম পর্ব]

মুফতি শামসুদ্দোহা মিসবাহী [ফলতা, দঃ২৪পরগনা, পঃবঃ]

আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের আক্বিদা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একজন সম্মানীয় সাহাবীয়ে রসূল, কাতিবে ওহি, প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার আপন ভাই, তাঁর সম্বন্ধে কটুক্তি করা ও তাঁর শানে অসম্মানজনক বাক্য প্রয়োগ করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজে কিছু নামধারী আহলে বায়াত ভক্ত ও লেবাসধারী মোল্লা দাওয়াত ও ধন সম্পদের লালসায় পড়ে কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করে আহলে বায়াত পাকের শিক্ষা দীক্ষা পথ ও মত ভুলে শিয়া সম্প্রদায়ের অনুসরণে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর বহু আপত্তি উত্থাপন করে সাধারণ সহজ সরল মুসলমানদের গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উত্থাপিত আপত্তির মধ্যে বারংবার শ্রবণে আসা কয়েকটি আপত্তি ও তার জবাব নিয়ে আলোচনা করা হবে এই লেখনীতে ইনশা আল্লাহ।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ আপনাদের নিকট অনুরোধ যে অন্ধভক্ত ও সাহাবায়ে কেরামের শত্রুতার চশমা খুলে কোরআন হাদিসের আলোকে সত্য ও হক্ব কে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবেন সঠিক টি বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ আমাদের সঠিকটি বোঝার তৌফিক দান করুক। আমীন

প্রথম আপত্তি

রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমীরে মুয়াবিয়াকে বদ দোয়া ও অভিশাপ দিয়েছেন(মা'জাল্লাহ)

শিয়া ও রাফেজিরা মুসলিম শরীফের একটি সহীহ হাদিস দ্বারা হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার উপরে আপত্তি উত্থাপন করে যে প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে আমীরে মুয়াবিয়াকে বদ দোয়া তথা অভিশাপ ও লানত করেছেন। তাদের দেওয়া হাদিস ও তার অনুবাদ নিম্নে দেয়া হলো,

حدثنا : محمد بن المثنى العنزى ح، وحدثنا إبن بشار واللفظ لإبن المثنى قالا، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا: شعبة، عن أبى حمزة القصاب، عن إبن عباس، قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأنى حطأة وقال: أذهب وإدع لى معاوية قال فجئت فقلت: هو يأكل قال: ثم قال: لى أذهب فإدع لى معاوية قال فجئت فقلت: هو يأكل فقال: لا أشبع الله بطنه قال: إبن المثنى قلت لأمية ما حطأنى قال: قفدنى قفدة

তাদের অনুবাদ:- হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে হাদিস শরীফটি বর্ণিত তিনি বলেন আমি বাচ্চাদের নিয়ে খেলছিলাম প্রিয়নবী এসে আমাকে বললেন তুমি গিয়ে মুয়াবিয়াকে ডেকে আনো তখন আমি ডাকতে গেলাম এবং বললাম প্রিয়নবী আপনাকে ডাকছেন তখন তিনি জবাব দিলেন-আমি খাচ্ছি এখন যেতে পারবোনা। প্রিয়নবীকে এটা বলাতে আবারো আমাকে পাঠালেন তখনও তিনি বললেন আমি খাচ্ছি এখন যেতে পারবোনা অবশেষে প্রিয়নবী তাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন "আল্লাহ তার পেট কখনো ভরাবেন না।

(সহীহ মুসলিম -২৬০৪)

উক্ত হাদীস দ্বারা তাদের আপত্তিঃ

(১) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া কে হযরত ইবনে আব্বাস নবীজির ডাকার কথা বলার পরেও তিনি আসেননি

(২) উক্ত হাদিসে প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীরে মুয়াবিয়া কে বদ দোয়া তথা অভিশাপ ও লানাত করেছেন।

আমাদের জবাবঃ-১

উক্ত হাদিসটি সহী যথাযোগ্য সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কিন্তু তার অনুবাদে ঘৃন্য মিথ্যাচার করা হয়েছে অর্থাৎ শিয়া রাফেজিরা নিজেদের মতো করে হাদীসটির অনুবাদ করেছে যা হাদিসের মতনের সাথে আকাশ পাতালের পার্থক্য

দ্বিতীয়তঃ-হাদিসে উল্লেখিত শব্দের

لا اشبع الله بطنه

(আল্লাহ তার পেট না ভরাক) সঠিক মানে মতলব না বুঝে তার অপব্যাখা করে মানুষদের পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালিয়েছে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আসুন সর্বপ্রথম আমরা হাদিসের মতন অনুসারে তার সঠিক বঙ্গানুবাদটি দেখে নিই

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالاَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ- قَالَ- فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً وَقَالَ "اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ- قَالَ- ثُمَّ قَالَ لِي "اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ "لاَ أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قُلْتُ لأُمَيَّةَ مَا حَطَأَنِي قَالَ قَفَدَنِي قَفْدَةً

সঠিক অনুবাদঃ

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি শিশুদের সাথে খেলছিলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমি তখন দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। অতঃপর নবীজি স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমাকে স্নেহভরে চাপড় দিয়ে বললেন, যাও, মুয়াবিয়াকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা গিয়ে দেখেন যে, মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খাচ্ছেন। ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, অতঃপর আমি নবীজী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ফিরে এসে বললাম, তিনি (মূয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খাচ্ছেন। তখন নবীজি স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আমাকে বললেন, আবার যাও, মূয়াবিয়াকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। এবারও মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে তিনি খেতে দেখলেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এবারও আমি গিয়ে ফিরে এসে বললাম, তিনি খাচ্ছেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ তাঁর পেট না ভরাক ।

(মুসলিম শরীফ, হাদীস নং -২৬০৪)

উল্লেখিত হাদিসে মতন অনুসারে কোথাও এটি লেখা নেই যে হযরত ইবনে আব্বাস হযরত মুয়াবিয়াকে বললেন যে প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ডেকেছেন এবং তিনি উত্তরে বললেন যে এখন আমি খাচ্ছি যেতে পারবো না (মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক)

প্রিয় পাঠক বন্ধু! দেখুন কত বড় মুনাফিক, সীমাহীন শত্রু শয়তানের মস্তিষ্কের তাপে লালন-পালন হলে এরূপ অনুবাদে মিথ্যাচার ও খেয়ানত করতে পারে এবং হযরত ইবনে আব্বাস ও আমীরে মুয়াবিয়ার মত সম্মানীয় সাহাবীদের উপর তহমৎ ও অপবাদ লাগাতে পারে বরং উক্ত হাদিসে রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাসকে বললেন

اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ

قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ هُوَ بَطنَه

যাও মুয়াবিয়াকে ডেকে নিয়ে এসো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা গেলেন এবং দেখলেন যে তিনি খাচ্ছেন তাই তিনি ফিরে এসে বললেন যে তিনি খাচ্ছেন তারপর আবারও

রাসূলে পাক স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাসকে পুনরায় পাঠালেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস পুনরায় একই উত্তর দিলেন তারপর রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন

فَقَال لا أشبع الله بطنه

আল্লাহ তাঁর পেট না ভরাক।

অতএব এই হাদিসে কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না যে হযরত ইবনে আব্বাস হযরাতে আমিরে মুয়াবিয়াকে প্রিয় নবীর ডাকার কথা বলার পরেও তিনি আসেননি কিন্তু তারা তাদের অনুবাদে মিথ্যাচার করে এটি প্রমাণ করেছে (মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত হোক) সুতরাং উক্ত হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হল যে হযরতে আমীরে মুয়াবিয়া প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকার বিষয়টি জানতেন না সেই জন্যই তিনি উপস্থিত হননি যদি জানতেন তাহলে অবশ্যই উপস্থিত হতেন। এখানে একটি প্রশ্ন জাগতেই পারে যদি আমিরে মুয়াবিয়া রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকার বিষয়টি না জানতেন তাহলে রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে لا اشبع الله بطنه (আল্লাহ তার পেট না ভরাক) শব্দ দ্বারা বদ দোয়া বা অভিশাপ দিলেন কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরের পূর্বে আমাদের আরব বাসীর কথোপকথনের ধরন ও তাদের বাক্য প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত হওয়া একান্ত জরুরী আরববাসীরা বহু এমন শব্দ আছে যা বাহ্যিক দিক থেকে বদ দোয়া অভিশাপ মনে হয় কিন্তু তাহারা ওই সমস্ত শব্দগুলিকে অনর্থক ও রসিকতার ছলে একে অপরের জন্য প্রয়োগ করে থাকে সুতরাং বাহ্যিক দিক থেকে সেটা বদদোয়া ও অভিশাপ লাগলেও আসলে সেটা তারা অভিশাপ ও বদ দোয়া হিসেবে ব্যবহার করে না। বরং রসিকতার ছলে ব্যবহার করে থাকে।

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে লেখেন :

اَنَّ مَا قَعَ مِنْ سَبِّهٖ وَدُعَائِهٖ وَنَحْوِهٖ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بَلْ هُوَ جَرَتْ بِهٖ عَادَةُ الْعَرَبِ فِي وَصْلِ كَلَامِهَا بِلَا نِيَّةٍ كَقَوْلِهٖ تَرِبَتْ يَمِينُكَ وَعَقْرَى حَلْقَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا كَبِرَتْ سِنُّكَ وَفِي حَدِيثٍ مُعَاوِيَةَ لَا أَشْبَعَ اللهُ بطنه ونحو ذلك لا يقصدون بشئ مِنْ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الدُّعَاءِ

অনুবাদ: যেসব হাদীসে (সাহাবাদের ব্যাপারে) রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যে "বদ'দোয়া " বুঝা যায়, মূলত সেগুলো ঐ'রকম বাক্য যা আরব লোকেরা অনর্থকতা বা রসিকতাছলে বলতো। যেমন, একটা হাদীসে কোন একজন সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে তালিম দিতে গিয়ে রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল বল্লেন, تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ তোমার ডান হাতের অমঙ্গল হোক বা একবার উম্মুলমুমীনিন আম্মাজান আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর উদ্দিশ্যে রসূলুল্লাহ বলেন, وعَقْرَى حَلْقَى বা لَا كَبِرَتْ سِنُّكِ তোমার বয়স বেশি না হোক এবং সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন لَا أَشْبَعَ اللهُ بطنه অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর পেট না ভরাক, মূলত এসব ঐরকম পর্যায়ের যে, আহলে আরবগণ যা " বদদোয়া " উদ্দেশ্য নিতো না। (শরহে সহীহ মুসলিম ১৬/১৫২)

ইবনে বত্তাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন একটি রেওয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

هى كلمة لا يراد بها عاء وانما فى المدح كما قالو للشاعر اذا أجاد قاتله الله لقد أجاد

অনুবাদ:-মূলত, এসব এমন বাক্য যা দ্বারা "বদ'দোয়া" উদ্দেশ্য নই। এগুলো শুধু মাত্র সুনাম করার অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন, কোন শায়ের যখন সুন্দর করে শে'র পড়ে তখন আরবীয়রা বলে যে, আল্লাহ তাকে মারুক! সে কত সুন্দর শে'র পড়লো।

(শরহে সহীহ বুখারী ৯/ ৩২৯)

এছাড়া মুসলিম শরীফের একটি বিস্তারিত হাদিসে প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সাহাবীকে বদদোয়া দেওয়া সম্পর্কে বলেছেন যার সারমর্ম হল যে আল্লাহ যে আমার মুখাপেক্ষী নয় তার জন্য যদি বদদোয়া

করা হয় তাহলে সেটা তার জন্য গুনাহ মাফের ওসীলা বানিয়ে দিও। উক্ত হাদিসের মূল অংশটি নিম্নে দেয়া হলো:

أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا

অনুবাদঃ-তখন রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন, তোমার কি ঐ অঙ্গীকার মনে নেই! যেটা আমি আমার আল্লাহর সাথে করেছি? আমি আমার আল্লাহর সাথে এই অঙ্গীকারের আবদ্ধ হয়েছি যে, হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ! যদি আমি কোন মুসলমানের জন্য বদদোয়া করে দিবেন সেটা তাঁর জন্য গুনাহ মাফের ওসীলা হয়ে যায়।

(সহীহ মুসলিম ,হাদীস নং ২৬০০)

উপরোক্ত দলিলাদী দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর উত্থাপিত আপত্তি ভিত্তিহীন ও মূর্খতা ও অজ্ঞতার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুক আমীন

দ্বিতীয় আপত্তিঃ

হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদ্যপান করতেন (মা'জাল্লাহ)

শিয়া ও রাফেজিরা মুসনাদে আহমাদের একটি যয়ীফ হাদীসের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার করে এটা প্রমাণ করতে চাই যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদ্যপান করতেন কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা সর্বদা ব্যর্থ হয়েই থেকে যাবে।

তাদের দেওয়া হাদিস ও তার অনুবাদ নিম্নে দেয়া হলো,

عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَجْلَسَنَا عَلَى الْفُرُشِ ثُمَّ أُتِينَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أُتِينَا بِالشَّرَابِ فَشَرِبَ مُعَاوِيَةُ ثُمَّ نَاوَلَ أَبِي ثُمَّ قَالَ مَا شَرِبْتُهُ مُنْذُ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুবাদঃ-আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা বর্ণনা করেছেন "আমি ও আমার আব্বা মুয়াবিয়ার কাছে গেলাম, মুয়াবিয়া আমাদের ফারসের উপর বসতে দিল এবং আমাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করল তো আমরা খেলাম, তারপর মুয়াবিয়া শারাব নিয়ে এল, মুয়াবিয়া পান করল ও আমার আব্বাকে দিল, আমার আব্বা বললেন, যখন থেকে রাসূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে হারাম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, তখন থেকে আমি এটি পান করিনি।

(মুসনাদে আহমদ খণ্ড- ৫ পৃ- ৩৪৭)

উক্ত হাদিস দ্বারা তারা বিশিষ্ট সম্মানীয় সাহাবী আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মদ্যপানকারী প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে থাকে।

আমাদের জবাবঃ-

উপরোক্ত হাদীসটি দুই কারণে অগ্রহণযোগ্য প্রথমত হাদিসের সনদটি যয়ীফ দ্বিতীয়তঃ হাদিসের মতনে হেরফেরের সঙ্গে হাদিসে উল্লেখিত বাক্যটি

(ما شربته منذ حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা আসলেই জঘন্য মিথ্যাচার ও অজ্ঞতার প্রমাণ অর্থাৎ উক্ত বাক্যটি হযরত বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নয় বরং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলছেন।

(১) হাদীসটির সনদ সম্পর্কিত আলোচনা

হাদীসটির সনদ যয়ীফ কারণ আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে যখন হুসাঈন বিন ওয়াকেদ বর্ণনা করে তখন সেই সনদটি মুনকার সাব্যস্ত হয়। যেমনটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি " আল ইলাল ও মারেফাতুর রিজাল " নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন

عبد الله بن بزيدة الذى روى عنه بن واقد ما أنكرها

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদার হাদীস, যেটি হুসাঈন বিন ওয়াকেদ বর্ণনা করেছেন সেটি "মুনাকার" হিসেবে সাব্যস্ত।

(আল ইলাল ও মারেফাতুর রিজাল-পৃষ্ঠা ২২২)

উক্ত সংক্ষিপ্ত দলিল দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে উক্ত হাদীসটি সনদগত দিক থেকে যয়ীফ

ও অগ্রহণযোগ্য কিন্তু সাহাবাদের সহিত শত্রুতা পোষণকারী জঘন্য মানুষজন তাঁদের অসম্মান করার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে যা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

(২) হাদিসের মতনে হেরফের ও আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাক্যকে অন্য সাহাবীর বলে আখ্যায়িত করা ও তার অপব্যবহার সম্পর্কে আলোচনাঃ

শিয়া ও রাফেজিরা চালাকি করে উক্ত হাদিসে উল্লেখিত একটি বাক্য

ماشربته منذ حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

(অর্থাৎ যখন থেকে রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে হারাম করেছেন তখন থেকে আমি পান করিনি) বাক্যটিকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্থানে হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বলে চালিয়েছে যেমনটি তাদের অপব্যাখ্যায় পরিলক্ষিত। বাস্তবে উক্ত বাক্যটি হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুই বলেছেন।

যেমনটি মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যাকারক হযরত আব্দুল্লাহ বিন শুয়ায়েব লিখেছেনঃ

وقوله ثم قال ماشَرِبتهُ منذ حرَّمَه رسو الله ﷺ اى معاوية بن أبى سفيان ولعله ذلك لما رأى من الكراهة والانكار فى وجه بريدة بظنه أنه شراب محرم والله أعلم

অনুবাদঃ-মুয়াবীয়া রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর এই বক্তব্য অর্থাৎ "আমি এখনও পর্যন্ত এটি পান করিনি যখন হতে রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন। এই কথাটি আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেছিলেন, যখন তিনি হযরত বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর চেহারায় একপ্রকারের মালিন্যতা দেখতে পান। অর্থাৎ হজরত বুরাইদা ভাবনায় ছিলেন যে, মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কি আমাকে হারাম "মাশরুব" দিলেন!

(মুসনাদ আহমদ)

অতএব উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে উক্ত বাক্য "যখন থেকে রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে হারাম করেছেন তখন থেকে আমি পান করিনি" এটি হযরত ইবনে বুরাইদার নয় বরং আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বাক্য বা কথা।

এবারে আসুন হাদিসে উল্লেখিত বাক্যের ماشربته (আমি পান করিনি) সঠিক মানে মতলব কি জেনে নেয়া যাক যেটি আপত্তির মূল অংশ কারণ এই শব্দ দ্বারাই শিয়ারা মিথ্যাচার করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তিনি মদ পান করতেন। এবং উক্ত শব্দ দ্বারা তারা নিজেদের মত অনুযায়ী শারাব তথা মদ বুঝেছে বাস্তবে কিন্তু তা নয়। উর্দু ভাষায় মদ কে শারাব ও আরবিতে খামার বলা হয় যার কথা হাদিসে কোন জায়গায় উল্লেখ করা হয়নি। হাদিসে ماشربته (আমি পান করিনি) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যার দ্বারা আরবিতে পানীয় জিনিস বোঝানো হয়। এবং সমস্ত পানীয় জিনিস মদ বা শারাব নয়। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে হারাম শব্দের কথা আসলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হল যে পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ বিন শুয়ায়েবের বর্ননা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে যখন হযরত আমিরে মুয়াবিয়া পানীয় জিনিস দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন করছিলেন তখন অতিথিস্বরূপ উপস্থিত আব্দুল্লাহ ও তার পিতা বুরাইদা ভাবছিলেন যে তিনি তাদেরকে হারাম মাশরুব (পানীয় জিনিস) পান করাচ্ছেন তখন তিনি বলেছিলেন যে যখন থেকে রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ কে হারাম করেছেন তখন থেকে আমি পান করিনি সুতরাং পানীয় জিনিসটি হারাম নয় আপনি পান করতে পারেন।

উক্ত বিষয়াদিকে সামনে রেখে যদি হাদীসটির সম্পূর্ণ সঠিক অনুবাদ করা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে হযরতে আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদ পান করেননি কেবলমাত্র শিয়াদের হেরফের ও অনুবাদে মিথ্যাচার করার কারণেই এই আপত্তির উৎপত্তি হয়েছে।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! আপনারা লক্ষ্য করলেন যে কেমন ভাবে হাদিসের অপব্যাখ্যা ও তার অনুবাদে মিথ্যাচার করে তারা সাহাবায়ে কেরামদের উপর ভিত্তিহীন আপত্তি করে মানুষদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র কোরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি দেখে তাদেরকে সঠিক মনে করা বোকামি হবে সুতরাং এদের থেকে খুব সাবধান!

জঘন্য শিয়া সম্প্রদায়ের বাকি আপত্তি ও তার জবাব সম্পর্কে আগামী পর্বে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ ।

প্রচলিত তাজিয়া

প্রচলিত তাজিয়া তৈরি করা ও তার মিছিল বের করা জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত একমত পোষণ করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন "মুরাওওয়াজা তাজিয়াদারী কা শারয়ী হুকুম" নামক কিতাব। লেখক আল্লামা মুফতী মেরাজ আহমদ মিসবাহী

ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ হতে তিনটি ফাতওয়ার অনুবাদ

অনুবাদকঃ মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী, গোয়াস, মুর্শিদাবাদ

(১)প্রশ্নঃ-যাইদের বর্ণনা অনুযায়ী সে একজন সৈয়দ ও আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের অনুসারী। ঈদের নামাযও যাইদ (এক ব্যক্তির নাম) পড়িয়েছে। পরবর্তীতে জানা গেল যে, যাইদ একজন রাফেযী এবং সে নামায হাত ছেড়ে পড়ে আর ওযুও রাফেযীদের পদ্ধতিতে করে। এ অবস্থাতে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের অনুসারীদের পক্ষে তাকে ইমাম নির্বাচন করা জায়েয কি-না? যাইদের বাড়ির খাবার খাওয়া,আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের অনুসারীদের সন্তানদের যাইদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কি জায়েয কি-না? যাইদের দ্বারা কি গাওসে পাকের ফাতেহা করানো জায়েয হবে কি-না?

উত্তরঃ-রাফেযীদের পিছনে নামায পড়া মানে নিজের নামাযকে নষ্ট করা অর্থাৎ কেউ যদি কোন রাফেযীর পিছনে নামায পড়ে, তাহলে তার নামায কোনভাবেই শুদ্ধ হবে না। পূর্বের ন্যায় ফরয তার উপর অবশিষ্ট থাকবে। রাফেযী কে ইমাম নির্বাচন করা মানে কোন হিন্দু অথবা খ্রীস্টানকে ইমাম নির্বাচন করা। বর্তমান সময়ের রাফেযীরা সাধারণত মুরতাদ হয়ে থাকে। তাদের বাড়ির খাবার খাওয়া, তাদের সঙ্গে খাওয়া অথবা তাদের সঙ্গে কোন ধরনের যোগাযোগ বা সম্পর্ক রাখা গুনাহের কাজ। যে ব্যক্তি এমনটা করবে সে শাস্তির যোগ্য হবে। নিজের সন্তানদেরকে তাদের কাছে শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হারাম এবং পথভ্রষ্টতা। মুসলমানদের উপর ফরয রয়েছে যে, তারা যেন রাফেযীদেরকে নিজেদের নিকট থেকে আলাদা ও দূরে রাখে। তাদের দ্বারা গাওস পাকের ফাতিহা পড়ানো কঠিন বোকামি। শুধু এটাই নয় বরং সব ধরনের ফাতিহা তাদের দ্বারা যেন কখনো পড়ানো না হয়। কেননা, ফাতিহা করা হয় শুধুমাত্র (যার নামে ফাতিহা করা হবে তার কাছে) নেকী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কিন্তু রাফিযীদের ফাতেহা পড়াতে (যাদের নামে ফাতেহা করা হয় তাদের কাছে) কোন ধরনের নেকী পৌঁছায় না। কেননা, রাফেযীরা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদিকে অস্বীকার করার কারণে মুরতাদ বলে বিবেচিত।

আল্লাহ্ তা'লা যেন সুন্নীদের দৃষ্টি খুলে দেয় এবং এটারও তৌফিক দেয় যেন তারা পথভ্রষ্টদের থেকে দূরে থাকে।

প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে হুকুম দিয়েছেঃ

"اياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم"

অনুবাদঃ-পথভ্রষ্টদের কাছ থেকে দূরে থাকো এবং তাদেরকে নিজেদের কাছ থেকে দূরে রাখো। এমনটা যেন না হয় যে, তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয় এবং ফিতনার মধ্যে পতিত করে দেয়।

(মুসলিম শরীফ,হাদিসঃ-৭)

পথভ্রষ্ট ব্যক্তি বিশেষ করে রাফেযীরা নিজের মাযহাবকে খুব গোপন করে থাকে। তাদের কথাবার্তা কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। যেখানে লাভ ও ক্ষতি কিছুই নেই, সেখানে যদি তারা সুন্নীর ছদ্মবেশে থাকতে পারে, তাহলে যেখানে তাদের দুই পয়সা লাভ রয়েছে, সেখানে তাদের সুন্নীর ছদ্মবেশে থাকতে কোন যায় আসে না।

{ফাতাওয়া রাযাবিয়াহ, খন্ডঃ ২৪, পৃষ্ঠাঃ ৩২২-৩২৩}

(২)প্রশ্নঃ-যদি কেউ তাযিয়া তৈরি করে অথবা তাযিয়ার উপরে (ফাতিহার জন্য) কোন কিছু (শীরনী ইত্যাদি) রাখে, মারসিয়া পড়ে অথবা মারসিয়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, বাজনা বাজায় কিংবা কাউকে দিয়ে বাজিয়ে নেয় অথবা সেখানে অংশগ্রহণ করে, শীরনী বিতরণ করে কিংবা খায় অথবা কাউকে খাওয়ায় বা নির্দিষ্ট তারিখে সাদকাহ্-খায়রাত করে। ইসলামের মধ্যে মুহাররম মাসের সাত, নয়, দশ তারিখে এ সমস্ত কর্ম গুলি কি জায়েয রয়েছে?

উত্তরঃ-তারিখ নির্দিষ্ট করাকে যদি ওয়াজিব মনে না করা হয়, তাহলে নির্দিষ্ট তারিখে শীরনী বিতরণ করা, খাদ্য খাওয়ানো,ফাতিহা-নিয়ায করানো শরীয়তে জায়েয তথা বৈধ।

প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

"من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه"

অনুবাদঃ-তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের (মুসলিম) ভাই-এর উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তার উপকার করে।

(মুসলিম শরীফ,হাদিস:-২১৯৯)

প্রশ্নে উল্লেখিত অবশিষ্ট বিষয়গুলি যেমন-তাযিয়া, বাজনা বাজানো, মারসিয়া (বিলাপ ও শোকগাঁথা) পড়া ও মারসিয়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং তাযিয়ার উপরে (ফাতিহার জন্য) কোন কিছু (শীরনী ইত্যাদি) রাখা এ সমস্ত বিষয়গুলি নাজায়েয ও বিদআত এবং গুনাহের কাজ। (সংক্ষিপ্ত)

{ফাতাওয়া রাযাবিয়াহ, খন্ড: ২৪, পৃষ্ঠা: ৫০৩}

(৩)প্রশ্নঃ-ওলামায়ে দ্বীন ও শরিয়ত বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে কি বলেন, শরীয়তের মধ্যে তাযিয়া বানানোর বিধান কি রয়েছে? এবং সেই তাযিয়ার উপরে (ফাতিহার জন্য) শীরনী ইত্যাদি রাখা কেমন? তাযিয়া প্রস্তুতকারী এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারীর জন্য শরীয়তে কি বিধান রয়েছে? যে ব্যক্তি তাযিয়াকে নাজায়েয বলে, তাকে কাফির এবং মুরতাদ মনে করে তার পিছনে নামায না পড়া কেমন? তাযিয়া প্রস্তুতকারীর পিছনে নামায পড়ার বিধান কী রয়েছে?

উওরঃ-প্রচলিত তাযিয়া নাজায়েয তথা অবৈধ এবং বিদআত। তাযিয়া বানানো গুনাহের কাজ এবং তার ওপর (ফাতিহার জন্য) শীরনী ইত্যাদি রাখা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই না। তাযিয়ার সম্মান করা বিদআত এবং মূর্খতা। যে ব্যক্তি তাযিয়াকে নাজায়েয বলে, তাকে কাফের ও মুরতাদ বলা কঠিন বড় গুনাহের কাজ। যে ব্যক্তি এমনটা বলবে, তাকে নতুন করে ইসলাম নিয়ে আসা এবং বিয়ে করা উচিত। শুধু মাত্র এই (তাযিয়াকে নাজায়েয বলার) কারণে তার পিছনে নামায না পড়া একটি ভ্রান্ত কাজ। কিন্তু যদি কোন ওহাবীকে কাফির ও মুরতাদ বলে, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই এবং ওহাবীর পিছনে নামাযও বৈধ নয়। যে ব্যক্তি তাযিয়া প্রস্তুত করাকে জায়েয মনে করে অথবা তাযিয়া প্রস্তুত করাতে খ্যাতি অর্জন করেছে যদিও বা সে তাযিয়া বানানোকে বৈধ মনে না করে, তাহলে তার পিছনে নামায না পড়া উচিত। যদি পড়ে তাহলে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে ইমাম নির্বাচন করা নিষেধ রয়েছে।

(ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড:২৪, পৃষ্ঠা: ৪৯৯, ৫০০)

ইমাম বাড়া

ইমাম বাড়া তৈরি করা বিদআত এবং সেখানে ফাতিহা ফাতিহা করা নাজায়েয ও গুনাহ। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকুন। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও শোহাদায়ে কারবালার নামে নিজের বাড়িতে ফাতিহা করুন।

কারবালা কেন্দ্রিক প্রচলিত ইমাম বাড়া তৈরি করা, সেখানে ফাতিহা করা ও তার জন্যে মান্নত করার বিধান

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, হেমতাবাদ, উঃ দিনাজপুর

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ।

প্রশ্ন:-কি বলেন ওলামায়ে কেরাম এ মাসআলা প্রসঙ্গে যে, কারবালা কেন্দ্রিক প্রচলিত ইমাম বাড়া তৈরি করা, সেখানে গিয়ে ফাতিহা করা ও তার জন্য মান্নত করা জায়েয আছে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে। الجواب بعون الملك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

উত্তর:-কারবালা কেন্দ্রিক প্রচলিত ইমাম বাড়া তৈরি করা, সেখানে গিয়ে ফাতিহা করা ও তার জন্য মান্নত করা, এসব কর্ম নাজায়েয ও গুনাহ।

হুযূর আ'লা হাযরাত রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:

"কারবালা কেন্দ্রিক প্রচলিত ইমাম বাড়ার ঘর (বানানো) বিদ'আত ও ملخصا নিষিদ্ধ" (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড: ২৪, পৃষ্ঠা: ৪৯৭, প্রকাশিত: রেযা একাডেমী, মুম্বাই)

আর এক জায়গায় বলেন:

"ইমাম বাড়ার জন্য ওয়াক্বফ (দান) হতে পারে না। সেটা যে বানিয়েছে তারই মালিকানা রয়েছে। তার অধিকার আছে তাতে যা চাইবে করবে। আর সে না থাকলে তার ওয়ারিসদের মালিকানা হবে, তাদের অধিকারে থাকবে।" (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড: ১৬, পৃষ্ঠা: ১২২, প্রকাশিত: রেযা একাডেমী, মুম্বাই)

হুযূর বাহরুল উলূম রহমতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হয় যে, "ইমাম বাড়া -এর নামে একটি জমি আছে, তাতে কি মসজিদ নির্মাণ করা অথবা (মসজিদ থাকলে তাকে) চওড়া করা যাবে?

এর উত্তরে হুযূর বাহরুল উলূম হাযরাত আল্লামা মাওলানা মুফতী আব্দুল মান্নান আ'যমী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন:

"ওয়াক্বফ (দান) সঠিক হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। (১) ওয়াক্বফ কারীর দৃষ্টিতেও সেই কর্ম নেকীর কাজ হবে। (২) সেই কর্ম ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতেও নেকীর কাজ হবে। আর ইমাম বাড়া তৈরি করা ওয়াক্বফ কারীর দৃষ্টিতে নেকীর কাজ হতে পারে; কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত গুনাহের কাজ।" (ফাতাওয়া বাহরুল উলূম, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা:৩৯-৪০, প্রকাশিত: শাব্বির ব্রাদার্স, লোহার)

ফাতাওয়া মারকাযে তারবিয়্যাতে ইফতা নামক কিতাবে রয়েছে-

"বানোয়াট কারবালা, ইমাম বাড়া এবং কাল্পনিক রওযা তৈরি করে তাকে ইমাম হুসাইন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর রওযা মনে করা, অতঃপর তার সাথে হাযরাত ইমাম (হুসাইন-এর) পবিত্র রওযা মুবারকের মতো ব্যবহার করা হল হারাম ও গুনাহ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি খুব ভালো করে জানে যে, কাল্পনিক রওযা কোন মতেই হাযরাত ইমামের রওযা নয়। না সেটা কারবালা, না সেটা ইমামের বারগাহ অথবা শয়ন কক্ষ। তারপরেও তার সাথে প্রকৃত ইমাম (হুসাইন-এর) রওযার মতো ব্যবহার করা কেমন করে জায়েয হতে পারে? ইসলাম কাল্পনিক ও বানোয়াট বস্তুকে প্রকৃত এবং সত্য (হিসেবে) মেনে নেয়ার শিক্ষা দেয় না। সাধারণ মানুষের এই নিয়মটি (ইমাম বাড়া তৈরি করা) সম্পুর্ণ ভুল এবং তাকে ইমামে হুসাইন-এর রওযা মনে করে সেখানে ফাতিহা পাঠ কারী এবং তার অন্যান্য কর্মসমূহ পালন

কারীরা হল গুনাহগার। (ফাতাওয়া মারকাযে তারবিয়্যাতে ইফতা, খণ্ড:-২, পৃষ্ঠা:-৩৭৪, প্রকাশিত:-ফাক্বীহে মিল্লাত একাডেমী, আওঝাগঞ্জ, বসতী)

ফাতাওয়া বাদরুল ওলামা-এর মধ্যে রয়েছে,

"বানোয়াট কবরের জিয়ারত করা হারাম। এবং হাদীসের মধ্যে ধিক্কার এসেছে। ফাতাওয়া আযীযিয়াহ-এর মধ্যে রয়েছে-

لعن الله من زار بلا مزار

অর্থাৎ:-যে ব্যক্তি বিনা মাযারে বা কবরে জিয়ারত করে তার উপর আল্লাহ পাক অভিশাপ করেছেন।

যে বুযরুগের মাযার থাকার দাবি করবে সে শারয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণ করবে। বিনা শরয়ী দলীলে মাযার বানানোও নাজায়েয ও গুনাহ।" (ফাতাওয়া বাদরুল ওলামা, পৃষ্ঠা: ৩০৬, প্রকাশিত: রেযা একাডেমী)

হুযূর বাহরুল উলূম রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইকে প্রশ্ন করা হয় যে," (লোকেরা) ইমাম বাড়া -এ মুরগা দেয় এবং ফাতিহাও করে। বাড়িতে থাকাকে লোক খারাপ মনে করে। এর উত্তর ক্বোরআন ও হাদীস অনুযায়ী দিবেন।

এর উত্তরে হুযূর বাহরুল উলূম হাযরাত আল্লামা মাওলানা মুফতী আব্দুল মান্নান আ'যমী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন:

"ইমাম বাড়া অথবা তাজিয়াদারি সব নাজায়েয। এজন্য সেখানে ফাতিহা করা নাজায়েয। শোহাদায়ে কারবালা

رضوان الله عليهم اجمعين

এর ফাতিহা বাড়িতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় করতে হয়।"

হাযরাত শাহ আব্দুল আযীয সাহেব মুহাদ্দিস দেহেলবী বলেন:

"فاتحہ درود جائے باید خواند کہ پاک باشد از نجاست ظاہری و معنوی"

হাযরাত শাহ সাহেব আলাইহির রহমা ইমাম বাড়াকে গুপ্ত অপবিত্র জায়গা বলেছেন এবং সেখানে ফাতিহা করতে নিষেধ করেছেন। (ফাতাওয়া বাহরুল উলূম, খন্ড:৫, পৃষ্ঠা:৪৪৬, প্রকাশিত: শাব্বির ব্রাদার্স, লোহার)

হুযূর ফাক্বীহে মিল্লাত রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন:

"ইমাম বাড়া অথবা তাজিয়ার সামনে শিরনী ইত্যাদি রেখে ফাতিহা করা জায়েয নেই। (ফাতাওয়া ফাইযূর রাসূল, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৬৪)

যেহেতু ইমাম বাড়া তৈরি করা ও সেখানে গিয়ে ফাতিহা করা নাজায়েয সেহেতু তার জন্য মান্নত করাও নাজায়েয। যদি কেউ মান্নত করেই ফেলে, তাহলে পূর্ণ করা যাবে না। কারণ, নাজায়েয কর্মের মান্নত পূর্ণ করা হারাম। আর এটা মনে করা যে, মান্নত পূর্ণ না করলে কোন ক্ষতি হবে, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

হাদীস শরীফে রয়েছে-

عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ

অনুবাদ:-হাযরাত ইমরান ইব্নে হুসায়ন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নাজায়েয কাজে কোন মান্নত নেই।

(সুনানে নাসাঈ, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৮)

আর এক হাদীসে রয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

অনুবাদ:-হাযরাত আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এরুপ মান্নত করে যে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর যে মান্নত করে যে, সে আল্লাহ্র না-ফরমানী করবে, সে যেন তাঁর না-ফরমানী না করে।

(সহীহ বুখারী, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯৯১, প্রকাশিত: মাজলিসে বারকাত, জামেয়া আশরাফিয়া মুবারকপুর)

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরে ক্বোরআন

হাকীমুল উম্মত হাযরাত আল্লামা মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেনঃ

"মনে রাখা উচিত যে, খোদ যে কর্মটি গুনাহ, তার মান্নত করাই সঠিক নয়। যেমন- মদ খাওয়া, জুয়া খেলা ও অহেতুক কোন মুসলমানকে হত্যা করার মান্নত। এরুপ মান্নত সমূহ হল বাতিল। তা পূর্ণ করা হারাম।" (মিরআতুল মানাজীহ (উর্দু) খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২৩৪, প্রকাশিত: নাঈমী কুতুব খানা, গুজরাট)

আ'লা হাযরাত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে প্রশ্ন করা হয় যে, যায়েদ তাজিয়ার কাছে গিয়ে এ মান্নত করল যে, আমি এখান থেকে একটি খুরমা নিয়ে যাচ্ছি। যদি আমার কাজ (আশা) পূর্ণ হয়, তাহলে আগামী বছর চাদীর মতো সাদা খুরমা তৈরি করে দিব। (এ মান্নত কি গ্রহণযোগ্য হবে)

এর উত্তরে তিনি বলেন:"এ মান্নত সম্পূর্ণরুপে বাতিল এবং নাজায়েয।" (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড:-২৪, পৃষ্ঠা:-৫০২, প্রকাশিত: রেযা একাডেমী, মুম্বাই)

যেরুপভাবে প্রচলিত তাজিয়া বানানো নাজায়েয এবং তার জন্য মান্নত করা বাতিল ও নাজায়েয; অনুরূপভাবে ইমাম বাড়া বানানোও নাজায়েয এবং তার জন্য মান্নত করাও বাতিল ও নাজায়েয।

উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, ইমাম বাড়া তৈরি করা, তাতে গিয়ে ফাতিহা করা ও তার কাছে ছাগল ও মুরগা ইত্যাদি দেয়ার মান্নত করা এসব কর্মকাণ্ড নাজায়েয ও গুনাহ। সুতরাং উক্ত কাজ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক। যতদূর সম্ভব বাড়িতে অথবা যে কোনো পরিস্কার জায়গায় ইমাম হুসাইন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এবং অন্যান্য শহীদগণের নামে ফাতিহা-মিলাদের আয়োজন করুন এবং তাঁদের পথে চলার চেষ্টা করুন, এতেই কল্যাণ রয়েছে।

واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم

ইতি

গুলজার আলী মিসবাহী

হেমতাবাদ, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।
সিনিয়র শিক্ষক ও ইফতা বিভাগের সদস্য: এম. জি. এফ. মাদীনাতুল উলূম খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

স্বীকৃতি প্রদানকারী

সঠিক উত্তর হয়েছে।

(ফাক্বীহে বাঙ্গাল, মুফতী) মুহাম্মদ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী, জঙ্গিপুরী, মুর্শিদাবাদ।
সভাপতি: জামেয়া গাওসিয়া রেজবীয়া, গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
শিক্ষক-নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা (উচ্চ মাধ্যমিক) গাড়ীঘাট,রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

স্বীকৃতি প্রদানকারী

উত্তরটি খুব সুন্দর এবং সঠিক হয়েছে। লেখক নিজ প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে। আল্লাহপাক লেখককে দীর্ঘায়ু করুন এবং বেশি বেশি ধর্মীয় খেদমত করার তৌফিক দিন। আমীন সুম্মা আমীন।

ইতি

(আযীযে মিল্লাত, মুফতী) আব্দুল আজিজ কালিমী।
সিনিয়র শিক্ষক ও ইফতা বিভাগের সদস্য: মাদ্রাসা গৌসিয়া ফাসীহিয়া মাদীনাতুল উলূম (সোসাইটি) খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা।

স্বীকৃতি প্রদানকারী

মুফতি গুলজার আলী মিসবাহী সাহেবের লেখা উপরোক্ত ফতোয়াটি পাঠ করলাম,
উক্ত বিষয়টি হল মুহররম পালন সংক্রান্ত বর্তমান সময়ের অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, তিনি আকাবিরে আহলে সুন্নাত -এর মতামত পেশ করে বিষয়টি খুব সুন্দর ও সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা লেখকের কলমে আরও শক্তি প্রদান করুন এবং সমস্ত মুসলমানদের উপরোক্ত মাস'আলাটির উপর আমল করার তৌফিক দান করুন! আমীন!

ইতি

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী, দক্ষিণ দিনাজপুর।

প্রিন্সিপাল: মাদ্রাসা জামিয়া নুরীয়া হিফজুল কুরআন, সুকানদিঘী, আমিনপুর, কুশমুন্ডী, দক্ষিণ দিনাজপুর।

প্রচলিত তাজিয়া

প্রচলিত তাজিয়া তৈরি করা ও তার মিছিল বের করা জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত একমত পোষণ করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন "মুরাওওয়াজা তাজিয়াদারী কা শারয়ী হুকুম" নামক কিতাব। লেখক আল্লামা মুফতী মেরাজ আহমদ মিসবাহী

ইমাম বাড়া

ইমাম বাড়া তৈরি করা বিদআত এবং সেখানে ফাতিহা ফাতিহা করা নাজায়েয ও গুনাহ। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকুন। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও শোহাদায়ে কারবালার নামে নিজের বাড়িতে ফাতিহা করুন।

সাহাবায়ে কেরামের সম্মানার্থে কুবাক্য প্রয়োগ কারীর হুকুম

মাওলানা মানিরুল ইসলাম কালিয়াচক, মালদা
শিক্ষক: মাদ্রাসা গাওসিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়াহ হরিবাটি,কুলি, মুর্শিদাবাদ।

প্রশ্ন:-সাহাবায়ে কেরামের বিপক্ষে কুবাক্য প্রয়োগকারীর প্রতি কুরআন ও হাদীস এবং ফিক্বহ শাস্ত্রের আলাকে কি হুকুম প্রযোজ্য হবে?

উত্তর:-মুসলমানদের উপর সমস্ত সাহাবের কেরামের সম্মান বজায় রাখা অনিবার্য।

কেউ যদি কোন সাহাবির সম্মানার্থে বেয়াদবি করে, গালাগাল করে যদি সে বিষয়টি অকাট্য দলীলের বিরোধী হয় তাহলে কুফরী হবে। অন্যথায় পথভ্রষ্টতা ও পাপাচার।

এ প্রসঙ্গে নিম্নে কিছু দলীল উপস্থাপন করা হলো।

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সুরা ফাতাহ আয়াত নং-২৯ এর এক অংশে বলেন

ليغيظ بهم الكفار অর্থাৎ:-যাতে তাঁদের (সাহাবীদের) দ্বারা কাফিরদের অন্তর (হিংসার) আগুন জ্বলে।

অতএব: উক্ত আয়াতের আলোকে বুঝা যায়, যে সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণভাব রাখা কাফিরদের স্বভাব।

এবার আমরা আলোচনা করবো নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাব থেকে, তাহলে বিষয়টা আরো পরিস্কার হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

ইমাম হাকিম নেশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আপন পুস্তকে একটি হাদীস শরীফ আনয়ন করেছেন সেটি নিম্নে দেওয়া হলো:

عن خيثمة قال: قرأ رجل على عبد الله رضى الله عنه سورة الفتح فلما بلغ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار (الفتح) قال: ليغيظ الله بهم الكفار بالنبى صلى الله عليه وسلم و باصحابه الكفار:

অর্থাৎ: হযরত খায়সামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সামনে সূরা ফাতাহ তেলাওয়াত করতে লাগলো, অবশেষে,

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار،

এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে, তখন তিনি এর ব্যাখ্যায় বললেন, মহান আল্লাহ প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করেন। (আল মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাঈন খন্ড ২ পৃষ্ঠা নং,৫০১ হাদীস নং,৩৭১৮)

ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে কুরতুবী খন্ড,১৬, পৃষ্ঠা নং ২৯৭ এর মধ্যে লিখেন:

فقال مالك، من أصبح من الناس فى قلبه غيظ على احد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اصابته هذه الاية:

অর্থাৎ:-হযরত মালেক ইবনে আনাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন যে, যে মানুষের অন্তরে আল্লাহর রসূলের সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণভাব থাকবে তো সে এই আয়াতের আয়ত্বে পড়বে।

ইমাম কিরমিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গারায়েবুত তাফসীর ও গাযায়েবুত তাভীল পৃষ্ঠা নং,১১১৮ এর মধ্যে লিখেন:

قوله: ليغيظ بهم الكفار -اى ضرب ذلك المثل ليغيظ الله بمحمد عليه السلام و اصحابه الكفار،

অর্থাৎ:-এই উপমা টি এই জন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে মহান আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের দ্বারা কাফিরদের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করেন।

অতএব পবিত্র কুরআন ও তাফসীরের আলোকে প্রমাণিত হলো কাফিরদের স্বভাবই

হচ্ছে প্রিয় নবীজির সাহাবীদের সমালোচনা করা।

সাহাবাগণের প্রতি অপবাদের পরিণাম হাদীসের আলোকে:

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

عن عبدالله بن مغفل قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله فى اصحابى لا تتخذوهم غرضا بعدى ،،،،

অর্থাৎ:-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ কে ভয় করো, আল্লাহ কে ভয় করো, আমার সাহাবাগণের ব্যাপারে, আমার পরে তাদের সমালোচনাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করোনা। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৮৬২,, মিশকাতুল মাসাবীহ , হাদীস নং ৬০১৪,, মুসনাদে আহমাদ খন্ড ২৭, পৃষ্ঠা নং ৩৫৮, হাদীস নং ১৮৮০৩)

عن ابى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابى لا تسبوا اصحابى فو الذى نفسى بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما أدرك مد احدكم ولا نصيفه

অনুবাদ:-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার সাহাবীগণ কে মন্দ বলবে না, আমার সাহাবীগণ কে মন্দ বলবে না, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ কোনো ব্যক্তি উহুদ পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণ ও (আল্লাহর পথে)ব্যয় করে দেয়, তাহলেও তাদের এক সের (কেজি) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আর না অর্ধেক সের (কেজি)

(সহি মুসলিম হাদীস নং ২৫৪০,, মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীস নং ৬০০৭)

عن عويم بن ساعدة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ان الله تبارك وتعالىٰ اختارنى و اختار بى اصحابا فجعل لى منهم وزراء وانصارا و اصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل

অর্থাৎ:-হযরত উআইম ইবনে সায়েদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ পাক আমাকে মনোনীত করেছেন এবং আমার সাহাবীগণ কেও আমার জন্য মনোনীত করেছেন। অতএব, তাদের মধ্য থেকে কাউকে আমার ওযীর (মন্ত্রী) কাউকে আমার সাহায্যকারী এবং আমার শ্বশুরালয়ের দিকের আত্নীয় করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের মন্দ বলে তার ওপর আল্লাহ পাক ও তার ফারিস্তার ও সকল মানুষের অভিশম্পত। কেয়ামতের দিবসে না তাদের কোন ফরজ (আমল) ক্ববুল হবে,আর না কোন নফল।

(আল মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাঈন খন্ড,৩ পৃষ্ঠা নং,৭৩২ হাদীস নং ৬৬৫৬)

عن عائشة رضى الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا تسبوا اصحابى لعن الله من سب اصحابى

অর্থাৎ:-হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা আমার সাহাবীদের কে মন্দ বলো না। যারা আমার সাহাবীগণ কে মন্দ বলে তাদের প্রতি আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ,খন্ড,১৬ পৃষ্ঠা,৫৭৭ হাদীস নং,১৬৩৮৬)

عن ابى سعيد قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب احدا من اصحابى فعليه لعنة الله

অনুবাদ:-হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো সাহাবী কে মন্দ বলবে, তার প্রতি আল্লাহ পাকের লানত বর্ষিত হোক।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ হাদীস নং ১৬৩৮৭)

সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কুবাক্য প্রয়োগকারীর ফিক্বহী হুকুম:

واما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق و مبتدع بالاجماع الا اذا اعتقد انه مباح او يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة او اعتقد كفر الصحابة فانه كافر بالاجماع

অর্থাৎ:-আর কেউ যদি কোনো সাহাবী কে গালি দেয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে ফাসিক ও বিদআতী। তবে কেউ যদি গালি দেওয়াকে বৈধ ও সওয়াবের কাজ মনে করে, যেমনটা কতক শিয়াদের বিশ্বাস অথবা সাহাবীরা কুফরী করেছেন

এমন বিশ্বাস রাখে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির। (মাজমুয়াতু রসায়েল খন্ড,১ পৃষ্ঠা নং,৩৬৭)

قال مالك بن انس :من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان فى قلبه عليهم غل فليس له حق فى فيئ المسلمين

অর্থাৎ:-মালিক ইবনে আনাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন,যে ব্যক্তি রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের মধ্য হতে কোন সাহাবীর মর্যাদাহানী করল,কিংবা তাদের সম্পর্কে অন্তরে হিংসা পোষণ করল, তাহলে মুসলমানদের সন্ধি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে তার কোন অধিকার নেই।

(হিলয়াতুল আউলিয়া খন্ড,৬ পৃষ্ঠা নং ৩২৭)

وما أحسن ما استنبط الامام مالك من هذه الاية الكريمة ان الرفضى الذى يسب الصحابة ليس له فى مال الفيئ نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به

অর্থাৎ:-ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতে কারিমা থেকে কতইনা সুন্দর মাসয়ালা উদঘাটন করেছেন যে, নিশ্চয়ই রাফেযী যে মহান সাহাবীগণ কে মন্দ বলে তার জন্য মালে ফাই, তথা সন্ধি সূত্রে প্রাপ্ত কোন অংশ নেই। কেননা মহান আল্লাহ পাক যে প্রশংসা করেছেন তা অস্বীকার করার কারনে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর কন্ড,১৩ পৃষ্ঠা নং,৪৯৩.৪৯৪)

وسب أصحاب النبى عليه السلام و تنقصهم او احد منهم من الكبائر المحرمة

অর্থাৎ:-নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণ কে গালমন্দ করা এবং তাদের সকলের মর্যাদাহীন করা কিংবা যে কোন একজন সাহাবীর ব্যাপারে এরূপ করা কবিরা গুনাহ এবং হারাম। (ইকমালুল মুয়াল্লিম বি ফাওয়ায়িদি মুসলিম, খন্ড,৭ পৃষ্ঠা নং ৫৮০)

শারহে আক্বাঈদ এর মধ্যে রয়েছে-

فسبهم والطعن فيهم ان كان مما يخالف الادلة القطعية فكفر كقذف عائيشة والا فبدعة وفسق

অর্থাৎ:-যদি এরূপ কোন কারণে সাহাবিদের গালাগাল করা হয় এবং ভর্ৎসনা করা হয়, যা অকাট্য দলীল বিরোধী তাহলে কুফরী হবে। যেমন- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে অপবাদ দেয়া। নতুবা তা বিদআত বা ফিসক (বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত) হবে। (শারহে আক্বাঈদ)

বাহারে শরীআত এর মধ্যে রয়েছে -

"কোন সাহাবী সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা, বদ মাযহাবী ও গোমরাহী ও জাহান্নামী হওয়ার লক্ষণ। কেননা, তা হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে শত্রুতা সমতুল্য। এ ধরনের লোককে রাফেযী বলা হয়। যদিওবা তারা চার খলিফাকে মান্য করে ও নিজেরা সুন্নী বলে দাবি করে। যেমন- হযরত আমীর মোয়াবিয়া ও তাঁর পিতা হযরত আবূ সুফিয়ান ও মাতা হযরত হিন্দা, অনুরুপ হযরত সাইয়্যিদুনা উমর বিন আস, হযরত মুগীরাহ বিন শোবা, হযরত আবূ মুসা আশয়ারী এমনকি হযরত ওহাশী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু যিনি ইসলাম কবুল করার আগে শহীদগণের সরদার হযরত সাইয়্যিদুনা হামযাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শহীদ করেছিলেন এবং ইসলাম কবুল করার পর কুখ্যাত মুসাইলামা কাজজাবকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন আমি সর্বোত্তম ও সর্বনিকৃষ্ট লোককে হত্যা করেছি। তাদের মধ্যে কারো শানে বেয়াদবী করা জঘন্য পাপ এবং রাফেযীর অন্তর্ভুক্ত। যদিওবা এদের শানে বেয়াদবী শায়খাইন (হযরত আবূ বকর সিদ্দিক ও হযরত উমর) রাদিয়াল্লাহু আনহুমার শানে বেয়াদবী করার মতো নয়। কেননা ,শায়খাইন (অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার শানে বেয়াদবী করা অথবা তাঁদের খেলাফত অস্বীকার করা ফক্বীহগণের মতে কুফরী। (বাহারে শরীআত, ২/ ২৫২-২৫৩, দাওয়াতে ইসলামী)

والله أعلم بالصواب

মহরম মাসের ফজিলত করণীয় ও বর্জনীয়

[নুর মুহাম্মদ, বীরভূম]

আরবি বর্ষের প্রথম মাস মহররম। এ মাসের অন্যতম একটি দিবস হলো আশুরা, যাকে আমরা বাংলাতে ১০ই মুহাররম বলি।

কুরআন শরীফে বর্ণিত চারটি মর্যাদার মাসের মধ্যে একটি অন্যতম মাস। এ চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহসহ সবরকম পাপাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কুরআন শরীফে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ(36)

অনুবাদ:-নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। এর মধ্যে বিশেষ রূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা, আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আত-তাওবাহ-৩৬)

আয়াতের ব্যাখ্যা:-তাফসীর বিশারদগণ বলেছেন, অত্যাচার বলতে এখানে যে কোনো ধরণের পাপাচার করাকে বুঝানো হয়েছে। তাই এ মাসে পাপাচার না করাই সেরা অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আমল।

এমনিতে অন্যান্য মাসে গুনাহের কাজ করা মুমিন মুসলমানের জন্য জঘন্য কাজ। আর সম্মানিত চার মাস জিলক্বদ, জিলহজ্ব, মহররম ও রজব মাসে পাপাচার করা দ্বিগুণ মারাত্মক অন্যায় ও সরাসরি মহান আল্লাহর নির্দেশের লঙ্ঘন।

নিম্নে এই মাসের করণীয় ও বর্জনীয় তুলে ধরা হলো-

করণীয় ও বর্জনীয়:-মাতম-মর্সিয়া পরিহার করা: ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে আশুরা নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি রয়েছে তার সঙ্গে আছে অনেক কুসংস্কার তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো মাতম মর্সিয়া গাওয়া।

মাতম মর্সিয়া মানে হলো:-নিজের দেহ কে আঘাত করা নিজের পোশাক আশাক ছিঁড়ে ফেলা । আর ইসলামে এটি নিষিদ্ধ ।

হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

অনুবাদ:-হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যারা শোকে গন্ডে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।

(সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১০৩)

যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে ঘোড়া নিয়ে প্রদর্শনী করা থেকে বিরত থাকা।

হায় হুসেন, হায় আলি ইত্যাদি বলে বিলাপ, মাতম কিংবা মর্সিয়া ও শোকগাঁথা প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বুকে পেটে পিঠে ছুরি মেরে রক্তাক্ত

করা থেকেও বিরত থাকা।

ফুল দিয়ে সাজানো এসব নকল তাযিয়া বা কবরের বাদ্যযন্ত্রের তালে প্রদর্শনী থেকে বিরত থাকা।

হজরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর নামে ছোট বাচ্চাদেরকে ভিক্ষুক বানিয়ে ভিক্ষা করানো। এটা করিয়ে মনে করা যে, ঐ বাচ্চা দীর্ঘায়ু হবে। এটাও মহররম বিষয়ক একটি কু-প্রথাও বটে।

আশুরায় শোক প্রকাশের জন্য নির্ধারিত কালো ও সবুজ রঙের বিশেষ পোশাক পরা থেকে বিরত থাকা।

এই দিনটাকে শোকের দিন মনে করা থেকে বিরত থাকা।

আশুরার রোজা রাখা:-এ মাসের বিশেষ ফজিলতপূর্ণ দিন হচ্ছে দশম দিন তথা আশুরা। আশুরার রোজা রাখা মুস্তাহাব আমল।

হাদীস শরীফে এসেছে:-ইবনে আব্বাস রায়িাল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আশুরার দিন (মহররমের দশম দিবস) রোজা রাখো এবং তাতে ইহুদিদের বিরুদ্ধাচরণ করো। আশুরার আগে এক দিন বা পরে এক দিন রোজা রাখো।'

(মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২১৫৪)

নফল রোজা রাখা:-এই মাসে নফল রোজা রাখা একটি অন্যতম আমল ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، -رضى الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

অনুবাদ:-হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযানের রোযার পর সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের রোজা এবং ফরয নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে রাতের নামায। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১১৬৩)

মুহাররম মাসে বিবাহ

মুহাররম মাসেও অন্যান্য মাসের মতো বিয়ে এবং এ ধরনের অন্যান্য বৈধ অনুষ্ঠান করতে কোনো সমস্যা নেই। প্রকৃতপক্ষে, দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে, কিছু লোক এই মাসে বিয়েকে অবৈধ বলে মনে করে এবং কেউ কেউ এমনও বলে যে এটি জায়েজ নয়, যদিও এই জাতীয় জিনিসগুলির সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই, কারণ ইসলামী শরীয়তে বিবাহ বছরের যে কোন সময় এবং যে কোন দিন করতে পারে বিয়ে করা নিষেধ নেই, তাই বিয়ে করা জায়েজ, এবং এর জন্য নিম্নোক্ত যুক্তি রয়েছে, (১) মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

অনুবাদ:-তোমাদের মধ্যে যারা ''আইয়িম'' (বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা মহিলা) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণভাবে (অর্থাৎ কোনো বাধা ছাড়াই) বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেননি যে, অমুক মাসে, অমুক দিনে বিয়ে কর এবং অমুক সময়ে নয়।

(আল নূর, আয়াত (৩২)

(২)অনুরূপভাবে মহানবীও বিনা বন্দিশালায় বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি (স্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

অনুবাদ:-"হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। কারণ তা (বিবাহ)

দৃষ্টিকে নিচু করে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত করে। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুন-নিকাহ, খণ্ড. ২, পৃ. ৭৫৮)

যখন মহান আল্লাহ, এবং তাঁর রাসূল, এবং কোন সাহাবী এই বিষয়ে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেননি, তারপর কিভাবে একটি নির্দিষ্ট মাস বা বিশেষ মাসে শরীয়তের নিরঙ্কুশ হুকুমের সাথে নিজের পক্ষ থেকে কেউ নিষেধাজ্ঞা যোগ করতে পারে?

শরীয়তের দ্বারা কোন বিষয়কে যখন মাহমুদ বলা হয়, তখন যেখানেই, যখনই এবং যাই হোক না কেন, একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা না আসা পর্যন্ত তা সর্বদাই মাহমুদ হবে।

(ফাতাওয়া রিজভিয়া, খণ্ড ২৬, পৃ. ৫২৮, রাজা ফাউন্ডেশন, লাহোর)

উল্লেখিত যুক্তিগুলো থেকে বোঝা গেল যে, বছরের কোনো মাস বা দিনে বিয়ে করা নিষেধ নেই, তবে কোনো মুসলমান যদি ওই মাসে বিয়েকে জায়েয মনে করে, কিন্তু লোকের কথা এড়াতে সে মাসে বিয়ে থেকে বিরত থাকে তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তবে শরিয়তের বিষয়টি মানুষকে জানাতে হবে।

বিঃ দ্রঃ- মুহাররম মাসের ১০ তারিখে ইমাম হোসাইন কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর স্মরণে বাড়িতে ফাতিহা করার চেষ্টা করবেন। ইনশাআল্লাহ হযরত ইমাম হুসাইন ও অন্যান্য শোহাদায়ে কারবালার ওসীলায় উপকার পাবেন।

ইন শা আল্লাহ এর সাওয়াব পাবেন।

মহরমের মেলা

মেলা লাগানো নাজায়েয ও গুনাহ। এতে অসংখ্য নাজায়েয ও হারাম কর্ম করা হয়। শরীআতে মহরমের মেলা বলতে কিছুই নেই। এসব বানোয়াট মেলা। সুতরাং মেলা যাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

মহরম মাসে বিবাহ

কতিপয় লোক মনে করে যে, মহরম মাসে বিবাহ করা নাজায়েয। এটা একেবারেই ভুল কথা। সব মাসেই বিবাহ করা জায়েয।

কোরআন ও হাদীসের আলোকে
আহলে বাইত

মাওলানা হেশামুদ্দিন মিসবাহী , মুর্শিদাবাদ

আহল শব্দটি অর্থ হলো পরিবার, স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি ও বাইত শব্দের অর্থ হলো বাড়ী, বাসস্থান ইত্যাদি। অতএব শব্দদুটির শাব্দিক অর্থ হবে বাড়ির লোকজন বা বাড়ির সদস্যগণ। উক্ত বিষয়টিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, প্রথমতঃ আহলে বাইত কারা অর্থাৎ আহলে বাইতের মধ্যে কাহারা অন্তর্ভূক্ত ও দ্বিতীয়তঃ কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিকোনায় আহলে বাইতের মর্যাদা ?

আহলে বাইত কারা বা আহলে বাইতের মধ্যে কাহারা অন্তর্ভূক্ত: মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

অর্থঃ হে নবীর পরিবারবর্গ অর্থাৎ আহলে বাইতরা! আল্লাহ্ তো এটাই চান যে তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরবীদ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন। (সূরা : আল-আহযাব, আয়াত নং- ৩৩)

উক্ত আয়াতে আহলে বাইতের মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে তাফসিরকারক ও ইসলামিক গবেষকদের মধ্যে তুমুল মতভেদ ও মতানৈক্য রয়েছে ?

অধিকাংশ মুফাসসীর তথা তফসীর কারকগন বলেনঃ উক্ত আয়াতটি পাক পাঞ্জাতন অর্থাৎ নাবীয়ে কারিম ﷺ, হযরত হাসান , হযরত হুসাইন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে । কেননা উক্ত আয়াতে সম্বন্ধ সূচক বাক্য ব্যবহার করার পর (كم) কুম পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার হয়েছে যা দ্বারা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

কিছু মুফাসসিরীন বলেনঃ উক্ত আয়াতটি হুজুর ﷺ -এর পবিত্র স্ত্রীগণ দের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তার পরক্ষণেই

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

অর্থঃ আর স্মরণ করো, যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয়, আল্লাহ্'র আয়াতসমূহ ও হিকমত। আয়াতটি অবতীর্ণ হয় যা দ্বারা হুজুর ﷺ-এর স্ত্রীগন কেই বোঝানো হয়েছে।

আর তাছাড়াও উক্ত আয়াতটির পূর্বের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে এখানে আহলে বাইত দ্বারা নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ কেই বোঝানো হয়েছে, কেননা সেখানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তাঁদেরকে সম্মোধন করে বলেনঃ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

অর্থঃ হে নাবীর স্ত্রীগণ তোমরা অন্য মহিলাদের মতো নও

উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জগত বিখ্যাত ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইবনে জারীর তবারী রাহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি নিজ সূত্র হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে একদা নাবীয়ে কারিম ﷺ কালো রঙের একটি কম্বল আবৃতাবস্থায় হুজরা মোবারক থেকে বের হলেন তারপর তিনি হযরত হাসান ও হুসাইন, হযরত ফাতেমা এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে সেই কম্বলের মধ্যে নিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করলেনঃ

اللهم هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي

হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আরজ করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন, নাবীয়ে কারীম ﷺ ইরশাদ

করেনঃ إِنَّكِ مِنْ أَهْلِي অর্থাৎ তুমি তো আমার স্ত্রী?

ব্যাখ্যাঃ -উক্ত হাদীস দ্বারা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে কম্বলের মধ্যে হুযুর ﷺ তার স্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত না করার মূল কারণই হলো যে তিনি আহলে বায়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবং এটাও প্রমাণিত হয় যে নাবীর স্ত্রীগণের সঙ্গে সঙ্গে অহলে বাইতের মধ্যে প্রিয় নাবীর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয়-স্বজনও অন্তর্ভুক্ত।

আবার কেউ কেউ বলেনঃ উক্ত আয়াতটি মহান নেতা,পবিত্রতা,ভবিষ্যৎ বক্তা হুযুর ﷺ-এর উদ্দেশ্য অবতীর্ণ হয়েছে ।

আবার কিছু মুফাসসীরগন বলেনঃ উক্ত আয়াতটিতে আহলে বাইত থেকে হুজুর ﷺ-এর সম্মানিত স্ত্রীগণের সঙ্গে ঐ সমস্ত বংশধর, পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনদেরকে বোঝানো হয়েছে যাদের জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম । উক্ত মতটিই আল্লামা ইবনে কাসীর সহ একাধিক ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ গ্রহণ করেছেন ।

মোট কথা উক্ত আয়াতটির ভিত্তিতে যে সমস্ত বর্ণনা মুফাসসিরীনে কেরাম করেছেন ও মুহাদ্দিসীনগন উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তা একত্রিত করলে বোঝা যায় যে রাসূল ﷺ এর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ, পাক পাঞ্জাতন অর্থাৎ নাবীয়ে কারীম ﷺ হযরত হাসান, হুসাইন হযরত ফাতেমা ও আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম, হুযুর ﷺ-এর সেই সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গগণ যাঁদের জন্য সদকা গ্রহন হারাম ।

কোরআনের আলোকে আহলে বাইতঃ

মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

অর্থ:-হে নবীর পরিবারবর্গ অর্থাৎ আহলে বাইতরা আল্লাহ তো এটাই চান যে তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরবীদ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন। (সূরা : আল-আহযাব, আয়াত নং- ৩৩)

উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা তাবারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীরে তাবারীর মধ্যে বলেনঃ

يقول :إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد، ويطهركم من الدنس الذى يكون فى أهل معاصى الله تطهيرا.

অর্থ:-হে রসূলের পরিবারবর্গ! আল্লাহ কেবল তোমাদের থেকে মন্দতা ও অনৈতিকতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সেই অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করতে চান যা আল্লাহর অবাধ্যতাকারীদের মধ্যে রয়েছে ।

অপর এক আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

অর্থ:-হে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু! 'আমি এর (এ রিসালাতের প্রচারের) বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, (আমার) নিকটাত্মীয়ের (এবং আল্লাহ্র নৈকট্যের) প্রতি ভালোবাসা ব্যতীত।

(সূরা: আশ-শূরা, আয়াত নং- ২৩)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম মহিউস সুন্নাহ মুহাম্মাদ আল-হাসান বাগাবী আলাইহির রাহমা তাফসীরে বাগাবীর মধ্যে বলেন যে ক্বুরবা শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে আহলে বায়াত গনদের যা হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট।

হাদীসের আলোকে আহলে বাইত :

প্রথম হাদীসঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابَ اللَّهِ، وَأَهْلَ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

অর্থ:-প্রখ্যাত সাহাবীয়ে রাসূল হযরত যায়েদ বিন আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেনঃ আমি তোমাদের মাঝে দুটি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি: কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বাণী এবং আমার পরিবারবর্গ, এ দু'টি কখনও আলাদা হবে না কাওসার নামক ঝর্ণায় আমার সঙ্গে একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত।

(আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং- ৪৭৬৫)

উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইমাম হাকিম নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে এ হাদিসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ, যদিওবা তাঁরা আপন কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন নি।

দ্বিতীয় হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا إِنَّ عَيْبَتِيَ الَّتِي آوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ كَرِشِيَ الأنصارُ فاعفوا عَن مسيئهم واقبلوا من مُحْسِنِهِمْ. قال أبو عيسى الترمذى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

অর্থ:-আবূ সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাবধান! আমার বিশেষ আস্থাভাজন, যাঁদের ওপর আমি নির্ভর করে থাকি, তাঁরা হলেন আমার আহলে বাইত। ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন আনসারগণ। অতএব তাঁদের অন্যায়কে তোমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে এবং তাঁদের ভালো কাজকে সাদরে গ্রহণ করবে।

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং- ৬২৪৯ , ইঃফাঃ)

উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ হাদীসটি হাসান ।

তৃতীয় হাদীসঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

অর্থ:-প্রখ্যাত সাহাবীয়ে রাসূল হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে মহাব্বত করো। কেননা তিনি তোমাদেরকে তার নিয়ামাতরাজি খাবার খাওয়াচ্ছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে তোমরা আমাকেও মহব্বত এবং আমার মহব্বতে আমার আহলে বাইতকেও মহব্বত কর।

(জামে আত তিরমিজী , হাদীস নং - ৩৭৮৯)

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ উক্ত হাদীসটি হাসান গরীব।

উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে যদি আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সঙ্গে মহাব্বাত করা বা ভালোবাসার দাবিদার হই, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের উপর আহলে বাইতের সঙ্গে মোহাব্বত করাও অপরিহার্য হয়ে যাবে। নচেৎ আমাদের ঈমান কখনোই পরিপূর্ণ হবে না। যার বিশ্লেষণ নিম্নের হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায়।

চতুর্থ হাদীসঃ

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ وَاللَّهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي "

অর্থ:-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কুরায়শ গোত্রের লোকেদের সমাবেশে তাদের পারস্পরিক আলোচনাকালে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা তাদের আলোচনা বন্ধ করে দিত। আমরা বিষয়টি প্রিয় নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেনঃ লোকেদের কী হল যে, তাদের পারস্পরিক আলোচনাকালে আমার আহলে বাইতের কোন লোককে দেখলে তারা তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়? আল্লাহ্র শপথ! কোন ব্যাক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার সাথে তাদের আত্মীয় সম্পর্কের কারণে তাদেরকে ভালোবাসবে।

(সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং- ১৪০ ইঃফাঃ)

সুবহানাল্লাহ্! উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা সুস্পষ্টভাবে

বোঝা যায় যে সেই ব্যক্তির অন্তরে ঈমানই প্রবেশ করবে না যে আহলে বাইতে আতহারের সঙ্গে প্রেম, প্রীতি, মহাব্বাত বা ভালোবাসা না রাখবে।

পঞ্চম হাদীসঃ

عَن ابِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

অর্থঃ আবূ হুমাইদ সা'ঈদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন এভাবে পড়বে,

আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া' আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি কামা সাল্লাইতা' আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিউওয়া ' আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি কামা বা-রাক্তা 'আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)

হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত অবতীর্ণ করুন, যেরূপ আপনি রহমত অবতীর্ণ করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের উপর। (হে আল্লাহ্!) আপনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

(বুখারী ও মুসলিম)

ষষ্ঠ হাদীসঃ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي".

অর্থ:-মা আয়িশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ছয় ধরণের ব্যক্তি অভিশপ্ত, যাদের প্রতি আল্লাহ আ'আলা অভিশাপ অর্পণ করেন এবং প্রত্যেক নবী অভিশাপ অর্পণ করেছেনঃ

আল্লাহর কিতাবে সংযোজনকারী, শক্তি বলের দ্বারা ক্ষমতা দখলকারী যে ক্ষমতার বলে সে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অপদস্থ করেছেন তাকে সম্মানিত করে এবং আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে অপদস্থ করে, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তসমূহকে হালাল জ্ঞানকারী, আমার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন তাদেরকে হালাল জ্ঞানকারী, এবং আমার সুন্নত পরিত্যাগকারী। (সুনানে তিরমিযী হাদীস নং- ২১৫৭ ইঃফাঃ)

ঈলমে গায়েব প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাব

মওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী, বীরভূম

প্রিয় পাঠক আমি পূর্বের মাজমুনে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এটা প্রমাণ করেছি যে ,নবী ও রসূলগণ আল্লাহ প্রদত্ত ঈলমে গায়েবের সংবাদদাতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই সত্য যে, বর্তমানে কিছু দলের আবির্ভাব ঘটেছে যাদেরকে শতাধিক দলীল দেওয়ার পরেও আপত্তি করতেই থাকে। তাই আমি অধম ইচ্ছা করলাম যে, তাদের কিছু আপত্তি তুলে ধরে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে আমাদের যুবসাধারণের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং তাদের ঈমান তাজা হয়।

আপত্তি নম্বর-১

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন

وَعِنْدَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ

অনুবাদ-এবং তারই নিকট রয়েছে গায়েবের ভান্ডারের চাবিসমূহ সেগুলো একমাত্র তিনিই জানেন। এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানেনা।

(সুরা আনয়াম আয়াত নম্বর ৫৯)

জবাব:-যদি এই আয়াতের ভিত্তিতে এই আক্বীদা পোষণ করা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানেনা তাহলে ঐ সমস্ত আয়াত দ্বারা কি উদ্দেশ্য হবে যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে নবী ও রসূলগণ গায়েব জানেন। নিম্নে কিছু আয়াত তুলে ধরা হচ্ছে

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ

অনুবাদ-এবং আল্লাহর এ শান নয় হে সর্বসাধারণ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তার রাসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান।

(সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর ১৭৯)

অপর এক জায়গায় আল্লাহ ঘোষণা করেন

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

অনুবাদ-অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না- আপন মনোনীত রসূলগণ ব্যতীত।

(সূরা জ্বীন আয়াত নম্বর ২৬ ও ২৭)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ

অনুবাদ-এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন।

(সূরা তাকবীর আয়াত নম্বর ২৪)

এখন আপত্তিকারীদের নিকট প্রশ্ন ছুড়ে দিবো যে, আপনারা কি কুরআনের সমস্ত আয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করেছেন না ইহুদীদের মতো কিছু আয়াতকে মানেন আর কিছু আয়াতকে অস্বীকার করেন? আমরা প্রকৃত মোমিনের মত সমস্ত আয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি সেই জন্য যে সমস্ত আয়াত থেকে এটা বোঝা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানেনা ওই সমস্ত আয়াত গুলোকে গায়েবে যাতি অর্থাৎ সত্তাগত গায়েবের উপর অর্পিত করি আর যে সমস্ত আয়াত থেকে এটা বোঝা যায় যে, নবী ও রসূলগণও গায়েব জানেন সেগুলোকে প্রদত্তগত গায়েবের উপর অর্পিত করি।

আপত্তি নম্বর-২

أَنَّ النبيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينَةِ وهو جُنُبٌ، فانْخَنَسْتُ منه، فَذَهَبَ فاغْتَسَلَ ثُمَّ جاءَ، فَقالَ: أيْنَ كُنْتَ يا أبا هُرَيْرَةَ قالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أنْ أُجالِسَكَ وأنا على غيرِ طَهارَةٍ، فَقالَ: سُبْحانَ اللَّهِ، إنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ.

অনুবাদ-হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ তাঁর সাথে মদ্বীনার কোন এক পথে নবী (স্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেখা হলো। আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু) তখন জানাবাত অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে অপবিত্র মনে করে সরে পড়লাম। পরে আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু) গোসল করে এলেন। পুনরায় সাক্ষাত হলে আল্লাহর রাসূল (স্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ ওহে আবূ হুরাইরা! কোথায় ছিলে? আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বললেনঃ আমি জানাবাতের অবস্থায় আপনার সঙ্গে বসা সমীচীন মনে করিনি। তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ্! মু'মিন অপবিত্র হয় না।

এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী মুস্তফা গায়েব জানতেন না যদি উনি অদৃশ্যের সংবাদদাতা হতেন তো কখনও হযরত আবূ হুরায়রা কে জিজ্ঞাসা করতেন না যে তুমি কোথায় ছিলে?

জবাব-আপত্তি থেকে আপত্তিকারীর মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে কেননা জিজ্ঞাসা করা কখনো না জানার দলীল হয়না ।যদি তাই হয় তাহলে আপত্তিকারী কি এটা বলার সাহসিকতা করবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালাও গায়েব জানেন না। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালাও জিজ্ঞাসা করেছেন যেমন নিম্নে উল্লেখ করা হলো

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ

অনুবাদ-এবং হে মূসা! তোমার ডান হাতে এটা কি? (সূরা ত্বহা আয়াত নং:-১৭)

একটি কথা সবসময় মনে রাখবেন নবী মুস্তফার জিজ্ঞাসার পিছনে কিছু হিকমত নিহীত থাকে সেটি বোঝা যার তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই হাদীসটিতে নবী মুস্তফা যদি হযরত আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞাসা না করতেন তাহলে আমরা শরীয়তের এই বিধান টি সম্পর্কে অবগত হতে পারতাম না যে, একজন মোমিন বাহ্যিক ভাবে নাপাক হয়না।

আপত্তি নম্বর-৩

বুখারী শরীফের মধ্যে এসেছে হযরত মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন

وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ

অনুবাদ-আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন, সে মিথ্যা বলল

(বুখারী শরীফ হাদীস নং ৭৩৮০)

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার আক্বীদা এটাই ছিল যে, নবী মুস্তফা গায়েব জানতেন না

জবাব-যদি এই হাদীসের ভিত্তিতে এটা বলা হয় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকার আক্বীদা এটা ছিল যে নবী গায়েব জানতেন না তাহলে কি আপত্তিকারীরা এটাও বলার সাহসিকতা করবে যে মা আয়েশা একাধিক আয়াতের অস্বীকারকারী ছিলেন? কেননা প্রথম আপত্তির জবাবে আমি একাধিক আয়াত তুলে ধরেছি যেগুলো থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে নবী ও রসূলগণ গায়েব জানেন।

দ্বিতীয়ত মা আয়েশা সিদ্দীকা নিজেই এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে নবী মুস্তফা গায়েব জানতেন। তাই আপত্তিকারীদের বলবো শিরকী বেদাতী চশমা খুলে ঈমানী চশমা পরিধান করে হাদীস গুলো দেখুন আর হিম্মত থাকলে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করুন। নিম্নে হাদীস উল্লেখ করা হলো

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ

অনুবাদ-হযরত আয়েশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, কোন নবী সহধর্মিনী নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আমাদের মধ্য হতে সবার পূর্বে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা। তাঁরা

একটি বাঁশের কাঠির মাধ্যমে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। হযরত সওদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার) হাত সকলের হাতের চেয়ে লম্বা বলে প্রমাণিত হল। পরে [সবার আগে হযরত যায়নাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর মৃত্যু হলে] আমরা বুঝলাম হাতের দীর্ঘতার অর্থ দানশীলতা। তিনি [হযরত যায়নাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)] আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন।

(বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৪২০)

আরেকটি হাদীস লক্ষ্য করুন যেটিও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত

فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ

অনুবাদ-তিনি (হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)বললেন, নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জানালেন যে, তিনি এ রোগে মারা যাবেন, এতে আমি ক্রন্দন করি। অতঃপর তিনি চুপেচুপে বললেন, আমি তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, তখন আমি হাঁসি (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৭১৬)

এখন আমি আপত্তিকারীদের নিকট প্রশ্ন ছুড়ে দিবো যে এই দুটি হাদীস থেকে নবীর ঈলমে গায়েব প্রমাণিত হয়না?

এবার যদি আপত্তিকারীরা বলে যে আমাদের উল্লেখ করা হাদীসের তাহলে ব্যাখ্যা কি হবে যেখানে মা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন যে বলবে নবী গায়েব জানেন সে মিথ্যা বললো? তো উত্তরে বলবো যে ওটা দ্বারা মা আয়েশা সিদ্দীকা সত্তাগত গায়েব কে উদ্দেশ্য নিয়েছেন অর্থাৎ যে বলবে যে নবী মুস্তফা আল্লার জানিয়ে না দেওয়াতে গায়েব জানেন সে মিথ্যা বললো। এই ব্যাখ্যা না করলে মা আয়েশা সিদ্দীকার উপর বিভিন্ন আপত্তি আসবে যেটির জবাব কোন মায়ের সন্তান দিতে পারবেনা।

আপত্তি নম্বর-৪

নবী মুস্তফা গায়েবের সংবাদদাতা হলে বিষ মিশ্রিত মাংস খেতেন না যেটি উনাকে এক ইহুদী মহিলা খায়বারের যুদ্ধের সময় দিয়েছিলেন।

জবাব-যে হাদীসে বিষ মিশ্রিত মাংস খাওয়ার ঘটনা উল্লেখিত আছে পুরো হাদীস পাঠ করার পর কোন মোমিন কোনদিন নবীর ঈলমে গায়েবের উপর আপত্তি করতে পারেনা কেননা নবী মুস্তফা যখন ওই ইহুদী মহিলা কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তুমি এই মাংসে বিষ কেন মিশ্রিত করেছ তো ওই মহিলা টি উত্তরে বলেছিল

وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ.

যদি আপনি সত্যিকারের নবী হয়ে থাকেন তো এটি আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা তো নবী মুস্তফা বিষ মিশ্রিত মাংস খেয়ে নিজের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন।

আপত্তি নম্বর-৫

মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হার হারিয়ে গিয়েছিল এবং সেটি একটি উঁটের নিচে ছিল কিন্তু নবী বলতে পারেনি যদি নবী গায়েব জানতেন তো বলেননি কেন?

জবাব-এই আপত্তি থেকে আপত্তিকারীর অজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে কেননা না বলা না জানার দলীল নয়। আল্লাহ তায়ালাও তো অনেক সময় সেই প্রসঙ্গে কিছু বলেননি তাহলে কি আপত্তিকারী বলবে যে আল্লাহ তায়ালাও জানতেন না যে হারটি কোথায় ছিল?

কিছু কিছু জিনিস না বলার পিছনে কিছু হিকমত নিহীত থাকে এটিও তারই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কেননা যখন নবী মুস্তফা বলতে দেরী করলেন তো এমন সময় নামাজের সময় ঘনিয়ে এসেছিল তো সাহাবায়ে কেরাম রা পানি খুঁজে পাচ্ছিলেন না তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছিল। (বুখারী শরীফ কিতাবুত তাফসীর সুরা নিসা)

প্রিয় পাঠক চিন্তা করুন যদি নবী সঙ্গে সঙ্গে হারের কথাটি বলে দিতেন তো আমরা তায়াম্মুমের বিধান থেকে বঞ্চিত থাকতাম কি না? মা আয়েশা সিদ্দীকার একটি হার হারিয়ে যাওয়ার

কারণে কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদীরা তায়াম্মুম এর মত বিধান পেল এবং মা আয়েশা সিদ্দীকার মর্যাদাও চিনে গেল।

আপত্তি নম্বর-৬

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপর ব্যভিচারের অপবাদ লাগানো হয়েছিল তখন নবী মুস্তফা নীরব এবং চিন্তিত ছিলেন যদি নবী গায়েব জানতেন তো নীরব ও চিন্তিত হওয়ার কি দরকার ছিল? এবং নিজ স্ত্রীর পবিত্রতা সম্পর্কে কিছু বলেননি কেন?

জবাব-পূর্বেই বলেছি না বলা না জানার দলীল নয় যদি তাই হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তো অনেকদিন পর্যন্ত কিছু বলেননি তাহলে কি আল্লাহ তায়ালাও জানতেন না?
যে জবাব তোমাদের সেই জবাব আমাদের।

দ্বিতীয়ত ওই হাদীসেই নবী বলেছেন

مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا

অনুবাদ-আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে ভালো ব্যতীত মন্দ কিছুই জানি না।

এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে মা আয়েশা সিদ্দীকা প্রসঙ্গে নবী কখনোই খারাপ ধারণা পোষণ করেন নি, আর করবেনই বা কিভাবে কেননা খারাপ ধারণা পোষণ করা গুনাহের কাজ আর নবীগণ গুনাহ থেকে পবিত্র হন।

থাকলো এই প্রশ্ন যে তাহলে নবী মুস্তফা পবিত্রতার কথা ঘোষণা কেন করেননি তো এর উত্তরে আমরা বলবো যে নবী যদি বলেও দিতেন যে আমার স্ত্রী এমন কাজ করেনি তোমরা মিথ্যা অপবাদ লাগাচ্ছ তখন মুনাফিকরা বলার সুযোগ পেত যে দেখো নিজের স্ত্রী বলে এইরকম কথা বলে বাঁচাবার চেষ্টা করছে তাই নবী আমার নীরব ছিলেন এবং আয়াত নাযিল হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। আল্লার প্রতি নবী মুস্তফার পুরো আস্থা ও বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন কেননা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর মিথ্যা অপবাদ লাগানো হয়েছিল তখন দুগ্ধ পানকারী একজন বাচ্চা দ্বারা আল্লাহ অপবাদ কে দুর করেছিলেন তেমনই হযরত মারিয়ামের উপর অপবাদ লাগানো হয়েছিল তখনও একজন দুগ্ধ পানকারী দ্বারা অপবাদ দুর করা হয়েছিল। আল্লার প্রতি নবীর এই আস্থা বিফলে যায়নি আল্লাহ হযরত আয়েশা সিদ্দীকার উপর লাগানো মিথ্যা অপবাদের জবাবে আয়াত নাযিল করে দিয়েছিলেন এখান থেকে মা আয়েশা সিদ্দীকার মান মর্যাদাও বোঝা যায়।

নবী যদি জানতেন উনার স্ত্রী পবিত্র তো চিন্তিত কেন ছিলেন?

এটার উত্তরে আমরা বলবো যে সম্মানীয় ব্যক্তির উপরে যখন অপবাদ লাগানো হয় তো তিনারা চিন্তিত এই কারণে হয়ে যান যে, যে কাজ আমি করিনি আজকে মানুষের মাঝে সেটির প্রচার করা হচ্ছে অর্থাৎ নিজে জানছে যে আমি এই দোষ করিনি তবুও মানুষ ভুল কথা ছড়িয়ে দিচ্ছে।সেই জন্য চিন্তিত ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী যে, আমার স্ত্রী যে কাজ করেনি সেই কাজের প্রচার করছে মুনাফিকরা

মহরমের ঢোল

শরীআতে ঢোল বাজনা হারাম। বিশেষ করে মহরমে ঢোল বাজালে আহলে বায়তের সম্মানার্থে চরম পর্যায়ের বেয়াদবী হয়। সুতরাং এই ভুল কাজ থেকে সাবধান! কেউ আপনার বাড়িতে ঢোল বাজাতে আসলে ভালো ভাবে বুঝিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিন।

প্রশ্নোত্তর আকারে নামাজের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল

মহঃ হাশিমুদ্দিন মিসবাহী

বর্তমান সমাজে বহু মানুষ ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে অবগত নেই, তন্মধ্যে একটি বিষয় হলো নামাজ। অধিকাংশ মানুষ নামাজকে অবহেলার মধ্যে কাটিয়ে দেয় এবং নামাজের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও নামাজকে নিয়ে অলসতা করে।

তাই আমি অধম মাসায়েলের বহু গ্রন্থ থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় মাসআলা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার প্রয়াস করেছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বোঝার ও তার প্রতি আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক পথের পথিক হওয়ার তৌফিক দান করুন আমীন।

(১)প্রশ্নঃ-ফরজ নামাজের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাতে সুরা ফাতেহার পর যদি সূরা মিলিয়ে দেয়, ভুলবশত হোক কিংবা ইচ্ছাকৃত সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি হবে না?

উত্তরঃ- ফরজ নামাজের তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকাতে যদি সুরা ফাতেহার পর ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলবশত কোন সূরা মিলিয়ে দেয়, তাহলে তার জন্য সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম সাহেবকে ওই দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে কোন সূরা মিলানো উচিত নয়।

(বাহারে শরীয়ত, প্রথম খন্ড, ৭১১)

(২)প্রশ্নঃ-নামাজের মধ্যে চুলকানোর বিধান কি?

উত্তরঃ-নামাজের মধ্যে এক রুকুনে তিনবার যদি চুলকানো হয় তাহলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তিনবার বলতে এইভাবে যে কোন জায়গায় তিনবার হাত লাগিয়ে চুলকিয়ে ৩ বার সরিয়ে নেওয়া। কিন্তু যদি কোন জায়গায় হাত রেখে কিছুক্ষণ ধরে চুলকায়, তাহলে সেটিকে একবারই চুলকানোর মধ্যে গণ্য করা হবে, তাতে নামাজ ভঙ্গ হবে না। নামাজ ভঙ্গ তখনই হবে যখন তিনবার হাত রেখে তিনবার সরিয়ে নিবে। (বাহারে শরীয়ত প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নম্বর- ৬১৪)

(৩)প্রশ্নঃ-ইমাম সাহেবের প্রথম বৈঠকে "তাশাহহুদ" অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময়ের পরিমাণ থেকে দেরি হওয়ার কারণে যদি মুক্তাদী এই ভেবে লোকমা দেয় যে ইমাম সাহেব মনে হয় আত্তাহিয়্যাতু পড়ে দরুদ শরীফ বা দোয়ায়ে মাসুরা পড়তে লেগেছে এবং সেই লোকমা ইমাম সাহেব গ্রহণ করে নেয় তাহলে কি তাদের নামায হবে না ভঙ্গ হয়ে যাবে ?

উত্তরঃ-উপরোক্ত জিজ্ঞাসা করা মাসআলাতে কারো নামাজ হবে না, সকলের নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তার কারণ হচ্ছে এই, যে লোকমার আসলতা হচ্ছে কথা বলা, এবং নামাজের মধ্যে কথা বললে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু নিজের নামাজকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য লোকমা দেওয়াকে জরুরত বা দরকার অনুযায়ী জায়েজ করা হয়েছে। সেই জন্যই জরুরত বা দরকারি জায়গায় লোক্বমা দিলে তার নামাজ সঠিক হবে নচেৎ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

উপরোক্ত জিজ্ঞাসা করা মাসআলাতে জরুরাত বা দরকার সাব্যস্ত হয় না সেই কারণে তাদের নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা ইমাম সাহেবের ব্যাপারে মুক্তাদির ধারণা ভুল হতে পারে, হতে পারে ইমাম সাহেব " আত্তাহিয়্যাতু " ধীরে ধীরে পাঠ করছে, যার কারণে বিলম্ব হচ্ছে, এখনো তার "আত্তাহিয়্যাতু" সমাপ্ত হয়নি। তাহলে তো এইটা লোকমা দেওয়ার স্থানই নয়

সুতরাং এই অবস্থায় এই জায়গায় লোকমা দিলে তার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করার কারণে ইমাম সাহেবেরও নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

এবং এটাও হতে পারে যে ইমাম সাহেব "আত্তাহিয়্যাতু" পরিসমাপ্ত করে দরুদ শরীফ বা দোয়ায়ে মাসুরা পড়তে লেগেছে। সেটাও কখনোই লোকমা দেওয়ার স্থান নয়। কেননা যা হওয়ার ছিল সেটা তো হয়েই গেছে অর্থাৎ ওয়াজিব ত্যাগ হয়ে গেছে। এবার লোকমা দিলে কোন উপকার হবে না কেননা তার উপরে সাজদায়ে সাহু দেরি হওয়ার কারণে তো ওয়াজিব হয়েই গেছে। এই অবস্থাতেও লোকমা দেওয়ার জরুরাত বা দরকার সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং ইমাম সাহেবের সালাম ফেরানো পর্যন্ত মুক্তাদী গণেদের অপেক্ষা করার দরকার ছিল। যদি ইমাম সাহেব সালাম ফিরানো আরম্ভ করে দিত তখন মুক্তাদী লোকমা দিত। কেননা এইখানে যদি লোকমা না দেয় তাহলে নামাজটা ভঙ্গ হয়ে যাবে। নামাজকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এই জায়গায় লোকমা দেওয়া জায়েজ রয়েছে। সুতরাং ইমাম সাহেবের সালাম ফেরানো পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, দেরি হয়ে যাওয়ার ধারণা করে লোকমা দিলে তার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এবং নামাজের বাইরের ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করার কারণে ইমাম সাহেবের নামাজও ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, তৃতীয় খন্ড,পৃষ্ঠা-৪০৪)

(৪)প্রশ্ন:-নফল নামাজ জামাতের সহিত পড়া কি?

উত্তর:-ইমাম সাহেব ব্যতীত চারজনের কম অর্থাৎ ৩ কিংবা ২ জন মুক্তাদীসহ জামাতের সহিত নফল নামাজ পড়াতে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু তারাবীহ, সূর্যগ্রহণ এবং বৃষ্টি চাওয়ার জন্য যে নফল নামাজ পড়া হয় এই তিন প্রকারের নামাজ ব্যতীত যে কোন নফল নামাজ চারজন কিংবা চারজনের অধিক মুক্তাদিসহ জামাতের সহিত পড়া মাকরূহ তানজিহি।

(ফতোয়া রাযাবিইয়া, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৩০)

(৫)প্রশ্ন:-ইমাম সাহেব প্রথম বৈঠকে না বসে, ভুল করে যদি দাঁড়িয়ে যায় এবং মুক্তাদী লোকমা দিয়ে দেয়, তাহলে তার বিধান কি ?

উত্তর:-যদি ইমাম সাহেবের পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যাওয়ার আগেই মুক্তাদী লোকমা দেয় এবং ইমাম সাহেব নিয়ে নেয় তাহলে সকলের নামাজ হয়ে যাবে।তার ওপর সাজদা সাহুও ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি ইমাম সাহেবের পুরোপুরি সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর মুক্তাদী লোকমা দেয় তাহলে মুক্তাদীর নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এবং ইমাম সাহেব যদি তার লোকমান নিয়ে নেয়, তাহলে ইমাম সাহেব এবং সকল মুক্তাদীর নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে যদি ইমাম সাহেবের পুরোপুরি সোজা দাঁড়ানোর আগেই মুক্তাদি লোকমা দেয়, কিন্তু ইমাম সাহেব সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে ঘুরে আসে অর্থাৎ বৈঠক করে, তাহলে নামাজ তো হয়ে যাবে। কিন্তু বিধানের খেলাফ হওয়ার কারণে নামাজটি মাকরুহ হবে, এই জন্যই যে ইমাম সাহেবের সিধা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর প্রথম বৈঠকের জন্য ঘুরে আসা জায়েজ নয় সুতরাং সেই নামাজ টি দ্বিতীয়বার পড়তে হবে ।

(ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১৪)

(৬)প্রশ্ন:-ইমাম সাহেব নামাজ পড়াচ্ছেন এক কাতার বা দুই কাতার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবার যদি কোন ব্যক্তি আসে তাহলে কিভাবে দাঁড়াবে বা তার করণীয় কি?

উত্তর:-উপরোক্ত জিজ্ঞাসা করার মাসআলাতে কাতার পরিপূর্ণ হওয়ার পরে আগত ব্যক্তি পিছনের কাতারে একাকী নামাজ আরম্ভ করবে না অথবা সামনের কাতার থেকেও কাউকে টেনে নিবে না বরং সে অপেক্ষা করবে, যদি কেউ চলে আসে তাহলে তার সঙ্গে পিছনের কাতারে দাঁড়াবে। কিন্তু যদি কেউ না আসে এমনকি ইমাম সাহেব রুকুতে চলে যায় তাহলে সে ব্যক্তি সামনের কাতার থেকে কোন একজনকে টেনে নেবে যদি তাদের মধ্যে কেউ এই মসলার ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে। কিন্তু যদি সামনের কাতারে এই মাসআলার ব্যাপারে জ্ঞাত কোন ব্যক্তি না

থাকে তাহলে সে সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে নেবে না বরং সে একাকী পেছনের কাতারে নামাজ আরম্ভ করবে। কেননা যদি এই মাসআলার ব্যাপারে অবগত না থাকা ব্যক্তিকে পিছন দিকে টানা হয় তাহলে হতে পারে সে নিজের নামাজ নষ্ট করে ফেলবে, কিংবা রেগে গিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিবে, এই জন্য এই অবস্থায় একাকী নামাজ আরম্ভ করলে কোন অসুবিধা নেই। এমনকি যদি সামনের কাতারে কেউ মাসআলার ব্যাপারে অবগত থাকে তা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি পিছনের কাতারে একাকী নামাজ পড়ে তাহলেও নামাজ হয়ে যাবে।

ফাতাওয়া শামির মধ্যে আছেঃ

وان وجد فی الصف فرجة سدها والا انتظر حتی یجیء آخر فیقفان خلفه وان لم یجد حتی رکع الامام یختار اعلم الناس بهذا المسالة فیجذبه ویقفان خلفه ولو لم یجد عالما یقف خلف الصف بحذاء الامام للضرورة ولو وقف منفردا بغیر عذر تصح صلاته عندنا.

অনুবাদঃ-এবং যদি কাতারের মধ্যে খালি জায়গা পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে পূরণ করে দিতে হবে নতুবা কোন একজন ব্যক্তি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি কেউ চলে আসে তাহলে তার সঙ্গে পিছন কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ না আসে এমনকি ইমাম সাহেব রুকুতে চলে যায়। তাহলে এই মাসআলার ব্যাপারে অবগত ব্যক্তিকে সামনে থেকে টেনে পিছন কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু যদি সামনের কাতারে এই মাসআলার ব্যাপারে অবগত কোন ব্যক্তি না থাকে তাহলে সামনে কাতার থেকে কাউকে টানা যাবে না বরং নিজেই একাকী পিছন কাতারে ইমাম সাহেবের সোজাসুজি দাঁড়িয়ে যাবে, জরুরত অনুযায়ী। এবং যদি বিনা কোন কারনে অর্থাৎ সামনের কাতারে এই মাসআলার ব্যাপারে অবগত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও পেছন কাতারে একাকী দাঁড়িয়ে যায় তাহলেও তার নামাজ হয়ে যাবে হানাফী ওলামাদের নিকটে।

(দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১০)

বাহারে শরীয়তের মধ্যে রয়েছেঃ

مقتدی کو صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا مکروہ ہے جبکہ صف میں جگہ موجود ہو اور اگر صف میں جگہ نہ ہو تو حرج نہیں اور اگر کسی کو صف میں سے کھینچ لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ بہتر ہے مگر یہ خیال رہے کہ جس کو کھینچے وہ اس مسئلے سے واقف ہو کہ کہیں اس کے کھینچنے سے اپنی نماز نہ توڑ دے۔

(প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর ৬৩৩)

অনুবাদঃ-কাতারের পিছনে মুক্তাদির একাকী দাঁড়ানো মাকরুহ যখন কাতারে জায়গার অবকাশ থাকবে আর যদি জায়গা খালি না থাকে তো কোন অসুবিধা নেই এবং যদি কাউকে সামনের কাতারে থেকে টেনে তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায় তো এটা উত্তমপন্থা। কিন্তু এমতবস্থায় এই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যে যাকে টানবে সে যেন ওই মাসআলা সম্পর্কে অবগত থাকে যাতে সেই ব্যক্তি টানার কারণে নিজের নামাজ ভঙ্গ না করে নেয়।

বিঃ দ্রঃওই মাসআলার ব্যাপারে অবগত হওয়ার মানে হচ্ছে এই যে ,ওই ব্যক্তি যেন জানে যে যদি কাতার পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং কোন একজন ব্যক্তি আসে তাহলে সে সামনে থেকে কাউকে পিছন দিকে টেনে নেবে এবং তাকে পিছন দিকে চলে আসতে হবে ,নামাজ ভঙ্গ করবে না এবং এটাও যেন জানে যে ওকে শরীয়তের আদেশ পালন করার নিয়তে পিছন দিকে আসতে হয় ,কোন মানুষের আদেশ অনুযায়ী পিছনে আসা যাবেনা অর্থাৎ পিছনে আসার সময় এই নিয়ত করবে যে এইটা শরীয়তের বিধান। কেননা যদি সেই ব্যক্তি এই নিয়তে পিছন দিকে আসে যে অমুক ব্যক্তি আমাকে টানলো তার কথা অনুযায়ী এলাম তাহলে তার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

বাহারে শরীয়তের মধ্যে রয়েছেঃ

اگر وہ مقتدی کے کہنے سے امام اگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا اس نیت سے کہ یہ کہتا ہے اس کی مانوں، تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور حکم شرع بجالانے کے لیے ہو تو کچھ حرج نہیں۔

অনুবাদ: যদি সে মুক্তাদির কথা অনুযায়ী ইমাম আগের দিকে চলে যায় কিংবা মুক্তাদী পিছন দিকে চলে আসে, সেই ব্যক্তির কথা মানার নিয়তে, তাহলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু

যদি শরিয়তের আদেশ পালন করার নিয়তে পিছনে আসে তাহলে কোন অসুবিধা নেই।
(বাহারে শরিয়ত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং: ৫৮৬)
এবং আল্লাহ তা'আলা বেশি ভাল জানেন।

(৭)প্রশ্ন:-কেউ যদি প্রথম রাকাতে একটি সূরা পাঠ করে, তারপর একই সূরা ভুলবশত দ্বিতীয় রাকাতে প্রারম্ভ করে দেয় ,তাহলে তার করণীয় কী?

উত্তর:-একই সূরা প্রারম্ভ করে দিলে সেই সুরাটিই পাঠ করতে হবে। জেনে বুঝে এমনটি করা মাকরূহ তানযীহী। হ্যাঁ যদি অন্য কোন সূরা মুখস্থ না থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই।
(রদ্দুল মুখতার)

(৮)প্রশ্ন:-নামাজরত অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল স্থানচ্যুত হলে কি নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর:-নামাজ ভঙ্গ হবে না এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে নামাজরত অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল স্থানচ্যুত হলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে,এটা ভুল।
(রদ্দুল মুখতার)

(৯)প্রশ্ন:-যদি কোন ব্যক্তি দোয়ায়ে কুনুত পাঠ করতে ভুলে যায় এবং রুকুর সময় স্মরণে আসে তাহলে তার করণীয় কী?

উত্তর:-যদি সে দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করতে ভুলে যায় এবং রুকুর সময় স্মরণ আসে তাহলে সে ক্বিয়াম অর্থাৎ দন্ডায়মান হবে না বা রুকুর সময় পাঠ করবে না, বরং শেষে সাহু সিজদা করতে হবে। (বাহারে শরীয়ত)

(১০)প্রশ্ন:-যদি ফরজের প্রথম দুই রাকাতের মধ্যে যে কোনো এক রাকাতে সূরা পাঠ করতে ভুলে যায় এবং রুকুর পরে স্মরণে আসে তাহলে তার কী করা উচিত?

উত্তর:-যদি ফরজের প্রথম দুই রাকাতের মধ্যে যে কোনো এক রাকাতে সূরা পাঠ করতে ভুলে যায় তাহলে তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সুরা পাঠ করতে হবে এবং সাহু সিজদা করতে হবে। এবং এটা যদি মাগরিবের ফরজ নামাজের দুই রাকাতের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সুরা পাঠ করতে হবে এবং শেষে সাহু সিজদা করতে হবে এবং এটা যদি সুন্নাত এবং নফল নামাজের ক্ষেত্রে হয় এবং সাজদা করার পরে স্মরণে আসে তাহলে শেষে সাহু সিজদায় যথেষ্ট।
(বাহারে শরীয়ত, দুররে মুখতার, রদ্দুল মুখতার)

(১১) প্রশ্ন:-যদি কোন ব্যক্তি রুকু, সাজদা অথবা বৈঠকে ভুলবশত কোরআন পাঠ করে দেয়, তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর:-এ ক্ষেত্রে সাহু সিজদা আবশ্যক।
(বাহারে শরীয়ত,ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ)

(১২)প্রশ্ন:-যদি ফরজের শেষ বৈঠক না করে ভুলবশত দন্ডায়মান হয়ে যায় তাহলে করণীয় কী?

উত্তর:-যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ রাকাতের সাজদা না করবে ফিরে আসতে হবে এবং সাহু সিজদা করে সালাম ফিরাতে হবে। আর যদি ঐ রাকাতের সাজদা করে নেয় তাহলে সেই ফরজটি নফলে পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং এক রাকাত আরও যোগ করে নামাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।
(বাহারে শরীয়ত)

(১৩)প্রশ্ন:-যদি সুন্নাত এবং নফলের বৈঠক না করে ভুলবশত দণ্ডায়মান হয়ে যায় তাহলে করণীয় কী ?

উত্তর:-সুন্নাত এবং নফলের প্রত্যেক বৈঠক শেষ বৈঠক অর্থাৎ ফরজ হিসাবে পরিগণিত হয়। যদি শেষ বৈঠক না করে ভুলবশত দণ্ডায়মান হয়ে যায় তাহলে যতক্ষণ না পর্যন্ত সাজদা না করবে ফিরে আসতে হবে এবং সাহু সিজদা করে নামাজ সম্পন্ন করতে হবে। (বাহারে শরীয়ত)

(১৪)প্রশ্ন:-প্রথম রাকাতে যে সূরা পাঠ করেছে দ্বিতীয় রাকাতে তার ওপরের সূরাটি পাঠ করলে অর্থাৎ প্রথম রাকাতে قل يا ايها الكافرون (কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন) এবং দ্বিতীয় রাকাতে اعطيناك الكوثر (ইন্না আ'ত্বয়নাকাল কাওসার) পাঠ করলে তার হুকুম কী?

উত্তর:-প্রথম রাকাতে যে সূরা পাঠ করেছে দ্বিতীয় রাকাতে তার ওপরের সূরা অথবা আয়াত

পাঠ করা মাকরূহ তাহরীমী এবং গুনাহ হবে। হ্যাঁ যদি ভুলবশত হয় তাহলে গুনাহও হবে না এবং সাহু সিজদারও প্রয়োজন নেই।

(ফাতওয়া শামী)

(১৫)প্রশ্নঃ-প্রথম রাকাতে الم تر كيف (আলম তারা কাইফা) এবং দ্বিতীয় রাকাতে لايلاف (লিইলাফি) বাদ দিয়ে ارأيت الذى (আরআয়তাল্লাজি) পাঠ করলে তার হুকুম কী?

উত্তরঃ-দ্বিতীয় রাকাতে ছোট সূরা বাদ দিয়ে পাঠ করা নিষেধ রয়েছে। যদি ভুলবশত আরম্ভ করে দেয় তাহলে সেই সূরাটি পাঠ করতে হবে অন্য সূরা পাঠ করার অনুমতি নেই অর্থাৎ সেই সূরাটি সম্পূর্ণ করতে হবে। (দূররে মুখতার)

(১৬)প্রশ্নঃ-জামাত প্রারম্ভ হওয়ার পরে কোন সুন্নাত আরম্ভ করা জায়েজ কি জায়েজ নয়?

উত্তরঃ-জামাত প্রারম্ভ হওয়ার পরে ফজরের সুন্নাত ব্যতীত কোন সুন্নত আরম্ভ করা জায়েজ নয়। যদি ভরসা থাকে যে সুন্নাত পড়ার পরে জামাত পেয়ে যাবে যদিও বা বৈঠকেই পেয়ে যায় তাহলে সুন্নাত পড়ে নিতে হবে কিন্তু কাতারের সোজা দণ্ডায়মান হয়ে পড়া জায়েজ নয় বরং কাতার থেকে দূরে পড়তে হবে।(বাহারে শরীয়ত)

(১৭)প্রশ্নঃ-যদি শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুতে রসুলুহ পর্যন্ত পড়ার পরে ভুলবশত দণ্ডায়মান হয়ে যায়, তাহলে করণীয় কী?

উত্তরঃ-যদি শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুতে রসুলুহ পর্যন্ত পড়ার পরে ভুলবশত দন্ডায়মান হয়ে যায় তাহলে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই রাকাতের সাজদা করবে, ফিরে আসতে হবে। এবং দ্বিতীয় বার আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা বিহীন সাহু সিজদা করতে হবে? তারপরে তাশাহুদ ইত্যাদি পাঠ করে সালাম ফেরাতে হবে। (বাহারে শরীয়ত)

(১৮) প্রশ্নঃ- প্রথম বৈঠকে ভুলবশত দরুদ শরীফ পাঠ করলে, তার হুকুম কী?

উত্তরঃ-যদি اللهم صل على محمد অথবা اللهم صل على سيدنا পর্যন্ত পাঠ করে নেয় অথবা তার বেশি তাহলে সাহু সিজদা করা আবশ্যক হ্যাঁ যদি তার চেয়ে কম পাঠ করে থাকে তাহলে সাহু সিজদা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা শুধু ফরজ, বিতর এবং যোহর ও জুময়ার প্রথম চার রাকাত সুন্নাতের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু অন্যান্য সুন্নাত এবং নফলে প্রথম বৈঠকেই দরুদ শরীফ পড়ার হুকুম রয়েছে। (বাহারে শরীয়ত)

(১৯)প্রশ্নঃ-যদি সাহু সিজদা ওয়াজিব না থাকে এবং করে নেয়, তাহলে তার করণীয় কী?

উত্তরঃ-যদি সাহু সিজদা ওয়াজিব না থাকে এবং কোন ব্যাক্তি একাই নামাজ আদায় করছিল এবং সাহু সিজদা করে নিল তাহলে তার নামাজ হয়ে যাবে। এবং যদি ইমাম এরকম করে তাহলে ইমাম এবং সেই মুক্তাদী যে ইমামের সঙ্গে প্রথম রাকাত থেকে শেষ রাকাত পর্যন্ত সংযুক্ত ছিল তার নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু মাসবুক্ব অর্থাৎ সেই মুক্তাদী যে দুই এক রাকাত হওয়ার পরে জামাতে সংযুক্ত হয়েছে সেই মুক্তাদির নামাজ হবে না।

(ফাতওয়া কাযী খাঁ)

(২০)প্রশ্নঃ-চশমা পরে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তরঃ-চশমার ফ্রেম যদি সোনা, চাঁদি, লোহা ও পিতল ইত্যাদির না হয় বরং কাঁচের অথবা প্লাস্টিকের হয়, আর সাজদা করার সময় নাকের হাড় মুসল্লাতে ভালোভাবে জমে যায়, তাহলে এরূপ চশমা পরে নামায পড়া যাবে।

আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ-

"চশমার ফ্রেম যদি সোনা বা চাঁদির হয় তাহলে এরূপ চশমা লাগিয়ে নামায পড়া নাজায়েয। আর (যদি সে ইমাম হয় তাহলে) তার ও মুক্তাদিগণ সকলের নামায কঠিন মাকরূহ (তাহরীমী)।" (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ ৭/৩১৯)

হুযূর ফাক্বীহে মিল্লাত রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যেঃ-

"যদি চশমা সাজদা করতে গিয়ে নাকের হাড়কে মুসাল্লাতে জমতে বাধা না দেয়, তাহলে নামায নিঃসন্দেহে হয়ে যাবে। আর যদি বাধা দেয় তাহলে মাকরূহ তাহরীমী। অর্থাৎ পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব বা অনিবার্য।"

(ফাতাওয়া ফাইযুর রাসূল ১/৩৭৫)

হুযূর সাদরুশ শারীআহ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ-

"চশমা লাগিয়ে নামায পড়া জায়েয। প্রয়োজন হোক বা না হোক।"

(ফাতাওয়া আমজাদীয়া ১/১৩৭)

THE MONTHLY AL-MISBAH MAGAZINE

July- 2024

প্রশ্ন করুন

কোন শরয়ী মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য যোগাযোগ করুন

95546 21297
6296822303
96093 01137

আপনিও লিখুন

আল্-মিসবাহ মাসিক পত্রিকায় লেখা সাদরে গ্রহণ করা হবে। তবে কপি-পেস্ট বা অন্যের লেখা চুরি করে না পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন

78658 64344
95546 21297
62968 22303

মতামত জানান

আল্-মিসবাহ মাসিক পত্রিকা আপনার মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায়রয়েছে। আপনার প্রিয় পত্রিকা সম্পর্কে আপনি মতামত জানাতে পারেন।

62968 22303
95546 21297

বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন

62968 22303
95546 21297

Designed by: Roushan Ali-9733301647